বিজয় বাণী

রাম রাম সিয়াজু জপত, সিয়াজু সিয়াজু রাম।
যুগল নাম পরিকর জপত, প্রেমলতা বসুযাম॥

শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ পত্র

অনন্তশ্রী বিভূষিত জানকীবল্লভ শরণজী মহারাজের শ্রীকর কমলে।

চিত্ত তোমার অরুণ কমল সীতারাম সুখ পরাগময়।
বিবেক জ্ঞান দিব্য অমান ভক্তি রসে সতত লয়॥
অনুরাগ দীপে নয়ন উজল সংশয়হীন রহিত ভয়।
এক তারা সম বাজে নিরবধি বৈখরী তানে গাহিয়া জয়॥
অলৌকিকী দিব্য শোভা— প্রসন্নতায় সুনির্মল।
ভজন মগন ইন্দ্রিয়গণ নিত্য সেবার মোহন থল॥
পরিকর জনে বাঁধি প্রেম ডোরে ছিন্ন ভিন্ন সকল ভেদ।
শ্রীগুরু কৃপার মূরতি উদার মুগ্ধ সুখে বিগত খেদ॥
উপাসনা দীন বিনয় কাতর কণ্ঠে মধুর যুগল নাম।
কায় বাক্ মনে ইষ্ট নিষ্ঠ প্রীতি সরস অষ্টযাম॥
হৃদয় ভবনে মধুর মিলনে নিত্য সুখের পরম ধাম।
সেবা সুরভিত পরমানন্দ করুণানিধান জানকীরাম॥
কিবা হিলি মিলি কিবা সুখে গলি নয়নের নিধি পূর্ণ কাম।
অনুরাগ প্রেম আরতি পূজায় কবণাকুঞ্জ সাকেত ধাম॥
ভকতে মগন করুণেশ স্বামী সুখের সিন্ধু কান্তবর।
নিজ সুখ লাগি মধুর চরিতে উজল করিল আপন ঘর॥
সকলি দিব্য মুগ্ধ সকলি জানকী কৃপার অমোঘ দান।
সজল নেত্রে রাখিনু প্রণাম গাহিয়া পুলকে বিজয় গান॥

*

গ্রন্থ বন্দনা

কী শুভ লগনে কী মধুর ভূষণে হৃদয়ে আসিলে বিজয় বাণী।
তোমারে আমি চিনিতে পারিনি চিনিতে পারিনি হে নন্দিনী ॥
উজল নীল মংগল বাসে স্নিগ্ধ তোমার করুণা রাশি।
ভুক্তি মুক্তি বিভব সকল তব চরণ রজের নিত্য দাসী ॥
ভাল চিকুর গণ্ড কপোল অরুণ অধর পরমানন্দ।
নয়ন দ্বিদলে মুদিত হাস্যে ঝরে অবিচল ক্ষমার ছন্দ ॥
কী কব মধুর কিবা অপরূপ ললিত লীলার নাইকো শেষ।
গীত সুধা রসে ভাসায়ে চিত্ত দানিলে চকিতে নবীন বেশ ॥
তোমার বিলাসে ভুলিনু সকল সংশয় ভ্রম দ্বন্দ মান।
সুখে সুখে ভাসি পরমানন্দে তোমার প্রসাদে গাহিনু গান ॥
কী কব তব করুণা মহান কী কব তব রূপের রাশি।
নামেতে রূপেতে হয়ে একাকার মাভৈঃ মন্ত্রে বাজায় বাঁশি ॥
তোমার ক্ষণিক মুগ্ধ পরশে চিনি চিনি যেন মনে যে হয়।
তোমারে দেখেছি কোন দূর দেশ কোন্ সে প্রান্তে কিরণময় ॥
নিত্য স্বরূপে দেখা দাও প্রিয় করো করো না ছলনা আর।
এ খেলা তোমায় সাজে না যে প্রিয় তুমি যে দাসীর কণ্ঠহার ॥
কী কব তব মুগ্ধ পরশ ক্ষণে ক্ষণে জাগে তোমার নাম।
বিশ্ব বিদিত উদার কান্ত তুমি আনন্দ জানকীরাম ॥

★

অশ্রুধারা

শ্রীসীতারাম নাম ময় তথা মধুর রসাশ্রিত আলোচ্য গ্রন্থখানি ভিন্ন বর্ণে ও ছন্দে মহামতি—তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস মহাকাব্যের যথামতি এক মর্ম রূপ বিশেষ এবং সেই অর্থে গ্রন্থখানি মৎলিখিত শ্রীসদ্ গুরু চরিত মানস গ্রন্থেব সহধর্মী পরিপোষক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনায় রামচরিত মানস কাব্যের বহু প্রসঙ্গ তথা তাহার রূপ-রেখা ভাব-বিচার ও শব্দ সম্ভার সহজ ও সাবলীল ধারায় ভিন্ন রূপ ও বাণীতে কেবলমাত্র যে এই গ্রন্থে আপনি আসিয়া একাকারে মিশিয়াছে তাহাই নহে বস্তুতঃ মানস রস সমগ্র গ্রন্থে ফল্গু নদীর ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত। সন্ত কবির ধ্যান ও বিজ্ঞান লব্ধ দৃষ্টিতে অনন্য উপাসক হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ইষ্ট কারুণ্যের যে বিরহ-মিলন মধুর সংগীত ধারা আপন সুখে নিরবধি নন্দিত হইতেছে সেই দিব্য রস স্নিগ্ধ নিষ্কাম দৈন্য ভক্তির অর্চনা আরতি—বন্দনার সংলাপ সমাবেশে গ্রন্থের সীমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। ইষ্ট কারুণ্যের সেবা মুখর বিমল—জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির নিত্য নিকেত শ্রীসীতারাম নাম চিন্তামণি সর্বস্ব—এই অনাড়ম্বর পদগুলির রচনা একান্ত নিজ সুখ হেতু—ইহার অন্য কোন লক্ষ্য নাই। শ্রীসদ্ গুরু মহারাজের কৃপা পীযূষ ধারায় ভাববব্ধ হৃদয় যাহা প্রকাশ করিল তাহার মর্ম রূপটি মানস কবির সুমধুর মন্ত্রপূত বাণীতে উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

সব কর মত ইহ খগনায়ক এহা।
করিয় রাম পদ পঙ্কোজ নেহা॥

শ্রুতি পুরাণ সদ্‌ গ্রন্থ কহাহী।
রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহী॥
তাহি ভজহি তাজি কুটিলাই।
রাম ভজে গতি কেহি নহি পাই॥

এই দিব্য জ্ঞানোদয়ের উপায় নির্দ্দেশ করতঃ কবি সাথে সাথে গাহিতেছেন

রামহি সুমিরিয় গাইঅ রামহি।
সন্তত শুনিয় রাম গুণ গ্রামহি॥

শ্রীসীতারাম চরণে বিমল অনুরাগ দীপ্ত মহা কবির এই দিব্য বাণীর দীনতম রূপায়ণ বিলাসে জড়মতি লেখকের হয়তো বা অজ্ঞতা ও অহংকারেরই প্রকাশ পাইয়াছে— আলোকের পরিবর্তে অন্ধকারেরই ঘনঘোর হইয়াছে—সান্ত্বনা এই যে- সুমধুর সিয়ারাম নাম রসায়ণের যে অনির্বাচ্য সুখ ও তৃপ্তি তাহা হৃদয়ের মণিকোঠায় আপন সুখে আপনি মগ্ন রহিল।

সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপায় কিছু কিছু ভুল রহিয়া গেল তার জন্য বিশেষ দুঃখিত। আশা কবি সুধী পাঠকগণ নিজগুণে এ অনিবার্য ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

২বি ব্যানার্জী পাড়া ষ্ট্রীট্‌,
উত্তরপাড়া
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮

শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
সিয়ারাম শরণ (শুভশীলা)

*

সূচীপত্র

নৈবেদ্য

সাজানু এ পূজার ডালি নীরস মলিন পত্র দলে।
গন্ধ বিহীন ধূপ আরতি অহংকারের প্রদীপ জ্বলে॥
অনুরাগের নাইকো বালাই প্রেম পীরিতি কথার কথা
ভজন গানে শুদ্ধা মতি না জানি কোন ইষ্ট গাথা॥
সদাই গতি দুর্জনেতে সাধু সংগের কিবা জানি।
অভিমানের মূল্য নিয়ে সদাই করি কানাকানি॥
ধর্ম কথায় নাইকো রুচি আপন জ্ঞানে আপনি রাজা
বহুরূপীর রূপটি ঠানি মস্ত বড় সাধু-সাজা॥
গরল ভরা চিত্ত নিয়ে অন্যের সুখ দেখতে নারি।
বিষয় রসে মত্ত হয়ে হেথা হোথা ঘুরি ফিরি॥
এত বড় কুল কলংক বিশ্ব মাঝে মিলবে নাকো।
দুর্জনেরে পরিহরি তোমারা সবাই সুখে থাকো॥
সকল দোষে দোষী আমি শুধু একটি যশের জয় গাহি।
সিয়ারামের অসীম দয়া জগতে তার তুল্য নাহি॥
সেই সুখেতে উজল হয়ে গাইবো সুখে সিয়ারাম।
ধর্মাধর্ম জানি নাকো হাট বাজারে না হোক দাম॥

★

বিজয় বাণী

প্রথম সোপান : বন্দনা ধারা

শ্রীগুরু বন্দনা

বন্দনা করি শ্রীগুরু চরণ দিব্য জ্ঞানের সরিৎ সুধা।
কল্মষ কলি কামের শমন মেটায় কামনা বাসনা ক্ষুধা॥
ছিন্ন ভিন্ন করিরা কঠিন অজ্ঞান মোহ মায়ার বাঁধন।
সাজায় চিত্ত অনুরাগ দীপে ভরি দেয় সেথা সুখের ভজন॥
প্রমোদ বিপিন মুগ্ধ কুঞ্জে সেবা সুমতি সখীর দল।
শ্রদ্ধা বিশ্বাস সতত প্রয়াস সংযম নেম পুষ্প ফল।
চুয়া চন্দন কাতর বিনতি মানাপমানের নাই কো ভেদ।
সংগ স্বজন মংগলময় শিখায় সুনীতি জানে না খেদ॥
অনির্বাচ্য সুখময় ধারা সিয়ারাম নামে করিয়া লয়॥
হাসিতে খুশিতে ভরিয়া পরাণ জন্ম মরণ করেন ক্ষয়॥
এই তো শ্রীগুরু পাদপদ্ম কৌতুক ভরা কৃপার ধাম।
সরস সুখের মুদিত ভজন জগদ্বন্দ্য শ্রীগুরু নাম॥
নিজ জন লাগি কনক করুণা ধরি বহু রূপ করেন লীলা।
অতি প্রাণারাম শ্রীগুরু চরিতে ভক্তি জ্ঞানের মধুর মেলা॥
শ্রীগুরু চরিত শ্রীগুরু কথা শ্রীগুরু ভক্তি তত্ত্ব সার।
অশেষ জন্মের পুনীত পুণ্যে মেলে শ্রীগুরু চরণ মুক্তি দ্বার॥

পরমাচার্য পরম্পরা বন্দনা

তপ-জ্ঞান ধারা—ভক্তির মূল-বিরাগের সুখ সার।
শান্ত-উদার-পরমাচার্যের— জয় গাহি বার বার ॥
দরশ পরশে কাটে মনোমল পাপ তাপ যায় দূরে।
প্রেম প্রীতিরসে উজল চিত্ত নাম রসে সদা ঝুরে ॥
অসহায় দীন মলিন জীবের দিব্য ভরোস ও আশার থল।
মংগল দীপ হৃদে জ্বালি দিয়া আমোদ প্রমোদে করে উজল ॥
পরমাচার্যের বন্দনা গাব কোন সে ভাষায় কেমন করে?
মন্দ-মতি বুদ্ধি বিহীন—ঘুরি ফিরি সদা অহংকারে ॥
অবিচল ক্ষমা দয়ার নিকেত জানি যে দিব্য পরমাচার্য।
তোমার বাণীতে তোমায় পূজিনু করিও স্বীকার হে মহান আর্য ॥
বন্দনা করি পরমাচার্যের চরণ কমল সুখের মূল।
যাঁদের কৃপায় রচিনু কাব্য হোক বা সত্য কিংবা ভুল ॥
সুধী সজ্জনে পড়িবে শুনিবে নিজ গুণে ভুল করিবে ক্ষমা।
পরমাচার্যের দিব্য চরিত, নাইকো তুলনা, নাইকো সীমা ॥
অজ্ঞ অবোধ বালকের কথা খুশীর আলোকে ভরিয়া মন।
পরমাচার্য পড়িবে শুনিবে জানিবে আপন প্রাণের ধন ॥
চির মংগলময় পরম দেবতা জানকী মাতার আপন জন।
খুশীর আলোকে সুন্দর সদা আনন্দের কনক তন ॥
নির্মল জ্ঞান ধর্ম শাস্ত্রের—সীতারাম নাম জীবনাধার।
জানকী কৃপার মধুর মূরতি জীবন নায়ের কর্ণধার ॥

শ্রীযুগল সীতারামের নাম বন্দনা

বন্দনা করি যুগল নামের আনন্দের মহান মূল।
তাহার মহিম গাইতে গিয়ে বেদ পুরাণে পায় না কূল॥
যুগল নামের সুধার ধারায় সীতারামের নিত্য রূপ।
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ সমাধি তন্ত্র মন্ত্রের সুধার কূপ॥
অচল ক্ষমার কনক ভবন নির্ভরা প্রেম সুখের থল।
কোটি চন্দ্র সূর্য সম দিব্য প্রভায় সমুজ্জল॥
জড় চেতনের নিত্য নিকেত সিয়ারাম নাম ভুবনময়।
আদি অন্ত কারণ বিহীন ভুক্ত মুক্তি সৃষ্টি লয়॥
আনন্দের ঝর্ণা ধারায় ভেদের কোন নাই বিচার॥
সিয়ারাম নাম সবার তরে অকাম সেবার মুক্ত দ্বার॥
সর্বনাশা মহামোহ তম অজ্ঞান ছল কাম কপট।
সিয়ারাম নাম রবির কিরণ অন্ধকারে নাই দাপট॥
ভক্ত হৃদয় পূর্ণ করি সাজায় প্রীতির ফুল দলে।
ধর্মের সুখ নিত্য নবীন মিলায় সেথায় কুতূহলে॥
সংসার ভয় যায় যে মিটে কাম বাসনার হয় যে ক্ষয়।
দু হাতেতে বাজিয়ে তালি যম দূতেরে জানায় জয়॥
ওঁকার বীজ সোঽহং মন্ত্র সবার কারণ যুগল নাম।
সীতারামের যুগল নামে মুগ্ধ প্রাণের গাই প্রণাম॥

●

বাণী বন্দনা

প্রকৃতি পারের হে মহান কবি কী গান গাইছ তুমি ?
শারদ রাতে সন্ধ্যা প্রাতে পুষ্প গন্ধে চুমি ॥
নদী নির্ঝরে কিবা মধুবাণী কী ধ্বনি গভীর মেঘে ?
বসি বাতায়নে কী বীণা বাজাও কোন্ সে রূপেরে দেখে ?
জননীর স্নেহে কান্তা রমনে সখ্য পীরিতি টানে।
শ্যামল ধরনীর নিত্য শোভায় কল্লোল কলতানে ?
অরূপ বাণীতে কিবা কথা কও হে শাশ্বত মহাকবি ?
কিবা রংএ বল কোন সে তুলিতে আঁকিছ মোহন ছবি ?
প্রকাশে প্রকাশে দিব্য মধুর জানি না তোমার বাণী।
অকথ পুলকে ভরে আঁখিদ্বয় নিরবধি সুখ মানি॥
বিধির ভবন অনায়াসে ত্যজি হাসিতে খুশীতে ভরি।
শ্রীরাম কথার কবির হৃদয়ে পড় যে সতত ঝরি॥
সীতারাম রূপ লীলা গানে আর তব বীণা মধুময়।
এই তো তোমার মুগ্ধ চরিত্র বেদ পুরাণে কয়॥
জানি না তোমায় বুঝিনা তোমায় হে অরূপ রাগের রাণী।
তব ভাষা গানে ভাসায়ে চিত্ত লহ মোর সব খানি॥

শ্রীরাম বরদূত বন্দনা

রাম বরদূত জানকী দুলার মহাযোগী মতিধীর।
জয়তি জয়তি পবন কুমার জ্ঞান নিধি মহাবীর।।
ন্যায় নীতি প্রীতি সেবা সুমতি ভক্তি বিরাগ ধাম।
জয়তি জয়তি দুর্লভ রতি চারুশীলা শুভ নাম।।
অমিত বীর্য অমিত বল বুদ্ধি বিশাল বিবেকাগার।
জয়তি জয়তি কল্যাণ নিধি সত্য ধর্ম সুখের সার।।
বজ্র কঠিন অংগ সমূহ কোটি সূর্য প্রকাশময়।
জয়তি জয়তি বাগ্মী উদার খল দলে বাম পুরাণে কয়॥
অদ্‌ভূত অতি কর্ম নিচয় তর্ক বিহীন বুদ্ধি পর।
জয়তি জয়তি মারুতি জয় - মুক্তি বিজয় শক্তি ধর॥
সীতারাম রূপ লীলা গুণ আর পরম তত্ত্ব সুখের সার।
জয়তি জয়তি আঞ্জনেয় ভুবন খ্যাত গুণের পার॥
সীতারাম রসে সদা লয় লীন—সিয়ারাম নামে নিত্য ভোর।
জয়তি জয়তি সিদ্ধি সদন মুক্তি ভবন কীর্তি ডোর॥
শ্রীনাম প্রতাপ প্রভাব ধাম—চরিত সিন্ধু বিভব ঘর।
জয়তি জয়তি বেদ বেত্তা ভেদ বিহীন আপন পর।।
দুর্জনে অতি ভীষণ বিকট রুদ্র মহান দিব্য রূপ।
জয়তি জয়তি সন্ত জীবন মহিমা রসাল সুধার কূপ॥
কারণ বিহীন দীন জনে সদা নিত্য অভয় বরদ ধাম।
জয়তি হনুমৎ পাদ পদ্ম নিত্য পূর্ণ আপ্তকাম॥

কাশীর বন্দনা

কাশীর দানের নাই তুলনা সে যে স্বয়ং শিবের দান।
শিবের ছত্রছায়ার তলে খেলছে সুখে কাশীর প্রাণ ॥
অলৌকিকী কল্প কথা নয়তো কভু নয়তো নয়।
রিক্ত করে যে যায় দ্বারে সকল অভাব পূর্ণ হয় ॥
কাশীর সেরা দানের মাঝে শম্ভু শিবের নিত্য গান।
যার প্রসাদে জাগবে হৃদে নিত্য শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ॥
আসল নকল আত্মজ্ঞানে পড়বে ধরা নয়তো ভুল।
রাম চরণে প্রেম পীরিতি সোহাগ ভরে মেলায় ফুল ॥
কাশীর কৃপার মুগ্ধ দানে সীতারামের নিত্য জয়।
এই মধুর নামের নিত্য দোলায় আমোদ প্রমোদ লুটিয়ে রয় ॥
পিনাকপাণির ডম্বরুতে শাস্ত্র সকল পড়ছে ঝরি।
তাহার মুগ্ধ গোপন কথা নিত্য নামে রয় যে ভরি ॥
যুগল নামে প্রেমের বাদল যুগল নামে শোভার ধাম।
সেই তো মধুর কাশীর দানের নাই তুলনা নাইকো দাম ॥
সুখের সাগর উঠবে দুলে ভুলবে সকল রিক্ততা।
পূর্ণ হবে হৃদ কামনা কেমন করে বুঝবে তা ॥
কাশীর দানের কণার লাগি যতেক সাধন করছে তপ।
শম্ভু প্রসাদ বিনা তাহা কল্প লোকের বৃথাই জপ।
সীতারামের ভক্তি কোঠার কাশীর রাজা ভাণ্ডারী।
তাহার কৃপায় কেউ বা কেহ অচল সুখে রয় ভরি ॥
অচল সুখের কান্ত রাজা আনন্দের মহান ধন।
সিয়ারামের স্মরণ সুখে বেড়ায় ঘুরে মজিয়ে মন ॥ ★

সন্ত বন্দনা

সিয়ারাম নামে মুদিত পরাণ ভজনে অনন্য মতি।
সবাকার সাথে মৈত্রী পীরিতি এই তো সন্ত গতি ॥
সন্তোষে ভরা মুগ্ধ জীবন ইষ্ট ভরোসে সুখী।
সন্তের রূপ সন্ত সমান এই তো সন্ত দেখি ॥
সুন্দর শীল শিশুর মত প্রেম রসে লয় লীন।
পর দুখে দুখী সুখী পর সুখে এই তো সন্ত দীন ॥
কল্যান ব্রতে সদা অভিরাম সংসারে নাই রুচি।
দ্বন্দ রহিত মুক্ত চরিত এই তো সন্ত শুচি ॥
ধর্ম শাস্ত্রের রসিক সুজান বিজ্ঞানী মতি ধীর।
পরম পাবন তীর্থ উদার এই তো সন্ত পীর ॥
অনুরাগ রূপ বিরাগ স্বরূপ অকাম অমান যতী।
অহেতুকী দয়ার নিত্য নিকেত এই তো সন্ত গতি ॥
কর্মে কুশল ধর্মে অটল বিনয় দীনতা ঘর।
বিবেক বিচারে নম্র প্রবীণ এই তো সন্ত বর।।
ভক্তি বিলাসে মুগ্ধ চিত্ত কামনা বাসনা নাই।
পরহিতে রত শ্রীনাম নিরত এই তো সন্ত ঠাঁই ॥
অতি সুমধুর উপদেশ বাণী সহজ সরল সত্য।
সিয়ারাম নাম জীবন আধার এই তো সন্ত রিক্ত ॥
দর্শনে যার মিটে পাপতাপ স্পর্শে নবীন প্রাণ।
প্রণামে যাহার ঝরে আনন্দ এই তো সন্ত দান ॥
এমত সন্ত ধরণীর পরে শোভার পুলক ধাম।
ইচ্ছিত নাম রূপ মাঝারে লীলায়িত সীতারাম ॥ ★

* মানস কবি তুলসীদাস বন্দনা

অজানা কোন্ আলোক রথে এলেন কবি তুলসীদাস।
হৃদয় ভরা পূজার থালি আনন্দের মোহন রাশ ॥
সত্য জ্ঞানে উজল আঁখি নির্মল চিৎ জ্যোতির্ময়।
ভুবন খ্যাত শ্রীরাম কথায় ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি লয় ॥
শ্রীরাম নামের মন্ত্রজালে বাঁধলো গাথা রামায়ণ।
রাম চরিত মানস কাব্য ভাব-ভক্তির কুঞ্জ বন ॥
রাম কথার শীতল ছায়ায় সংশয় ভ্রম দ্বন্দ্ব যায়।
গন্ধে পুলক হয়রে হৃদয় শ্রীরাম চরণ শরণ চায় ॥
অলৌকিকী বর্ণ ভাষা অলৌকিকী ছন্দ গান।
অলৌকিকী কৃপার বাদল নিত্য কালের মহান দান ॥
কর্ম-জ্ঞানের পরিপাকে হৃদয় পূর্ণ শুদ্ধ হলে।
বাঞ্ছানিধি কল্পতরু বসেন চিতে মধুর ছলে ॥
সীতারামের মোহন রূপে মুগ্ধ হৃদয় যায় ভেসে।
অচল কৃপার দিব্য বেণু রসিক নাগর বাজায় হেসে ॥
ভক্ত প্রেমের গৌরবেতে মহান কবি পড়লো ধরা।
অসীম সীমার মিলন মধুর গাইলো কবি আত্মহারা ॥
মানস কাব্যের মুগ্ধ ভাষণ সকল তর্ক বুদ্ধি পর।
আত্মজ্ঞানের বিমল বিকাশ সমর্পনের স্নিগ্ধ স্বর ॥
এ অলৌকিকী দিব্য কথার নাইকো আদি অন্ত নাই।
শান্তি সুখের সোনার তরী মুগ্ধ প্রেমের চিকন ঠাঁই ॥

শ্রীরাম লীলার রসিক সুজান সন্ত কবি আপ্তকাম।
কোমল চিত্ত দীনের-আলয় অহৈতুকী কৃপায় ধাম ॥
সন্ত কৃপায় শ্রীরাম নামের প্রতাপ রবি প্রকাশ পায়।
আলোয় আলোয় হয়রে হৃদয় অজ্ঞানতম লুপ্ত হয় ॥
সেই আলোকের মোহন ছটায় শ্রীরাম লীলার মধুর রাস।
বিশ্ব বিলাস দ্বৈত সাথে জানকীনাথের নিত্য বাস ॥
যুগলপ্রেমে মধুর সদা সীতারামের দিব্য কথা।
পূর্ণ পরা নিত্য অকল যোগ বিয়োগ নাইকো যেথা ॥
শান্তি সুখের আঙ্গিনাতে সন্ত কবির মধুর গান।
সজল আঁখ মগ্ন হৃদয় পীযূষ ধারা করছে পান ॥
মহাকবির চিত্তে মধুর সীতারামের সুখের ঘর।
মুগ্ধ প্রেমের পুলক গাথা তুলসী হৃদে করলো ভর ॥
সেই পুলকে মহাকবির বিজয় সুযশ ভুবন খ্যাত।
গ্রাম্য গিরার অলৌকিকী সর্ব কালের অভিজাত ॥
এমনতর দিব্য কবির কোন্ সে ভাষায় বিজয় কব।
বন্দনা করি কবির চরণ প্রসাদ কণিকা মাগিয়া লব ॥

রামচরিত মানস কবি মহাত্মা তুলসীদাস।

পিতৃদেব বন্দনা

সোনার দেহ খানি দৈবী গুণে ভরা
নয়ন দীঘিদ্বয় করুণা টলমল ।
ভাব ভালবাসা অধর পুট দ্বয়ে
গণ্ড কপোল চারু পীরিতি ঝলমল ॥
বিজয় বরাভয় দীরঘ কর দ্বয়ে
শান্তি সদন সুখ অংগ অংগ প্রতি ।
বিরাগ জ্ঞান দীপে হৃদয় প্রমুদিত
অলক সরসিত কনক বরত্যুতি ॥
ললাট ইন্দু শোভা বিভবে অনাময়
বঙ্কিম ভুরু দ্বয় কা কব থৈ থৈ ।
ভজন মধু রাগে কুঞ্জ প্রেম গীতি
জানকী জানকীনাথ চিত্তে অচল সৈ ॥
উদার দিব্য যুগ চরণ মুক্তি ঝরা
ভকতি পরাগতি প্রতিটি পদে হায় ।
অকাম অবিরল কান্তি অনুপম
নীরব নিটোল সেবা মিলিল আসি তায় ॥

সুধার নির্জর সিয়ারাম মধুময়
স্মরণ মনন ধ্যান সতত নিশিদিন।
শর্ণ মহারাজ জানকী বল্লভ
সন্ত শিরোমণি কামনা বাসনা হীন॥

কারণ বিহীন দয়া উজ্জল দীন জনে
স্বপন সুখে ঝরা নিত্য নবীনময়।
কী কব অনুরাগ শ্রীগুরু পদরজে
তুমি না জানালে নাথ কুকবি কেমনে কয়?

না জানি কোথা হতে আসিয়া গেলে চলে
না জানি মহিমা তব কতেক সুধাময়।
মানব তনু ধরি যে লীলা আচরিলে
সকলি স্বপ্ন সম কথা সু মধুময়॥

তোমার পরিচয় রাখিয়া গেলে নামে
উজ্জল প্রেমধারা মধুর সিয়ারাম।
বিরহ মিলনে কিবা সতত সুখময়
করুণা কিরণে কিবা দিব্য অভিরাম॥

তাইতো নিত্য তুমি অরূপ মহানামে
ডাকিলে দাও সাড়া প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে।
কী কব লীলা তব মধুর বাণী হারা
এ দীন অর্ঘ মম চিত্ত কায় মনে॥ ★

* মাতৃরূপা কাশীর বাটীর বন্দনা

তুই যে মাগো কেমনতর তা কোন্ মুখেতে কবো ?
বল মা! এত ভালবাসা কোথায় গেলে পাবো ?
হাত দুখানি বাড়িয়ে মাগো বুকে টানিস্ দুখে সুখে।
কোন্ মায়া যে ছড়িয়ে আছে দরদ মাখা ও তোব মুখে ॥
নয়ন জোড়া স্নেহেব রাশি ঝড় বাদলে আগলে রাখে।
অঙ্গে মা তুই সন্তানময় সকল ব্যথা বাখিস্ ঢেকে ॥
তোর সমান কে আছে মাগো শুধাই তোবে হেসে খেলে।
তুই যে আমার সকল দিনের আমি যে তোর নিত্য ছেলে ॥
তোর কোলেতেই খেলবো শোব তোর কোলেতেই রব।
তুই যে আমার বিশ্বভুবন তোরে ছেড়ে কোথা যাবো ?
তোর কাছেতে পেলাম মাগো অজানা যে সুখ।
সেই সুখেতেই ভাসিয়ে ভেলা ভুলবো জন্ম মরণ দুখ ॥

বি ১৫/৫৬ ফরিদপুরা, কাশীধাম।

মহাজীবন বন্দনা

মুক্ত জ্ঞানের দীপ্ত ছবি নিন্দা স্তুতি নাই বিচার।
ঘর ছাড়া কে আপন ভোলা দুঃখে সুখে নির্বিকার॥
সরল স্বভাব শিশুর মত খুশীর আলোয় চিত্ত ভোর।
বিশ্ব মাঝে সবাই আপন ভালবাসার কনক ডোর॥
আপন রথের আপনি চালক সত্য ধর্ম কর্ম পথে।
আনন্দেতে মগ্ন থাকেন মিলে মিশে সবার সাথে॥
দুঃখ কারো সয়না প্রাণে সুখী পরের সুখ দেখে।
এ যে পরম সন্ত উদার সবাই চেনে এক ডাকে॥
গীতা ভাগবৎ আল্লা যীশু সকল রসের ভাবুক মন।
অজানা কোন্ সংকাশেত সর্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
নির্মল চিৎ শুদ্ধ পরাণ বিষয় বাসনা সহজ ত্যাগ।
সবার মাঝে আত্ম স্বরূপ সত্যব্রত মহান ভাগ॥
বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে মুক্তো ঝরা বৈভবেরে।
রিক্ত তরী পূর্ণ হোল অজানা কোন প্রভাস করে॥
সবার আগে বাড়িয়ে হৃদয় প্রভুর কাজে বিলিয়ে গেলে।
প্রভাসচন্দ্রের বিজয় চন্দ্র সুধার হাসি হেসে খেলে॥
মদ-মানহীন মহৎ জীবন গৌরবেতে করলে দান।
তোমায় বক্ষে ধারণ করি বসুন্ধরার উজল প্রাণ॥

পরহিত ব্রতী বিমল উদার চিত্ত পরমার্থবিদ
প্রয়াত শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

বিশ্ব বন্দনা

বিশ্বের মাঝে, যেখানে যে আছে, হোক বা চেতন কিংবা জড়।
সবাকার তরে প্রণত চিত্তে রাখিনু সরস প্রণাম গড়।।
গেয়েছে যে জন প্রভুর চরিত চুরাশী লাখ যোনীয় মাঝে।
তাদের তরে রাখিনু প্রণাম সর্ব ভাবে সকাল সাঁঝে।।
অলৌকিকী শ্রীরাম চরিত যে জন গাবে ভবিষ্যতে।
তাহারে জানাই বিনয় প্রণাম সতত সরস দণ্ডবতে।।
সব যোনী মাঝে প্রভুর চরিত হ'রি গুণ গান নিতুই নব।
যে জন গাবেন ভরিয়া চিত্ত তাহার সুযশ কেমনে কব।।
প্রভুর স্বরূপ নিত্য তাঁরা প্রভুর মাঝে নিতুই লয়।
প্রভুর সুযশ ললিত অপার কেউ কী তাহার হদিস্ পায়।।
তাইতো তোমরা ধন্য সকলে লীলা তনু মাঝে ইষ্ট রূপ।
কেমনে গাহিব বিজয় বিভব প্রণত চিত্তে হইয়া চুপ।।
করুণা করিয়া দেহ বরদান সীতারামময় তোমরা সবে।
সিয়ারাম নাম করি জয়গান রিক্ত পরাণ পূর্ণ হবে।।

দ্বিতীয় সোপান ঃ শ্রীসীতারাম নাম ধারা

শ্রীসীতারাম সিয়ারাম নাম জয় ধ্বনি

জীবের জীবন সিয়ারাম নাম হরণ সকল দ্বন্দ্ব ভয়।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতির্ময়॥
আগম নিগম জ্যোতিষ পুরাণ ধর্ম শাস্ত্র সবার প্রাণ।
পরম তত্ত্ব চরম সত্য পরমানন্দ অনির্বাণ॥
কল্যাণ তরু-কল্পলতা মহা তপস্যার দিব্য মূল।
সংসৃতিহর চিন্ময় স্বামী সাধ্য সাধন সেবার ফুল॥

জ্ঞান ভক্তি প্রীতি-প্রদাতা উচ্চ নীচে গণে না ভেদ।
যে লয় শরণ তাহার কারণ করুণা অহেতু ঘোচায় খেদ॥
পরম দিব্য সিয়ারাম নাম বেদ শ্রুতির গোপ্য কথা।
রসনায় রটি মুদিত পরাণে কেহ কেহ বোঝে যথার্থতা॥
কামনা বিহীন শ্রীনাম জাপক নাম রস ধ্যানে সদাই লীন।
মৈত্রী-করুণা সবাকার সাথে চিন্ময় সুখে দীনাতিদীন॥
সকল জ্ঞানের সুধা নির্ঝর বিবেক বিরতির কল্প লোক।
দৈবী গুণের কনক ভবন শমন ত্রিতাপ দুঃখ শোক॥
মহা পাপী তাপী মহা মদমানী মহা কামী ক্রোধী কপট জন।
সবাকার তরে বরাভয় দাতা মহা দানী নাম অকিঞ্চন॥

পরম সুখের চিন্ময় সুখ হরষে হরষে পুলকময়।
কণ্ঠে ধরিয়া সিয়ারাম নাম সন্তোষে সদা অকুতোভয়॥

সদা জ্ঞানময় সদা তেজোময় অজ্ঞান তমের নাহিক লেশ।
রসে রসে সদা সুধা নিরুপম আদি অন্তের নাহিক শেষ॥
অকথ চরিত নাহি যায় বলা ভাবে ভাবে কভু গম্য হয়।
অনির্বাচ্য নিরুপাধি নাম ধ্যান লোকের পরম লয়॥

আলোয় আলোয় প্রমুদিত সদা চিন্ময় আলোর কাব্য লোক।
সকল জ্ঞানের পরম প্রকাশ উদয় অস্ত বিহীন শোক॥
মধুর মধুর অতি সুমধুর মংগলপরা লোকাভিরাম।
করুণা কিরণে উজ্জ্বলতম সুবতি বিলাসে আপ্তকাম॥

নাম ও নামীর অকথ স্বভাব নাম মাঝে রূপ সতত হারা।
নামের সংগ বিহীন হইলে রূপেরে কভু যাবে না ধরা॥
নাম ও নামীর দ্বৈত বিলাস প্রভু অনুগামী যেমতি হয়।
সেব্য মাঝারে সেবক সতত, সেবক হৃদয়ে সেব্য রয়॥
উভয়ে অপার উভয়ে পরম, একে অপরের প্রকৃতি হয়।
উভয়ের প্রীতি অতি বিচিত্র ভাষার অতীত শ্রুতি যে কয়॥
তথাপি সুজান বিজ্ঞানী কবি অন্তর কিছু কহিতে চায়।
দিব্য ভজনে বিচরণ করি, ধ্যান নয়নে দেখিতে পায়॥
নাম রসে সুধা পান করিবারে নামী ধায় সদা নামের পিছু।
চিন্ময় রূপ সগুণ সাকার শ্রীনাম ভজনের সকল কিছু॥

মংগলময় নামের ভজন ত্রিলোক পাবন নামের ধারা।
হৃদয় গ্রন্থি ভেদ করি সে যে মুক্ত করে রূপের কারা॥

অবিদ্যা নাশক ধর্মের মূল সিয়ারাম নাম ব্রহ্ম পর।
ভজনে মধুর শ্রবণে মধুর কথনে মধুব প্রীতিব ঘর।।
জ্ঞান উপাসনা কর্ম নিচয় সিযারাম নামেব কণিকা দান।
যোগযাগ ব্রত বৃথাই সকলি শ্রীনাম সুধা না করি পান।।
সপ্ত কোটি মন্ত্র সে যে সকল প্রকারে ভ্রান্তিকর।
সিয়াবাম নাম মহামন্ত্র সুখের, নাহি কিছু আর তাহার পর॥

সিয়ারাম নাম মুদিত ভজনে শত্রু মিত্র বিষ সুরভি হয়।
খঞ্জে চরণ অন্ধে নয়ন বক্র কুটিল সুমতি পায়॥
সতত ধ্যেয় সতত পেয় সতত সেব্য শ্রীনাম সুধা।
ঋদ্ধি সিদ্ধি দেয় নব নিধি, মেটায় প্রাণের বাসনা ক্ষুধা।।
বুক চেরা বাণী সিয়ারাম নাম, অখিল লোকের পরম ধন।
অবিরল প্রীতি যুগল চরণে, মুদিত সেবার সরস ক্ষণ॥
জন্ম যাতনা মরণ যাতনা ত্রিতাপ যাতনা যায় গো ভাসি।
অভয় আলোকে উজল চিত্ত, মুদিত পরাণে প্রেমের হাসি॥

প্রীতির বাঁধনে বাঁধি সিয়ারামে নিত্য নতুন মোহন রাস।
রস অনুগামী সিয়ারাম স্বামী, ভাব ভক্তির করে যে আশ॥
মাতা পিতা গুরু বন্ধু সুহৃদ দারা সুত পরিবার।
যে রসে ভজিলে সিরারাম মজে সেই রস গলহার॥

জীবন যতন সকলি তুচ্ছ, ভজন প্রীতি যদি এলো না প্রাণে।
মৃতক সভায় কিবা প্রয়োজন, বিপুল রাগ রাগিনী গানে॥
সিয়ারাম নামের দিব্য মহল, ভাবে ভাবে তাহা অন্তহীন।
নিত্য নতুন প্রেমেব পরশে চিত্ত হয় যে সোহাগে দীন ॥
মীন যথা সুখী গভীর সলিলে চকোর শারদ পূর্ণিমাতে।
জীবের কৃত্য হবে কৃতার্থ সিয়ারাম নাম ভজন গীতে॥
অতীব সুক্ষ্ম অতি অপার, জ্ঞান গম্য বেদ পুরাণ কয়।
প্রীতির রসে দ্রবিত হইয়া নিজ জন লাগি সগুণ হয়॥
পরম তত্ত্বের বিজ্ঞাতা যাঁরা প্রেম রসে যাঁরা নিষ্ণাত।
নামের প্রসাদে এ দুর্লভ সুখ, করুণা কিরণে তাঁহারা জ্ঞাত॥
ধ্যান স্বরূপ কর্ম স্বরূপ ত্যাগ স্বরূপ পরম ধাম।
যোগ ব্রত তপঃ ব্রত দান ব্রত পূর্ণকাম॥
শুধু সিয়ারাম জয় সিয়ারাম হইয়া আর্ত সরস দীন।
হৃদয় বীণায় বংশী বাদন জয়ধ্বনির লয়েতে লীন।

জয় ধ্বনির উদার মন্ত্র ত্রিলোক ছায়িল জয়তি জয়।
সুর গণ করে ফুল বরিষণ সিয়ারাম নামে হইয়া লয়॥

নদী কল্লোলে কুলুকুলু রব কুঞ্জে কুঞ্জে শংখধ্বনি।
সন্ত হৃদয় সন্তোষে ভরা নন্দন বনে মর্ম বাণী॥

আলোকে আকাশে বাতাসে মিশেছে স্নিগ্ধ সুধার চৈতী রাত।
সিয়ারাম নামে জাগ্রত কবি মৈত্রী রাখী সবার সাথ॥

দিব্য দিব্য সকলি দিব্য মোহন নামের দিব্য পারা।
শোভায় অতুল বিভবে অতুল শ্রীনাম জয়ে সতত হারা।।
জয়ের বাদল সর্বলোকে মংগলময় চন্দ্র তারা।
অমৃত রসে উজল দিশা শান্তি সুধায় স্নিগ্ধ ধরা।।
পল্লব ফুলে বিহগ কূজনে দিকে দিকে জয় অনির্বাণ।
নির্মল চিতে মুগ্ধ পরাণে নামের বিজয় জ্যোতিষ্মান।।
বেদ বাণী পার নামের বিজয় গাইবে বল সে কোন্ কবি ?
সে কবি দিব্য নাম মহারাজ জ্ঞান ও ভক্তির স্নিগ্ধ ছবি।।
বিজয় গানের তুলি দিয়া পাল নামের তরী বহিয়া যায়।
প্রেমের বাদলে ডুবিল সকল শ্রীনাম সুধার পরশ চায়।।

সে যে আনন্দের ঝর্ণা ধারা

ভুবন ভরা আলো সে যে চৈতালি চাঁদ পূর্ণ মাসি ।
জুঁই চামেলীর গন্ধে হারা কোকিল কূজন সুখের রাশি ॥
সে যে আনন্দের মধুর মেলা বসন্তের মলয় বায় ।
শিউলী ঝরা শারদ প্রাতে আগমনীর বিজয় গায় ॥
সে যে স্নিগ্ধ সুধা শান্তি কায়ে সন্ধ্যা তারায় সমুজ্জল ।
কুল বধূর রক্তিম লাজ আঁচল ঢাকা মুখ কমল ॥
সে যে পুলক ভরা যৌবনের অচিন লোক আপনি হারা ।
রিক্ত তাপস সন্ন্যাসীর নির্ভরা সুখ হৃদয় ভরা ॥
সে যে নিশীথ রাতেব একটানা সুর ঝিল্লীর গান অচঞ্চল ।
সে যে নিদাঘ দগ্ধ পথিক বরে পূর্ণ শশী দিগঞ্চল ॥
সে যে কল্পনার বিলাস মধুর কাব্য কলার অরূপ বাণী ।
সে যে দ্বৈত প্রেমের চিকণ কায়া নিত্য রাসে কুঞ্জ রাণী ॥
সে যে রসাল তরু নিতুই নব পল্লব ফুলে গন্ধময় ।
সে যে বিরহিনীর সজল আঁখি কান্ত দিশায় নিত্য লয় ॥
সে যে কাজল কালো দীঘির জল মোহন মায়ায় টলমল ।
সে যে মল্লার তান শ্রাবণ রাতে বিভব রাগে সমুজ্জল ॥
সে যে বাঁধন হারা মুক্তাকাশ নীলে নীলে অসীম ছায় ।
সে যে নিত্য মধুর কল্যানের শুভগ বসন দিব্য গায় ॥
সে যে সকল সুখের রাজদুলারী কৌতুক রূপ রঙ্গে ভরা ।
সে যে বিশ্রাম সুখ কান্ত কবির আনন্দের ঝর্ণা ধারা ॥

শ্রী নাম মহারাজ

সকল রসের মিলন মধুর দিব্য রূপে গন্ধে ভরা।
নিত্য সুখের মুগ্ধ নিবাস সংশয় ভ্রম দ্বন্দ্ব হারা ॥
গুণের অতীত দিব্য গুণের চিন্ময় চারু কল্পতরু।
পুণ্য জ্যোতির মহান কুঞ্জ নাইকো অন্ত নাইকো সুরু ॥
বিশ্ব প্রকাশ অলোক সদা নিত্য জ্ঞানের ঝর্ণা ধারা।
অভয় বিজয় চরণ দ্বয়ে আপন মাঝে আপনি হারা ॥
ধ্যানের অগম জ্ঞানের অগম কাব্য গানের মুগ্ধ প্রাণ।
বিমল সেবার পরাগ রেণু অহেতুকী কৃপার দান ॥
আগম নিগম তন্ত্র পুরাণ যার আলোক জ্যোতির্ময়।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি সকল অহর্নিশ গাইছে জয় ॥
শৌর্য বীর্য অতুল বিভব মুগ্ধ গতি রতির রাশ।
মঞ্জু মৃদু মধুর লীলায় পরানন্দের নিত্য বাস ॥
দুঃখ শোকের নাইকো ছায়া জন্ম মরণ ভাষার পর।
সাধ্য সাধন তপোভূমি ধর্ম দলের অচল ঘর ॥
মনের আরাম ত্রিতাপ বিরাম নাইকো সম অধিক যার।
রাজাধিরাজ বিমল তাপস নাম মহারাজ সংগা তার ॥
শুদ্ধা ভক্তির আঁগন তলে ভাব বিলাসের মোহন নাচ।
শ্রদ্ধা বিশ্বাস ছত্র চামর অনুরাগ দীপ আলোর সাজ ॥
অঞ্জলি ধূপ পুষ্প গন্ধ নিষ্কাম ব্রত দিব্য অন্ন।
আঁখি ঝলমল আরতি সজল প্রার্থনা গান ভিন্ন ভিন্ন ॥

বেদ সকল মূরতিবন্ত আচার্যগণের মন্ত্র পাঠ।
নামোল্লাসে পরিকরগণ ধ্যান মগন অশ্রুপাত॥
কী অপরূপ সাজ হে মহারাজ বিশ্ব ভুবনে ভুবনে লয়।
তরু পল্লবে তৃণ ফুল দলে কুহু কেকা রবে মূরতিময়॥
মরু প্রান্তরে সরিৎ সাগরে নীল গগনে চন্দ্র তারা।
বিরহীর দুখে জন কুতুহলে সকল তোমার উজল ধারা॥
দুখে সুখে প্রভু তোমারেই হেরি তুমি যে আপ্ত নিখিল কান্ত।
তব সুধা হৃদে ভরিয়া পরাণ চির চঞ্চলে কর যে শান্ত॥
তোমার প্রাণের মুগ্ধ পীযূষে দ্বাদশ অষ্ট এক ও ছয়।
মুগ্ধ লীলার স্বরূপ নিত্য সপ্ত কোটি মন্ত্র লয়॥
অর্থ বর্ণ রূপ ও ছন্দের তুমি যে অতীত ভাষার পর।
সগুণ ও অগুণ নির্গুণের নিত্য লীলার প্রকাশ ঘর॥
তোমার স্বরূপ তুমিই জান কোন সে ভাষায় বল্‌বে কবি।
সকল গানের মুগ্ধ পরাণ নিত্য জ্ঞানের প্রকাশ রবি॥
তাইতো স্তুতি বারে বারে জানাই তোমায় ক্ষীণ বাকে।
তোমার ধারায় আকুল করো বাঁধি হৃদয় পাকে পাকে।
সবার মাঝে তোমার প্রকাশ নিত্য কালের মোহন গান।
আনন্দের জয় ধ্বনি বিজয় রথের শান্তি প্রাণ॥
চিন্ময় তব প্রকাশ মধুর চিন্ময় তব মুগ্ধ মেলা।
নিত্য সুখের মংগল দীপ ভাষার অতীত মোহন লীলা॥

★

সুখের নিমন্ত্রণ

স্নেহ বিগলিত করুণা ধারায় অচল ক্ষমা বহিয়া যায়।
সুখের সরিৎ ঢল ঢল রূপ শ্রীনাম সুধা বিকায়ে যায়॥
আয় তোরা আয় আয়রে সবে হাসিতে খুশিতে ভরিয়া আয়।
সবার তরে মুক্তি অভয় দেখরে নিশানা উড়ছে হায়॥
কুসুম পরাগ গন্ধে মুদিত সবাকার তরে আসন পাতা।
সকল ভেদের বিভব ভুলে পরমানন্দ আবির্ভূতা॥
দেখরে চকিতে নির্মল চিতে অযুত আলোর নৃত্য গান।
দিব্য ভূষণে ঠমকে ঠমকে মেঘ মল্লারে ধরিয়া তান॥
বীণার বাদনে পবন মেতেছে নীলাকাশ ঝল মল।
নিত্য পূজায় প্রকৃতি সেজেছে শোভা অপরূপ উজ্জ্বল॥
ভাবে ভাবে ভরা সুধার মেঠাই অন্ন পঞ্চ ব্যঞ্জন।
মুক্ত হস্তে হয় বিতরণ যাহার ইচ্ছা যেমন যেমন॥
নাই কোন খেদ নাই কোন দুখ কোন ব্যাথা কোন শোক।
নাইবে আঁধার মোহের বিকার নাই যে জন্ম মরণ রোগ॥
সকলি সুখের পরমানন্দের উজল আলোকে ভরা।
অমিয় রসের দিব্য আলোয় সিয়ারাম নাম হারা॥
করুণা ধারয় সবাকার তরে সুখের নিমন্ত্রণ।
যখন সময় তখনি আসিস্ নাই কোন দিন ক্ষণ॥
এ নিমন্ত্রণের দিব্য ভোজন পরাণ ভরা সুখের রাশ।
স্নিগ্ধ প্রেমের দিব্য ছোঁয়ায় মিটবে সকল মনের আশ॥
পূর্ণ হইয়া ফিরবে সকলে নিজ নিজ নিকেতনে।
উল্লাসে ভরা মংগল ধ্বনি উঠিবে ভুবনে ভুবনে॥

যাত্রী

পরাণে ভরিয়া সিয়ারাম নাম ভুবনে ভুবনে যাও হে যাত্রী।
আলোকে আলোকে প্লাবিত মার্গ নাহিক তমসা নাহিক রাত্রি॥
অতি প্রাণারাম সিয়ারাম নাম অমিত রসে শুধুই ভরা।
জন্ম মরণ জরার বিরাম ক্ষুৎ-পিপাসা ক্লান্তি হরা॥
পুলকিত তনু উজল রাগে সংশয় ভয় দ্বন্দ্ব হারা।
সন্তোষ ভরা উজল চিত্ত ভুলেছে বাঁধন ভেঙেছে কারা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অযুত অণ্ড ভিন্ন সকলি ভিন্ন ভিন্ন।
যতন প্রয়াস বিশ্ব বিলাস এক হতে এক অন্য অন্য॥
মংগল রূপে অমংগল সাজ হেরিবে যাত্রী চকিত চিত্ত।
এক তনু মাঝে কেহ দশমাথ কেহ ধরে তনু কর চরণ রিক্ত॥
বিনু পদে কেহ দ্রুতগামী হের কর বিনা কেহ করিছে কার্য।
কারো নাহি চোখ কারো বা বহু অদ্ভুত অতি সে সব রাজ্য।
যাত্রী তোমায় যাইতে হইবে বিস্ময় ভরা আঁধার পারে।
কেহ নাই সাথী পরম একাকী হিয়া ঠ্‌ক ঠ্‌ক ভীষণ ডরে॥
কেমনে যাইবে কীরূপে যাইবে বিনা সিয়ারাম নাম আলোক যান।
সকল তপের মংগল মূল সকল জ্ঞানের প্রাণের প্রাণ॥
অতি অদ্ভুত অতি বিচিত্র অতি সরসিত না যায় বলা।
নাম মহামণি রসনায় রাখি সত্য করো বলা ও চলা॥
দিতে হবে নাকো কানা কড়ি জেনো অতি অমূল্য সুধার নাম।
পরা সুখ ভরা উদার পরম চিন্তামণির দান অভিরাম॥

তাইতো বলি পরাণ ভরিয়া গাহ সিয়ারাম সুধার নাম।
অতি অনায়াসে সংসার মরু পার হয়ে যাবে সাকেত ধাম॥
সেথায় নিত্য উৎসব রাসে গুঞ্জিত বীণ মৃদংগ সাথে।
নব কলেবরে মিলিবে স্বজন সুশোভিত তনু কুসুম গাথে॥
নিত্য সেবায় পূর্ণ সকলে আনন্দের মধুর বীণ।
কামনা বাসনা নাই যে কিছুই মুগ্ধ সেবায় নিত্য লীন॥
অংগে অংগে ভূষণ তিলক জনক সুতার নিত্য দাসী।
পরম রম্য জানকীনাথের সাকেত ধামের দিব্য বাসী॥
হিলিয়া মিলিয়া সুখে গলাগলি সকলে সেবার অমিয় রূপ।
সবাই সেখানে সিয়ারাম নামে ভাব ও ভক্তি সুধার কূপ॥
তাইতো যাত্রী, শোক তাপ ফেলি, সিয়ারাম নামে মজিয়ে মন।
যেথায় যেমন যখন চাহিবে খুশীতে কর সেথায় ভ্রমণ॥
জন্ম মরণ কুটিল চক্রে আসিতে হবে না বারংবার।
সাগরে মিলিলে সরিৎ যেমন সকল সুখের হয় আগার॥

শ্রীসীতারাম যশ সলিল সুধার ফলশ্রুতি

জানকী বল্লভ গীতি অলৌকিক প্রেম প্রীতি
আদি অন্ত হীন অপার।
সকল শ্রুতির সার সকল ধর্মের সার
অবিচ্ছিন্ন মধুময় সুখ পারাবার॥
পদে পদে স্বাদু অতি ভজনে বাড়ায় রতি
মিটে যায় ক্ষয় ক্ষতি অনিত্য অসার।
পাপ তাপ হরা সে যে দুঃখ শোক ভ্রান্তি মিছে
জ্ঞান নেত্র দেয় খুলে মধুব সাকার।
অনুরাগে বাঁধি প্রাণ সদা ঝুরে মধু গান
স্নেহের পরশে তনু পুলক আকার॥
কাতর নয়ন দ্বয়ে শীতল প্রেমাশ্রু ছায়ে
ভক্তি রসে দ্রবীভূত মদ অহংকার।
গ্রাম্য কথা যত কিছু কপট কুটিল নীচু
মিটে যায় যত কিছু মোহের আঁধার॥
উল্লসিত জয়গানে প্রমুদিত মনে প্রাণে
মুগ্ধ প্রণত চিত্ত ভজন আগার॥
করুণা কিরণ বাণে অভিসার অভিযানে
জয় রথে সমারূঢ় পরম উদার।
শুধু গায় সীতারাম সিয়ারাম সিয়ারাম
কোথা তুমি প্রাণনাথ প্রেম পরিবাব॥

এসো হরি প্রাণ মনে সকল ইন্দ্রিয় গণে
হৃদয় আনন্দ কুঞ্জে কর হে বিহার।
তুমি সুখ পরানন্দ স্তুতি গান দিব্য ছন্দ
অশেষ আনন্দ কন্দ পূর্ণ অবিকার॥
তোমার ভজন নাথ সর্ব যোগ জ্ঞান মাথ
তোমার স্বরূপ তুমি অতীত ভাষার।
এ মোর অচল জ্ঞান সিয়ারাম জয় গান
সকল বন্ধন পারের শান্তি পারাবার॥

সিয়ারাম মধু রসে তুমি সদা যাও ভেসে
বার বার ভালবেসে দাও অধিকার।
এ তোমার সার মর্ম ভজনে সতত নম্র
সুখের পরম ধর্ম বীণার ঝংকার॥
উল্লসিত জয়ধ্বনি অরূপ রসের খনি
সাজায় প্রেমের পূজা কানায় কানায়।
আনন্দ মধুর রসে দশদিক গেছে ভেসে
এসেছে নবীন সুখ হিয়ায় হিয়ায়॥

রামচরিত মানস রামায়ণের আলোকে।

* * *

সুখের সিয়ারাম

সে জন ধন্য ধন্য সে জন যে জন সুখে গাহিছে নাম।
সকল আশার ভরোস ত্যাগি নিত্যানন্দে আপ্তকাম॥
সিয়ারাম নামে হৃদয় গলেছে গলেছে কঠিন মনের মল।
ভেসেছে তনু ভেসেছে নয়ন ভেসেছে সকল কর্ম্মফল॥
অলৌকিকী সুখের সুধায় রহিয়া মত্ত দিবস নিশি।
অভয় চরণে কবি নিগমন কামনা বিহীন সুখের বাশি॥
উপাসনা ভেদ রসিক সুজান পরমানন্দ নিত্য সাথী।
মানোপমান সকলি সমান রসেব আবেগে রয় যে মাতি॥
সরস জ্ঞানে উজ্জ্বল মতি ছল চাতুরির নাইকো লেশ।
সত্য সরল্ সন্ত বিমল স্বভাব উদার জানে না দ্বেষ॥
কারণ রহিত সবাকার তরে চিত্ত দয়ার স্বর্ণ খনি।
হেরে কৌতুক বিশ্ব বিলাসে লভিয়া ভক্তি চিন্তামণি॥
নাম রূপ আর মোহন লীলার বিজ্ঞানী চারু রসাল তরু।
বিপুল রঙ্গে সুধা তরঙ্গে পার হয় সুখে ভীষণ মরু॥
নামের মর্ম নামের ধর্ম রসে রসে শুধু নামেতে লয়।
নামের প্রকাশে সকলি প্রকাশ যোগ যাগ ব্রত যতেক হয়॥
ইহলোক সুখ পরলোক সুখ সুখে সুখে ভরা মুগ্ধ প্রাণ।
অবিরল প্রেমে সিক্ত হৃদয় অচল সেবার প্রতিষ্ঠান॥
সন্ত কৃপার মঞ্জুল দান পরম গোপ্য সুখের রাশ।
বদন ভরিয়া সিয়ারাম নাম মণিময় রাস কুঞ্জে বাস॥

পরম পদ নিত্য নাম

উদাসী তাপস সন্ন্যাসী বীর রিক্ত অভয় পূর্ণ কাম।
উপাধি রহিত পরম তত্ত্ব চিন্ময় চারু মুক্ত ধাম॥
স্বয়ং জ্যোতি সত্য স্বরূপ পরম প্রকাশের দিব্য লোক।
নির্বিকার নিরঞ্জন অখণ্ড জ্ঞান রহিত শোক॥
জন্ম কর্ম সকলি দিব্য জড় চেতনে সাক্ষী রূপ।
সকল রসের উৎস মহান আনন্দৈক সুধার কূপ॥
কোটি বিশ্বের মুগ্ধ মাতা নাম রূপ রস গন্ধে হারা।
সকল মানের পরম অতীত সকল সুখের ঝর্ণা ধারা॥
কাব্য কবি বেদ বাণী— ধর্ম অর্থ ছন্দ গান।
সবার স্বামী নিত্য প্রভু জীব জগতের প্রাণের প্রাণ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ অবতারের পীঠস্থান।
অলৌকিকী সকল কর্ম বিস্ময়কর জাদুর দান॥
লোকে লোকে রূপে রূপে কতই লীলা নিরন্তর।
গোপন রাখি নিত্য স্বরূপ নির্লেপ নট নৃত্যঘর॥
ধর্ম গ্রন্থ বেদ মন্ত্র সকল তোমার কিরণ কণ।
বর্ণমালার নির্বর্ণ পরম অদ্ভুত রূপ অচিন্তন॥
মহৎ জনের দিব্য রাসে ধ্যান সমাধির পরম লয়।
ইন্দ্রিয় মন বাহির বিশ্বের সুখের স্রোতে হয়েছে জয়॥

সে অনির্বাচ্য মুক্তি স্নানে সিয়ারাম নাম নিত্য রূপ।
মণিদীপ জ্বালি ভাব ভক্তি হেরে অখণ্ড সুধার কূপ।।
সিয়ারাম নাম সিয়ারাম রূপ পরম গোপ্য মহৎ যশ।
মহৎ কৃপার মহৎ দানে কেউ বা জানে এ গোপ্য রস॥
নামের ভজন সুধার ক্ষরণ মহোৎসবের বিপুল জয়।
নিত্য নামের বিজয় গাহি শান্তি পদে প্রবেশ হয়॥
জিজ্ঞাসা বাদ যোগ-বিরাগ শান্তি ধামে হয় যে লয়।
মায়ের কোলে শিশু যেমন জ্ঞান শূন্য অবোধ হয়॥
ভক্তি প্রদীপ জ্বলছে সদা সুখের আসব গন্ধে ঢালা।
শান্তি সেবার চিকণ আলো নিত্য নামের মধুর মেলা॥
পরম পদের কণে কণে শ্রীনাম সুধার নিত্য রাস।
সেই মোহন রাসের ছন্দ দোলায় পরম পদের সুখের বাস॥
নিত্য নাম আর শান্তি পদ যুগল পূর্ণ পূর্ণ রসে।
যে জন গাহে নামের বিজয় অভয় পদ তাহার বশে॥
এই তো মধুর মুগ্ধ সুধা ভাষার অতীত বর্ণপর।
শান্তি সদন শ্রীনাম সুধা মহৎ কৃপার মুগ্ধ ঘর॥

শ্রীনাম সংকীর্তন

অনন্ত বৈভব নাম সুখপ্রদ মনকাম
রূপে গুণে একরস ভব ভয় হারি।
দিব্য পরানন্দময় বিষম অসম ক্ষয়
শৃঙ্গার মধুর রসে সদা অবিকারী ॥
বিজয় বিভূতি যত নাম পিছে ধায় তত
ত্রৈলোক্য পাবন যশ জ্ঞান তমারি।
যজ্ঞ দান তপ বীর্য পরিপূর্ণ ঔদার্য ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অপবর্গ চারি ॥
অব্যক্ত চরিৎ নাম পূর্ণানন্দ অভিরাম
প্রেম বিনা কে বা বোঝে নাম মর্ম ভারি।
সাধু কৃপা সৎ সংগ ঘটায় মোহের ভংগ
নামে রুচি রসামৃত লভে কৃপা করি ॥
সব নাম যথাযথ বোঝে মন ঠিক মত
অসি বাঁশী শূল চক্র কেহ ধনুধারী।
নানা রূপে নানা মতে চড়ি ধর্ম জয়রথে
একই অদ্বৈত প্রভু লীলা অবতারী ॥
এ সকল গূঢ় কথা ভেদ রহস্য গাথা
জ্ঞান ভক্তি চিন্তামণি সত্য পথচারী।
দিয়া মন সংকীর্তন উল্লাস পুলক তন
ইহাই পরম ধন কহে বেদ চারি ॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধাকান্ত ঘনশ্যাম
সীতারাম সিয়ারাম যাই বলিহারি।
গোবিন্দ গোপাল হরি দামোদর শ্রীমুরারী
দুর্গা কালি শিবশক্তি জনক দুলারী ॥
কেশব করুণা সিন্ধু রূপে গুণে কোটি ইন্দু
কল্প তরু গদাধর দুখ শোক হারি।
ওঁ তৎ সৎ মধুময় সকল জয়ের জয়
নারায়ণ নারায়ণ গদা পদ্মধারি ॥
গীতা গংগা ভাগবৎ মানস ধর্মের রথ
বেদ শ্রুতি ইতিহাস কথা অবিকারী।
ত্রিনয়ন শংকর ব্রহ্মা আদি হরি হর
সতী সীতা সাবিত্রী দীনা পঞ্চ নারী ॥
অচ্যুত মধুর নাম দীন বন্ধু অভিরাম
বাসুদেব জনার্দন ভবের কাণ্ডারী।
লক্ষ্মীকান্ত শ্রীপতি সিদ্ধিদাতা গণপতি
জানকী বল্লভ রাম মহান পুবারি ॥
জগৎ জননী তারা মহামায়া অবিকারা
অমিয় পীযূষ ভরা নাম সুখ ভারি।
অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী সুভগ অভয় দাত্রী
জগবন্ধু জগদীশ প্রেমের পূজারী ॥
অলৌকিক সব নাম অকারণ কৃপা ধাম
সুখ সিন্ধু সিয়ারাম নামে লয় কারী।
সিয়ারাম সিয়ারাম মহামন্ত্র অভিরাম
সকল নামের নাম কহে বেদ চারি ॥ ★

কী মধুর সিয়ারাম নাম

আনন্দ সুখের ধাম অনির্বাচ্য অভিরাম
কী মধুর সিয়ারাম নাম।
রূপে রসে গন্ধে ভরা অলৌকিকী তৃপ্তি ঝরা
বিষয় বাসনা হরা ত্রিতাপ বিরাম॥

তপস্যা জ্ঞানের মূল কোটি সূর্য সমতুল
তেজের অমিত পুঞ্জ বিভব অপার।
ধর্ম কর্ম শ্রুতি সাম যাহা হতে অবিরাম
লোকে লোকে গাহে জয় অবিকার॥

ভাগবৎ পুরাণ বেদ ভক্তির অযুত ভেদ
সকল শুভগ গুণের মংগল আলয়।
অহর্নিশ দীপশিখা করুণা উদার প্রভা
সকল রসের সুধা চিন্ময় অক্ষয়॥

শান্তির মোহন দ্বার গুণাতীত অবিকার
ন্যায় নীতি সদ্ধর্মের সদা সুরক্ষক।
অভয় অচ্যুত নাম পরিপূর্ণ আপ্তকাম
অজ্ঞান গহন তমের পরম ভক্ষক॥

জন্ম মরণ ক্ষয় গতাগতির নাহি ভয়
রামকৃষ্ণ বরাহের দিব্য অধিষ্ঠান।
সুখ দুখে একরস মহৎ যশের যশ
পরম স্বতন্ত্র স্বামী অদ্বৈত মহান॥

যোগ্যাযোগ্য নাহি জ্ঞান সবারে যে দেয় মান
আপনি অমান থাকি বীর নম্রধীর।
অহৈতুকী কৌতুকে পূর্ণ কর যাকে তাকে
এ রহস্য অতি গূঢ় অজ্ঞাত কবির॥

আদি অন্ত হীন জানি সতত প্রণাম মানি
সুর লোক গায় সুখে জয় সিয়ারাম।
ধরা তলে আশীর্বাণী সন্ত অমোঘ দানী
চরিত পুনীত অতি দিব্য প্রাণাবাম॥

দানব সংস্কার হানি স্নেহ ভরে বক্ষে টানি
শিখায় সুনীতি আর নাম গুণগ্রাম।
বিষয় বাসনা দলি ধর্মাধর্ম জলাঞ্জলি
সিয়ারাম নাম রসে পূর্ণ মনস্কাম॥

নামের বিজয় ভেরি চতুর্যুগে সম হেরি
দেশ কাল নাম মাঝে চিরতরে লয়।
ঐশ্বর্য নিধান পুনি মাধুর্য অতল খনি
বাৎসল্য মধুর সখ্য শান্ত দাস্যময়॥

কল্যান প্রকাশ নিধি পরাশক্তি মহোদধি
অচিন্ত্য ভুক্তি মুক্তি ঋদ্ধি সিদ্ধি ধাম।
দয়ার শ্রীগুরু মূর্তি অবিচল ক্ষমা স্ফূর্তি
অশরণের শরণ প্রভু দীনবন্ধু নাম॥

সকল শাস্ত্রের মত সন্ত মত বেদ মত
সিয়ারাম নাম সম নাই কিছু আর।
যেমতি শ্রবনে মধুর প্রেম রসে ভরপুর
দেয় ভজনে সুখ ভক্তি অবিকার॥

অচিন্ত্য নামের গতি পদে পদে দেয় রতি
সকলি অব্যক্ত হেরি নামের উল্লাস।
শ্রীগুরু কৃপা করি কর্ণ মূলে দেন ভরি
কে কহিবে নাম কথা নাম মহারাস॥

হের হে নয়ন ভরি বিস্ময়ে রূপের ঝারি
লাবণ্য সৌন্দর্য সুধার কী মধুর মিলন।
অন্তরঙ্গ আলাপনে কিশোর কিশোরী সনে
কী নিবিড় আলিঙ্গনে সমাধি মগন ॥

রূপে রূপে আহামরি বয়ানে বয়ান ধরি
অংগে অংগে কী মধুর সুখ নিপীড়ন।
দুহুঁ তনু হিলিমিলি গৌর নীলকান্ত কলি
তমালে কনকলতার বন্ধন যেমন ॥

অশেষ বিদ্যুৎ পুঞ্জ তপ্ত কনক কুঞ্জ
মহালক্ষ্মী মহীজাতা জনক নন্দিনী।
ঘন নীল মেঘাম্বর দিব্য মণিমুক্তা ধর
অলৌকিকী জ্ঞান ভক্তি সবার স্বামিনী ॥

অংগে অংগে দিব্য শোভা বাৎসল্য মধুর কিবা
অনন্ত মাধুর্য সুধার বিস্ময় সাগর।
প্রিয়তম অংগে লীন ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহ হীন
করুণা নিধান স্বামী কান্ত উদার ॥

রঘুপতি রঘুনাথ অবলা দাসীর নাথ
বিরহী প্রেমের কবি বসিক সুজান।
স্বভাব মধুর অতি সুশীতল প্রেম রতি
অগতিব প্রাণাধার অদ্বৈত প্রধান॥

কিবা দূর্বাদল দ্যুতি অগণিত কাম রতি
অখিল নন্দন রাগেব পূর্ণ অরতাব।
প্রসন্ন কমল আঁখি মৈত্রী বন্ধন রাখি
প্রেমের ভিখারী রাম সদা অবিকার॥

বিরহীর প্রেমে লীন মাস পক্ষ নিশিদিন
নাম রূপে নাই কোন ভেদাভেদ।
এ যে কথা অব্যক্ত প্রেম রসে অভিষিক্ত
কবির নাই যে সেথা প্রবেশ অখেদ॥

দশদিক সুমংগল প্রেমে প্রেমে ঢল ঢল
মুগ্ধ আবেশে হারা জড় ও চেতন।
কবি মূঢ় অজ্ঞানী কেমনে কহিবে বাণী
নীরব হইল এবে পাইতে সন্ধান॥

সীতারাম সুখ

সীতারাম সুখ হৃদয় ভরিয়া কর কর সুধা পান।
এ সুখ সতত উপমা রহিত এ যে সদ্ গুরু মহাদান॥
চিত্তে জাগিবে প্রেম অনুরাগ স্বরূপ উঠিবে ফুটে।
হৃদয় ভাসিবে উজল আলোকে মোহ নিশা যাবে টুটে॥

নন্দন ধাবা অংগে অংগে লুটিবে খেলিবে সুখে।
হর্ষ পুলকে নয়ন ভাসিবে ভুলিবে সকল দুখে॥
নব জাগরণে জাগিবে পরাণ ভাঙিবে কঠিন কারা।
এ প্রেম পীরিতি ঝরিবে নিতুই যে জন নামেতে হারা॥

জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্যান সমাধি সীতারাম সুখে লয়।
ইচ্ছিত বর লভিবে সতত দৃঢ় কর নিশ্চয়॥
অজানা জানার মিলন ঘটিবে মগন মুগ্ধ লোকে।
অরূপ বীণায় বিজয় গাহিবে শত শত শত মুখে॥

করুণা কিরণ নব রূপ ধরি নব নব শুভ সাজে।
আসিয়া মিলিবে নিজ সুখ লাগি ভুলিয়া সকল লাজে॥
মঞ্জু মোহন রামেতে রমন দিকে দিকে হবে লয়।
এ বিজয় বিভূতি সেই জানে সুখে যে জন ভজনময়॥

সীতারাম সুখ বলা নাহি যায় কী দিব উপমা তার।
সকল শ্রুতির প্রাণ মন ধন মানস মর্ম সার॥

যে জন বুঝিল যে জন মজিল ভাসিল নয়ন নীরে।
মুখের বাণী মুখেতে রহিল অবলা সাগর তীরে॥

কৌতুক ভরা শ্রীরাম রঙ্গ লীলা রসে ভরা প্রাণ।
বহু রূপ ধরি বহু নাম মাঝে অহরহ অভিযান॥
নিজ সুখ লাগি করেন বিহার মুক্ত আপ্তকাম।
চিন্ময় চারু ললিত লীলায় পূর্ণ যে সীতারাম॥

এ যে ভালবাসা পরাণে পরাণে নিখিল ভুবনময়।
এ যে একতারা সম নিরবধি সুখে নিজ প্রেমে সদা লয়॥
এ মংগল ধ্বনি পরাণ ভরিয়া যে জন শুনিল কানে।
উজ্জল প্রেমে মধুর হইয়া ভাসিল যে গানে গানে॥

সীতারাম সুখ দ্বৈত রহিত তেজ-পুঞ্জ আলোক যান।
জ্বালি দীপ শিখা অমিয় ধারায় নির্মল করে প্রাণ॥
হৃদয় কুসুমে ভরি উঠে ডালা চিত্তে সমর্পণ।
এ সুখে এ ধারা বলা নাহি যায় নিত্য নিরঞ্জন॥

গলিত সকল সংসার মোহ দলিত অহংকার।
সবার মাঝারে মিলনের সুর ঐ শোন ঝংকার॥

মহামানবের এ কামনা সায়রে স্নিগ্ধ শীতল বারি।
সকল সুখের এ যে উজ্জ্বল সুখ মহারোগ শোক হারি ॥
সীতারাম সুখ জীবনের আশা মরণের মহা কবি।
জনম মরণের কৌতুক মেলা খেলার দিব্য চাবি ॥

এ মুক্ত মহান রবির প্রকাশে নাই ভয় নাই ভয়।
জীবন মরণের নিত্য দোলায় পূর্ণের পরিচয় ॥

কল্যান গীতি নন্দন গীতি ভজনের সুখরাশি।
মংগলময় সীতারম নাম নিত্য যে অবিনাশী ॥
হাসিতে খুশীতে ভরিয়া পরাণ সত্যের হয়ে সাথী।
সীতারাম নামে মগ্ন হইয়া বহে যাবে দিন রাতি ॥

সীতারাম সুখ সীতারাম নাম সীতারাম লীলা ধাম।
এক তনু মাঝে এ কৌতুক রূপ সদা ঝরে অবিরাম ॥
নাই কোন ভেদ এ সুখ সায়রে নব নব রুচি রাগে।
যে জন মজিল সীতারাম সুখে জানিল যে অনুরাগে ॥

নাই সংশয় হবে রে বিজয় মহাদানী সীতারাম।
আপনার মাঝে আপনা হারায়ে যাপ রে পুলকে যাম ॥
এ পরম একাকী নহে নহে প্রাণ সীতারাম সাথী হবে।
কণ্টক ধূলি দূর করি দিয়া ফুল হয়ে শুধু রবে ॥

সীতারাম সুখে ভরিল ভুবন ঝরিল আশীর্বাণী।
দিকে দিকে জাগে মংগল দীপ জয় জয় জয়ধ্বনি ॥

এসো এসো নাথ

হৃদয়ে এসো নাথ, জানায় দাও প্রভু
কী তব গুণ গ্রাম কী তব নাম।
কী সুখ মন্দির দয়ার নির্ঝর
স্মরণ সুখদ স্বামী পূর্ণ কাম ॥

বেদের পরাবাণী অতল সুখ খনি
অনল রবি শশীব দিব্য প্রাণ।
শ্রুতিব কথা এ যে হৃদয ভবে না যে
তোমাব জ্ঞান ধারা কর হে দান ॥

তোমার নিবাস কোথা বৃথা খুঁজি হেথা হোথা
এ বড় কৌতুক বুঝি না হায়।
শুনি যে দয়ানিধি হে হরি হর বিধি
যে কথা বলে যোগী পুরাণে গায় ॥

বিরাগ জ্ঞান ধ্যান জপ তপ ব্রত দান
তামস তনু মনে কেমনে হয়।
তাইতো বারবার হে অসীম পরাবার
শুধাই তোমার কথা তুমি যে জ্ঞানময় ॥

তোমার স্বরূপ শুন　　সগুণে নির্গুণ
এ কথা অদ্ভুত কী বুঝি তার।
শান্তি ঝর ঝর　　অরূপ মনোহর
জানকী জীবন প্রভু সত্য সার॥

সবার মাঝারে তুমি　　সাক্ষী অন্তর যামী
জন্ম মরণ জালে নিত্য অভয়।
এ যে তত্ত্ব পরমার্থ　　কাম মোক্ষ ধর্ম অর্থ
মূঢ় মতি দুর্জনে ব্যর্থ সুনিশ্চয়॥

এসো এসো ধরাতলে　　অসীম করুণা ছলে
দেখা দাও প্রাণে প্রাণে হে করুণা নিধান।
সীতারাম সীতারাম　　দীনবন্ধু অভিরাম
ছলনা করো না নাথ তুমি যে অমান॥

ঘরে এসো হৃদে বসো　　হে কামতরু সন্তোষ
আনন্দে অথৈ কর হে সদানন্দ ধাম।
তোমার মহিমা কব　　তব ভাষা বাণী লব
তোমার সুখেতে রব নৃত্য বসুযাম॥

শুন কবি দিয়া মন হে মহামণি প্রাণ ধন
ভাষার অতীত জানি হে অমিয় রতন।
তুমি সদা সুখ ধাম নিজানন্দে আপ্তকাম
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ধাম নিত্য নিরঞ্জন ॥

তুমি প্রভু সদাশয়, শুন কথা গুণময়
যা কহিব যা বলিব অকাম অমান।
শ্রীসদ্ গুরু কৃপা দানে বঝিনু যে মনে প্রাণে
সবার উপরে তুমি করুণা নিধান ।।

সিয়ারাম সুধা নাম সর্ব জ্ঞান গুণ ধাম
ভক্তির অমিয় প্রাণ পতিত পাবন।
এই শুভ সুখ নামে লভিব যে বিশ্রামে
শান্তির সদন পাবো নিত্য অনির্বাণ ॥

সিয়ারাম সীতারাম তুমি বট অবিরাম
সকল সুখের ধাম অমিয স্বরূপ।
তোমার কৈবল্য নীতি ভক্ত জনে প্রেম প্রীতি
পালন কর যে তুমি থাকি সদা চুপ ॥

নাম মাঝে মহাভাব সকল ভাবেব ভাব
জ্ঞানের অতীত সে যে প্রেম প্রধান।
সেই নামে হয়ে লয় জন্ম মরণ জয়
অনায়াসে সুনিশ্চয় লভিবে পরাণ ॥

আর না সহিতে হবে ছোটাছুটি ঘুচে যাবে
নিত্য সেবার সুখে আনন্দ মহান।
নিত্য সত্য চিনে লব হা হুতাশ ভুলে যাব
সিয়ারাম নাম গানের এই মহাদান ॥

সর্ব সুখ নাম মাঝে ধ্যান জ্ঞান তার পাছে
হায় হায় করি শুধু ছোটে অবিরাম।
জানকী কৃপায় কেবা এই সুখ এই সেবা
পরানন্দ মাঝে লভে পূর্ণ বিশ্রাম।।
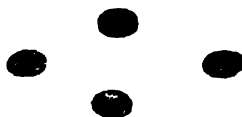
তৃতীয় সোপান ঃ সন্ত ও মানস ধারা

শ্রীগুরু দিব্য মূরতি

বেদ নিষ্ঠ তপ নিষ্ঠ স্বরূপ বেত্তা মহৎ জন।
সেইতো শ্রীগুরু জ্ঞান সূর্য নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন॥
শব্দ শাস্ত্রে পরম তত্ত্বে সহজ গতি সুনির্মল।
সেই তো শ্রীগুরু দ্বন্দ্ব রহিত কোটি চন্দ্র সমুজ্জল॥
রীতি নীতি প্রীতি রত মধুর বাণী কোমল প্রাণ।
সেইতো শ্রীগুরু মাযের মত শিষ্যে করেন শিক্ষা দান।
অন্তরঙ্গ ভজন ভাবে মুগ্ধ সদা মগ্ন ধ্যান।
সহজ সরল জীবন যাপন চরিত মধুর সুখের যান॥
আশ ও ভরোস ইষ্টে বাঁধি আনন্দেতে রয় মজি।
দিবস নিশি একান্তেতে কাটান সুখে শ্রীনাম ভজি॥
আজ্ঞা মধুর কুশল অতি বিবেক বিচার সম্মত।
আর্ত্ত জনে যুগল গানে চিত্ত ভরেন ঠিকমত॥
দয়ার নিকেত সন্ত চরিত যোগ্যাযোগ্য নাই বিচার।
সবার তরে মুক্ত দুয়ার বিশ্ব জনের সুহৃদ সার॥
স্বরূপ উদার সিদ্ধ তাপস চিন্ময় বেশ মধুর নাম।
কান্ত সেবায় নিত্য মগন বিরাম বিহীন সকাল সাঁঝ॥
ভক্তি প্রেমের সুধার সরিৎ বিরাগের মোহন রূপ।
অহং মম নাই কো কিছু আনন্দের দিব্য কূপ॥
অনুরাগের পূর্ণ কলস সেবার সৌধ সুনির্মল।
এইতো শ্রীগুরু দিব্য মহান ইষ্ট রূপে সমুজ্জল॥ ✱

পরমাচার্য শ্রীপ্রেমলতা মহারাজের দিব্য স্বরূপ

সকল রসের রসিক রাজা প্রেমলতা কবি ভাষার পর।
স্বয়ংশুদ্ধ চিন্ময় তনু স্বরূপ বেত্তা মুক্তি ঘর॥
চরণ পদ্মে অভয় বিরাজে কর যুগলে উদার পণ।
বক্ষে প্রেমের বিজয় বার্তা মুগ্ধ সোহাগ নিত্যধন॥
কণ্ঠে ব্যাকুল ইষ্ট ভরোস সিয়ারাম নাম ত্রিলোক জয়।
স্মিত মধুর দীপ্ত অধর ভাব ভজনে স্নিগ্ধময়॥
চন্দ্রমা শত শ্রীমুখ রসাল অনির্বাচ্য সুখের ধাম।
নয়ন যুগল জ্ঞান বিরাগ অনুরাগে সদা আপ্তকাম।
ভাল তিলক দিব্য অনূপ মুগ্ধ রসের প্রমোদ ঘর।
কেশ বিলাস কান্তি সঘন সুরভি স্নিগ্ধ কান্তা বর॥
শৃঙ্গার রূপ অকথ অপার স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতির্ময়।
প্রেম প্রীতি শুদ্ধা রতি দম্পতি সুখে নিত্য লয়॥
রাস কুঞ্জের চিন্ময় লতা প্রেম পুষ্পে বিকাশ হায়।
কান্ত শ্রীরাম মুগ্ধ ভ্রমর নিরবধি তার সংগ চায়॥
স্বরূপ মধুর অলখ দিব্য চেতন অমল সুখের সার।
শান্তি সেবার স্নিগ্ধ নিকেত নিষ্কাম ব্রত কণ্ঠহার॥
এ যুগল রঙ্গ রসাল সংগ মন বাণী পার বুদ্ধিপর।
কেমনে কহিবে কবি মূঢ়মতি বিদেহ রতির মিলন ঘর॥

প্রেমলতা প্রেমমঞ্জরী

(সেবা-সেবক চরিত মাধুর্য)

পরাণের সাথে খেলিবে পরাণ বিহ্বল ভাব কুঞ্জে।
দীপ গন্ধ নৈবেদ্য ধূপ সরসিত হেম পুঞ্জে ॥
স্নেহ বিগলিত প্রেম সঘন উজল করেছে রঙ্গ।
মেঘ মল্লার মুদিত হয়েছে বীণ রাগিনী সঙ্গ ॥

অতি বিচিত্র অতি অদ্ভুত এ আত্ম রমন প্রেম।
অনির্বাচ্য দেহ মন হীন নাহি কাম নাহি ক্ষেম ॥
শ্রদ্ধা সুরভি বিশ্বাস রতি রসে রসে রসালয়।
নির্ভরা সুখে ভুলেছে সকল চিত্ত দ্বৈতময় ॥
সুখের সাগর বহে তুলে ঢেউ দিব্যানন্দে হারা।
ভুবনে ভুবনে চিন্ময় লোকে অমিয় ঝর্ণা ধারা ॥

দুর্লভ এ রতির অবধি প্রেমলতা প্রেমমঞ্জরী।
নিত্য রমনে সদা একরস কভু নাই ছাড়াছাড়ি ॥
দেহাতীত প্রেম দেহাতীত সেবা দেহাতীত ভালবাসা।
কবির হৃদয় কেমনে কহিবে জানে না তাহার ভাষা ॥
দেহ গলাগলি অংগে অংগে মঞ্জরীপ্রেম ভনে।
হে ক্ষমা মন্দির তোমার বিরহ ব্যাপিত যে কণে কণে ॥

তৃষিত নয়ন তৃষিত পরাণ তৃষিত সকল অংগ।
চিন্ময় রাগে রঞ্জিত তনু কী কব তোমার রঙ্গ ॥

প্রেমের অবধি হে পরাণ দেবতা প্রেমলতা স্বামী সুন্দর।
বন্দনা গাহে চরণের দাসী ভুলিয়া আপন পর ॥
চির সুখ মানি দুখের সাগর কিনিনু নয়ন লোরে।
ভুলে যাও যদি ভুলিও আমারে সুখে থাক চিরতরে ॥

তব সুখ লাগি জীবন বিতাব মাগিব ও দুটি চরণ।
আমি জানি প্রিয় তোমার বিরহ সকল সুখের রমন ॥
বিরহ বন্ধু দিও মোরে দিও দূরে থাকি সুগোপনে।
তবু তোমারে ভজিব পরাণ ভরিয়া নিত্য রজনী দিনে ॥
দরশন লাগি পরান বধূয়া করিব না হাহাকার।
মুগ্ধ সেবায় সব যাবো ভুলি ডাকিব বারংবার ॥

কোথা প্রাণনাথ পরাণ বন্ধু চিন্ময় রতি কাম।
অতুল শোভায় চির জ্যোতির্ময় রূপে রসে অভিরাম ॥
গুণে মন ভোর রূপেতে মগন নয়ন মুগ্ধ দাসী।
হইলে সময় দিও পরিচয় হে বন্ধু হে সুখরাশি ॥

দাসী পড়ে রবে তোমার দুয়ারে জীবন ব্যাপিয়া নাথ।
ও মুগ্ধ পরশে করিও ধন্য রাখিয়া শিয়রে হাত॥

করুণার বাণী গাহিবে কে বল দানিবে কে বরাভয়।
তুমি বিনা প্রভু আর কেহ নাই কিছু নাই দয়াময়॥
তোমার দিব্য মায়ায় মুগ্ধ বিজ্ঞানী ধীর মতি।
যাহারে তুমি যেমন জানাও সে লভে তেমন রতি॥

তুমি যে পূর্ণ তুমি যে কবি তুমি যে তোমার সম।
তুমি রতি গান উজ্জল প্রাণ পরাণের অনুপম॥
তুমি যে আমার আমি যে তোমার তুমি আমি কিছু নাই
যা ছিল আমার তোমার হয়েছে নাই আর কোন ঠাঁই॥
তোমার মাঝারে আমার প্রকাশ নীল নভে যথা চন্দ্রিকা।
নিত্য খুশীতে ভরিয়া পরাণ আমি তব কৃপা মল্লিকা॥

পথিকবর

শ্রী তিলক কণ্ঠী পরম মধুর উদাসী তাপস মোহন বেশ।
জ্ঞান বিরাগ নয়ন উজল সুন্দর ভাল রুচির কেশ ॥
প্রেম রসে ঝরা মুগ্ধ মুকুর অধর সিক্ত মধুর রসে।
অজানা কোন্ রসিক নাগর কোন্ সে লোকে যায় যে ভেসে ॥
উদার পরাণ দ্বন্দ্বরহিত হেরে ইষ্ট রূপ সবার মাঝে।
সিয়ারাম নাম বংশী বাদন পুলকে পুলকে সতত বাজে ॥
অনুরাগ দীপ অংগে অংগে মুগ্ধ শিখায় সুনির্মল।
দিব্য জ্যোতির মোহন ধারায় প্রেম ধর্ম সমুজ্জল ॥
ধর্মের প্রাণ চরিত মহান তত্ত্ব নিপুন তর্কাতীত।
ভক্তি রসে সকল কৃত্য নিত্য সেবায় গায় যে গীত ॥
বিজ্ঞান রূপ বিরাগ স্বরূপ সত্যের সাথী অনির্বাণ।
জ্ঞান ও ভক্তির মধুর মিলনে নাইকো বিন্দু দেহাভিমান ॥
দ্বিভুজ উদার বরাভয় দাতা নিজ পর কিছু গণে না ভেদ।
চরণ কমলে ভুক্তি মুক্তি সতত লুটায় না জানি খেদ ॥
ধরণীর শোভা ত্রিলোক পাবন কারণ রহিত করুণাময়।
কান্তি মোহন শান্তির ধাম নীতি প্রীতি রসে সতত লয় ॥
করুণা উজল নয়ন পদ্ম অখিল লোকের নিত্য ঠাঁই।
ভক্ত অমান দীন ভগবান মধুর রসের মোহন সাঁই।
সকল রসেব সুখেব সায়র সিয়াবাম নাম ব্রহ্মপর।
শ্রীনাম সরিৎ মধুর মেলায় এসেছে নবীন পথিকবর ॥ ★

শ্রীজানকীবল্লভ শরণজী মহারাজের শ্রীসাকেত যাত্রা

পরমানন্দ পূরিত চিত্ত সংশয় ভ্রম বর্জ্জিত।
সিয়ারাম নামে মুদিত তনু শ্রীগুরু কৃপা চর্চিত ॥
সবসিত আঁখি অনুরাগ দীপ দীপ্ত শিখায় চিন্ময়।
অভয় বারতা উজল ভালে বিনীত মধুর বাঙ্ময় ॥
শ্রীমুখ কান্তি পরমা শান্তি নির্ভরা প্রেমে ভূষিত।
অংগে অংগে দীনতা মুগ্ধ নিবেদন রাগে রঞ্জিত ॥
উল্লাসে ভরা বাহু প্রলম্ব জয় জয় রবে গর্জ্জিত।
অধর সিক্ত বন্দনা গীতে বেদ মন্ত্রে ছন্দিত ॥
হৃদয় আসনে পরিকর সনে জানকী জানকীবল্লভ।
অমলা ভক্তির উজল বিলাসে কী কব চরিত বৈভব ॥
নির্ম্মল মতি আরতি বাদ্য বিজয় মাল্য ভূষণ।
মুগ্ধ প্রেমে চরণ দুখানি নিজ পুর অধিরোহন ॥
জয় জয় ধ্বনি উল্লাস বাণী মুদিত যুগল কান্ত।
জানকীবল্লভ শরণ মহারাজ মোহন মূরতি শান্ত ॥
প্রণত শির যুগল চরণে আশ্রিত দীন কাতর।
সকল কামনা পূর্ণ হইল লভি প্রাণনাথ পদ ঈশ্বর ॥
জয় জয় জয় জানকীবল্লভ জয় জয় জনকনন্দিনী।
হরষিত অতি সুখ সমাজ মিলিয়া নিত্য ভামিনী ॥

শ্রীজানকীবল্লভ শবণজী মহারাজ তাঁহার 'পাথেয় প্রার্থনা' পদে গাহিয়াছেন সেবি কায়-মনে ও যুগল চরণে অন্তে হই যেন পূর্ণস্কাম"। মহাকবির সেই প্রার্থনা যে রূপে পূর্ণ হইল—তাহারই সত্যানুভব আলোচ্য পদে গীত হইয়াছে।

* সন্ত সভা

উল্লাসে ভরা চিত্ত সকল মগ্ন পরমানন্দ।
মদ মান হীন দীন হৃদয় রিক্ত সকল দ্বন্দ্ব ॥
চন্দ্রমা চারু সবাকার মুখে ভিন্ন হৃদয় গ্রন্থি।
রোমে রোমে ধ্বনি সিয়ারাম নাম বিরাম বিহীন ক্লান্তি ॥
সন্ত সভায় আসীন সন্ত রসে রসে অনুপম।
সিদ্ধ সকল ধর্ম কর্ম দান ব্রত শম দম ॥
বেদের ভাষ্য মন্ত্র উদাব সবার মিলন মন্দির।
সন্ত সভা নিত্য উজল স্নিগ্ধ প্রেমে ভাস্বর ॥
জ্ঞানের বিচর যোগের বিচার বিবেক বিচার শাশ্বত।
দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ বিচার সাধ্য সাধন তত্ত্বত ॥
ব্রহ্ম বিচার অগুণ সগুণ তর্ক বিবাদ ভঞ্জন।
নিখিল সুখের নিত্য সুখ ভক্তি হৃদি রঞ্জন ॥
সন্ত সভার রসাল কথা দিব্য জ্ঞানের অঞ্জন।
সতত পেয় সতত ধ্যেয় নিত্য সুখে মজ্জন ॥
ভক্তি চারু চিন্তামণি জ্ঞান বিরাগ নন্দিত।
শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাসে যুগে যুগে বন্দিত ॥
সেই তো জানি সন্ত সভা যেথায় হরির কীর্তন।
আদি অন্ত মধ্যে হরি পুলক তনু বন্দন ॥

অশ্রু মালায় স্নিগ্ধ নয়ন প্রেম সরস চন্দন।
অকাম সেবা যুগল চরণ এই তো দীন বন্দন ॥
সকল লাভের দিব্য লাভ সন্ত উদার দর্শন।
হৃদয় গুহার আধার নাশে আলোক ধারা নন্দন ॥
হরির কথায় শ্রদ্ধা রুচি হয় প্রীতির বন্দন।
নিত্য সুখের পরমানন্দ ঘোচায় ভবের বন্ধন ॥
'মানসের' আলোকে।

শ্রীরাম কথার সভা পরিবেশ

ছায়া সুনিবিড় পল্লব ঘন রক্তিম ফল চিত্তহারী।
বিশাল বট বৃক্ষ তল পবন শীতল মন্দ ভারি ॥
পাবন তীর্থের সকল অংগ আসিয়া মিলিল মধুর বোলে
বৈরী ভুলেছে খগ মৃগ দল আনন্দের তুফান তুলে ॥
শ্রীরাম কথার মুক্ত আসন রসাল তাহার মায়া।
সকলি মুগ্ধ সকলি সুখের সকলি প্রেমের কায়া ॥
বিষয় বাসনা নাইকো সেথায় নাইকো বিষাদ দ্বন্দ্ব ভয়।
অজানা কোন্ তৃপ্তি ধায়ার ইন্দ্রিয় মন হয় যে লয় ॥
দিব্য স্বরূপে বক্তা উদার নিত্য জ্ঞানের কান্ত নিধি।
বেদ পুরাণের মর্ম সুজান বিজ্ঞাত সুখ ভজন বিধি ॥

মংগল মূল শ্রীরাম ভজন করি আনন্দে হরষ চিৎ।
শ্রীহরি লীলার দিব্য অলোকে বক্তা মোহন তত্ত্ববিদ্॥
রসে রসে তনু হলো রসময ভক্তি অমলে মজিল মন।
উল্লাসে ভরা অরূপ ছন্দে কহে রামায়ণ প্রেমের ধন॥
শান্তি সুধায় মজ্জন করি পুলক চিত্ত শ্রোতার দল।
অভিমান কাম কপট দম্ভ ভুলিয়া সকল মোহের মল॥
নয়ন সিক্ত অশ্রু ধারায় হৃদয় উতল কাব্য হারা।
ফলাকাঙ্খা নাই কো কিছু সকল ধর্ম কর্ম সারা॥
জয় জয় গাহি শ্রীরামচন্দ্রের বার বার ডালি ভূমিতে মাথ।
জন্ম মরণ সকলি ভুলিল চিন্ময় চরিত কথার সাথ॥
মাগি না অর্থ ধর্ম কামনা নির্বান পদ মাগি না নাথ।
তোমার নামে তোমার গানে দেহ মতি প্রভু জীবননাথ॥
ভুবন মোহন তোমার চরিত হরি হর বিধি পায়না পার।
কী বা বুঝি মোরা মন্দমতি দুষ্ট কপট মন্দ সার।
তব মধু নামে ভরিও জীবন যে যোণী লভিব করম বশ।
সুখ প্রীতি ধাম জয় সিয়ারাম সকল যশের মহান যশ॥
আনন্দ ধ্বনির মধুর বীণায় মগ্ন হয়েছে দেশ ও কাল।
সুরগণ করে ফুল বরিষণ বিদায় হইল মারুতি লাল॥

* 'মানসের' আলোকে।

* সন্ত সভায় শ্রীরাম কথা

আনন্দের হাট বসেছে সন্ত সভায় শ্রীরাম কথা।
ভাগবৎ বেদ পুরাণ শ্রুতি মিললো এসে ধর্ম গাথা।।
ভেদ ভাবনার নাই কো বালাই সবাব মুখে একই কথা।
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ সমাধি রাম চরণে নোয়াই মাথা।।
রাম চরণে প্রেম অনুরাগ কেমন করে হবে বল ?
কেমন করে বুঝবে তারে সে যে বিস্ময়ের অথৈ তল।
অতি অপার নিত্য নতুন সীতারামের চরিত ডালি।।
সংক্ষেপেতে কীর্তন করি সাজাই তাহার পূজার থালি।
রাম চরিতে ভ্রম সংশয় যোগী মুনির নিতুই হয়।
অন্যের কথা কিবা কব যারা অন্ধকারে সদা রয়।।

রাম চরিতে ধর্ম দল সত্য জ্ঞান বিরাগ যত।
উজ্জল প্রেম দৈন্য রতি ভক্তি কলা শত শত।।
অচল কৃপার স্বর্ণ খনি কল্পতরু চিন্তামণি।
ভক্ত প্রেমে বশ্য সদা দিব্য জ্ঞানে নিত্য ধনী।।
হর্ষামর্ষ নাই যে কিছু সুখ দুখেতে সমান রয়।
লোকাচারের শিক্ষা সদন নির্মল চিৎ মুক্ত ভয়।।
দ্বন্দ্বাতীত ভূমি সে যে সকল সুখের দিব্য খনি।
নির্লেপ নিত বিষয় ভোগে সন্ন্যাস বার-ব্রতে ধনী।।

ধর্মে দৃঢ় সত্যে রত চায় না কিছু দেয় যে সবি।
সবার মাঝে রমন করি আনন্দের মুগ্ধ ছবি॥
ত্যাগ মহিম তাপস কবি পরমার্থের দিব্য রূপ।
ভ্রম সংশয় দ্বন্দ্ব রহিত বিজ্ঞান দীপ সুধার কূপ॥
ভক্তি প্রেম শান্তি সীমা আদ্যাশক্তি যোগমায়া।
জনক রাজার কন্যা সীতা রঘুনাথের নিত্য জায়া॥

যোগমায়ার বৈভবেতে পরমাত্মার নাট্য লীলা।
অগুণ সগুণ নির্গুণেতে গুণাতীতের মধুর মেলা॥
ভক্তি রূপী সীতার মাঝে অখণ্ড জ্ঞান রসেব বাস।
ভেদ রহিত দোঁহার চরিত দোঁহার মাঝে নিত্য রাস॥

রামের ভজন করেন সীতা ধর্মাধর্ম সকল ত্যজি।
সীতার দিব্য চরিত মালায় শ্রীরাম সদা রহেন মজি॥
মহামায়া ক্ষমার সীমা স্নেহের ধারা বক্ষ মাঝে।
অখিল জীবের নিত্য মাতা রাজদুলারী নবীন সাজে॥
সীতারামের দ্বৈত লীলায় আনন্দের অরূপ বাণী।
মনে প্রাণে মুক্তি ধারা সহজ সুখ দেয় যে আনি॥
নির্ভরা প্রেম নিত্য জ্ঞানে অভিমানের নাইকো লেশ।
সীতারামের চরিত মধুর নাইকো আদি নাইকো শেষ॥
রামের চরিত সীতার চরিত ভিন্ন তবু ভিন্ন নয়।
দুয়ের মাঝে অবাধ মিলন দ্বৈত সদা একে লয়॥

এ সব কথা বলতে ভাল শ্রবন মধুর তাইতো না ?
বোঝার পথে অনেক বাঁধা কে করে তার গণনা ॥
কপট দম্ভ মলিন মনে অভিমানীর মোহ নিশায় ।
নিদ্রিত সব বিশ্ব জগৎ রবির আলো দেখবে কোথায় ?
আত্মজ্ঞানের নাইকো ছোঁয়া নাইকো সাধু সন্ত সেবা ।
চক্ষু বিহীন হাত পা খোঁড়া রাম চরিতের জানে কিবা ?

গুণাতীত রাম চরিতে কেমনে করে বাঁধবে বাসা ?
কেমন করে হবে তাতে নিত্য মধুর ভালবাসা ?
সন্ত জনেব মোহন বাণী রাম রসের দিবা ধন ।
আনন্দের কল্যান ধাম ভজন গানে মজায় মন ॥
সীতারামের দিবা চরিত সদাই ঝুরে নামের মাঝে ।
সেই নামেতে জীবন বীণা বাঁধরে মন সকল কাজে ॥
স্বল্প শুদ্ধ ভোজন করি সীতারামের জয় গাহি ।
সীতারামের নামে মজি এ সুখের চেয়ে সুখ নাহি ॥
মহাকবির সিদ্ধ বাণী জয় সিয়ারাম নিত্য জ্ঞান ।
ভক্তি প্রেম ভালবাসা আকর্ষণের মধুর গান ॥
সীতারামের নামের মাঝে সীতারামের নিত্য বাস ।
এই কথা তো রাম চরিতে গাইলো কবি তুলসীদাস ॥

'মানসের' আলোকে

*

* মানস কবি ও কাব্য

নিরাশার মাঝে আশার আলো অজ্ঞান তমে জ্ঞান।
বদ্ধ জীবন মুক্ত করতে আসিল মহান প্রাণ॥
রামবোলা এক অজ্ঞাত শিশু ভালবাসা বুকে ধরি।
অনির্বাচ্য সুখ বরিষণে দিল যে ভুবন ভরি।
রঘুনাথ প্রিয় দাস তুলসী জনক সুতার আপন জন।
সেবি কায় মনে ও যুগল চরণে ইষ্ট কৃপায় ভরলো মন॥
মন্দ-মলিন কুটিল কুজন বিদ্রুপ হাসি হেসে।
শতেক বাঁধায় সংগ্রাম করি হারিল যে অবশেষে॥

এনেছে যে কবি কণ্ঠ ভরিয়া বেদের মর্ম বাণী।
সত্য ধর্ম বিজয় বিভূতি অনুরাগ প্রেম রাণি॥
শ্রীরাম কথার আসর পেতেছে বিপুল পরমানন্দে।
সীমার মাঝে অসীমে বাঁধিলে প্রেম সুরভি ছন্দে॥

রাম চরিত মানস কাব্য বেদ পুরাণের গলিত ফল।
জ্ঞান বিবেক ধ্যান বিরতি ভক্তি প্রেমে সমুজ্জল॥
লোক শিক্ষার দিব্য নিকেত অহেতু কৃপার কনক ধাম।
গ্রাম্য গিরার অকথ বিভব উজ্জ্বল রসে প্রাণাভিরাম॥
ঘরে ঘরে ফেরে অবধবিহারী জনক রাজার কন্যা সীতা।
বিশ্ব ব্যাপক সত্ত্বা সে যে অভেদ তত্ত্ব রাম ও সীতা॥

ললিত নর নাট্য লীলায় সংশয় ভ্রম চিত্তে আনি।
রাম ও সীতার বিরহ কাহিনী বুঝিল সকলে সত্য মানি॥
লীলা অর্ণব শ্রীরাম চরিত অগুণ সগুণ যখন যেমন।
বিজ্ঞানী ধীর সতত অধীর মনে জাগে ভাব কেমন কেমন॥
কৌতুক লাগি নাট্য শালায় দিব্য চরিত করেন প্রভু।
কুসুম কোমল কভু বা প্রভু বজ্র হতে কঠিন কভু॥
এ রহস্য মন বাণী পার কোটিক সাধনে যায় না বোঝা।
নাম রসে মন মজিল যখন হইল তখন সকলি সোজা॥

শ্রীরাম রচিত মানস কাব্যের চার ঘাটে চার আসন পাতা।
জ্ঞাননিধি শ্রোতা ও বক্তা ধর্ম শাস্ত্র পুরাণ বেত্তা॥
জ্ঞান-ঘাট আর কর্ম ঘাটে প্রণত চিত্তের মধুর মিলন।
সেবা-সেবক ভাব মহিম শ্রদ্ধা বিশ্বাস না যায় কথন॥
শ্রীরাম রসের নাইকো অবধি পূর্ণ অকল নিত্য পরা।
পূর্ণ হতে পূর্ণের লীলা পূর্ণ মাঝারে পুন হয় যে হারা॥
পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র অখণ্ড জ্ঞান ও শক্তি ধাম।
সকল প্রকাশের দিব্য প্রকাশ নিজার্থ বোধ আপ্তকাম॥
অনির্বাচ্য শান্তি স্বরূপা যোগমায়া সীতা ক্লান্তিহর।
মহামায়া সীতা করিয়া আলয় প্রকাশ নিধির নাট্য ঘর॥

উপাসনা ঘাটে কহিল যে কবি শ্রীরাম চরণ সুখের রাশ।
সংস্মৃতি পারে দিব্য জীবন নাই কিছু ভয় নাইকো আশ॥
প্রভুর ভজন সুখদ স্মরণ পলকে পলকে নিতুই নব।
জন্ম লীলায় বিবাহ লীলায় সুখের অবধি কেমনে কব?
কৃপা করুণার মুদিত বাদল বনানী লীলার দিব্য দান।
বিজয় লীলার সামগীতি আর রাজ্য লীলার মোহন মান॥

পঞ্চ লীলার পূর্ণ প্রসাদে জীব জড়তার হয় যে শেষ।
নাহি দুখ শোক সংস্মৃতি রোগ কামনা বাসনার নাইতো লেশ॥
সেব্য সেবক প্রীতির ডোরে বাঁধি প্রাণনাথে হৃদয় মাঝে।
অচল অভয় ও পদ সেবিয়া কৃতার্থ জীব সকল কাজে।
ভেদ ভক্তির ভজন ভাবনা সদা একরস দ্বন্দ্ব হীন।
নির্ভরা সুখে মুগ্ধ চিত্ত প্রভুর লীলায় সতত লীন॥

চিন্ময় কবি শ্রীরাম হৃদয় সন্ত উদার তুলসীদাস।
দীনঘাট পরে আসন পাতিয়া গাহে রামায়ণ ত্যাজিয়া আশ॥
শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজের মহিমা অকথ যায় না বলা।
যাহার কণিকা প্রসাদ লভি তুলসী হৃদয় আলোয় আলা॥
চিত্ত ভরিল নন্দন সুখে ঘুচিল সকল ভর্ম দ্বন্দ্ব।
ঝরিল কণ্ঠে প্রেম গীতি আর বর্ণ অর্থ রস ও ছন্দ॥

সুধার বাদলে ভরিল ভুবন সিয়ারামময় সকল জীব।
আত্মরমনে মুদিত হইল সত্য পরম সুখের শিব ॥
রামলীলা আর সীতারাম নাম সদা একরস নাইকো ভেদ।
সকল মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র ওঁকার মথ কহে পুরাণ বেদ ॥

অজ্ঞান মোহ কুটিল কুজান মলিন মন্দ কামীর তরে।
রামচরিত মানস কাব্য অভয় জানায় মুক্ত করে ॥
পাপী তাপী যত আয়রে সবে ঐ দেখ খোলা দৈন্য ঘাট।
কবি চূড়ামণি দাস তুলসী মানস কাব্য করেন পাঠ ॥
সে সুধা সলিলে মজ্জন করি অক্ষয় সুখ লহগো কিনে।
শ্রদ্ধা সুমতি বিশ্বাস বাণী ঝংকৃত হবে হৃদয় বীণে ॥
হর পার্বতী গরুড় ভুশণ্ডী যাজ্ঞবল্ক ভরদ্বাজ।
নিজ নিজ কথা কহিয়া গাহিয়া পূজিবে পরম রসিক রাজ ॥
ঘাটে ঘাটে ভাষা তার পরিভাষা সকলি ভিন্ন ভিন্ন নয়।
অদ্ভুত রূপ রাজীব লোচন অতি বিচিত্র সুজান কয় ॥
কর জোড়ে আর সাশ্রু নয়নে জ্ঞানী মতিধীর পবন লাল।
মংগলময় মংগল করে হরে অমংগল অশুভ জাল ॥
দেব ঋষি আর মহামুণি যারা উদার সন্ত আপ্তকাম।
গাহি সিয়ারাম রটি সিয়ারাম পুলকিত তনু সুখের ধাম ॥
ত্রিলোক পাবন রাম কথা শুনি তুলসী বিজয় বারেক দাও।
নির্বান পদ বা ভেদ ভকতি যা চাও তাহা মাগিয়া নাও ॥

রাম চরিত মানস কাব্য আর কবি চূড়ামণি তুলসীদাস।
কাব্য কবির অন্তর রূপ কবির হৃদয় কাব্য বিলাস॥
দুর্ল্ভ এ মানব জীবন দুর্ল্ভ এ সৎ সংগ সভা।
দুর্ল্ভ এ সুখ অবসর দুর্ল্ভ হরি ভজন ক্ষুধা॥
দুর্ল্ভ হতে অতি দুর্লভ রামরচিত মানস কাব্য।
জ্ঞান বিবেক বিরতি ধাম সন্ত সংগ সতত সেব্য॥
মহামতি কবি দাস তুলসী সবার তারে দিযাছে আনি।
নিত্য কালের মোহন পরশ শ্রদ্ধা বিশ্বাস অর্ঘ দানি॥

যায় বেলা যায় আয়রে সবে আলস প্রমাদ নিদ্রা তাজি।
প্রীতি রসে ভরা পরমানন্দে চিত্ত ভবন যাইবে মজি॥
মোহময় নিশার আঁধার কাটিবে চিনিবে আপন পরম জনে।
সত্য স্বরূপ স্বয়ং জ্যোতি জ্ঞান নিধান আনন্দঘনে॥
অন্ধ-বধিব খঞ্জ-বিমূঢ় ধনী দরিদ্রের নাই বিচার।
সিয়ারাম নাম মহামণি দীপ নাশিবে যতেক মনের বিকার॥
পতিত পাবন প্রভুর কৃপায় ঘুচিবে জন্ম মবণ ভয়।
সকল বাঁধন ছিন্ন হইবে শাশ্বত সুখ হবে রে জয়॥

রামচরিত মানস কাব্যের সিয়ারাম নাম মন্ত্র জাল।
সকল লীলার চিন্ময় মণি অজস্র সুখের কনক মাল॥
তাইতো কবি বলেন উদার কপট দ্বন্দ্ব তুচ্ছ ত্যজি।
কৃত কৃতার্থ হইবে জীবন সিয়ারাম নাম সুখেতে ভজি॥

উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সিয়ারাম নাম পুলক ময় ।
সন্ত কবির মর্ম বাণীর সকল জয়ের মোহন জয় ॥
বিজয় রথের দিব্য সারথী সন্ত কবি তুলসীদাস ।
বিনীত প্রণাম ও পদ কমলে পুরায় সকল মনের আশ ॥

জয় গাহি সুখে পরমানন্দে জয়তু তুলসী মহান কবি ।
শ্রীরাম কৃপার মুগ্ধ মূরতি জ্ঞান ভক্তির প্রকাশ রবি ॥
সার্থক মাতা সার্থক গুরু সার্থক তব ভুবনে আসা ।
সীতারাম যশ সলিল সুধায় নিত্য প্রাণের বাঁধিয়া বাসা ॥

কলিকাতাস্থ 'ডালহাউসী মানস সংস্থার'
১৯৮৮ সালের বার্ষিক উৎসবে পঠিত ।

চতুর্থ সোপান ঃ জ্ঞান ধারা

দিব্য দৃষ্টি
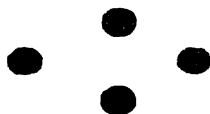
দিব্য দৃষ্টি দাও হে প্রভু বাবেক তোমায় দেখিযা লই।
আলো ঝলমল দুচোখ ভরিয়া কান্ত স্বজন চিনিয়া লই ॥
অনুরাগ ডোরে বাঁধিয়া তোমারে জীবনের সাধ মিটায়ে লই।
সকল বোঝা তোমারে সঁপিয়া চিরতরে মুই রিক্ত হই ॥
সাধন বিহীন ভজন বিহীন চরিত দুষ্ট নষ্ট মুই।
অধম কামী কপট কুজন সতত খলে ধাবিত হই ॥
অভয় জ্ঞানে ভবি দাও প্রাণ পুলকে পুলকে অশেষ হই।
বন্ধন জাল ভিন্ন কবিয়া মুক্ত পরাণে বৃদ্ধ হই ॥
অংগে অংগে অসীম রংগে তোমার পবশে ধন্য হই।
যক্ষ রক্ষ বিজন বিপিনে মাভৈঃ বার্তা জানিয়া লই ॥
সকলি কর্ম তোমার কর্ম ধর্মে তোমাব পুষ্ট হই।
পরিজন সবে তোমায় জানিয়া সেবক হইয়া পড়িয়া বই ॥
জীবন রথের তুমি হে সারথী মনে প্রাণে তা বঝিয়া লই।
স্বয়ং প্রকাশ রসের বিলাসে ভবিয়া চিত্ত পূর্ণ হই ॥
সকল প্রাণের তুমি হে পরাণ তোমার পরাণ কেমন কৈ।
তুমি হে পূজা আরতি বাদ্য গন্ধ পুষ্প মধুর সই ॥
তোমাব বিজয় তোমাব বিলাস ভুবনে ভুবনে হেরিয়া লই।
কামনা বিহীন মুগ্ধ পরাণে তোমার চবণে প্রণত হই ॥

●

কেমনে বুঝিব ?

তুমি কী শুধুই কল্পনা প্রভু শুধু কা কবিব কল্পনা ?
নাম রূপ আর লীলা ধাম কথা সবি কী শুধু জল্পনা ?
কৌতুকে ভরা বিশ্ব ভুবনে হাসি কান্নাব মেলা।
অদ্ভুত অতি নিত্য নবীন কে গাবে তাহার পালা ?
দীপ হতে দীপ দীপশিখা সম বিকশিত চারিধার।
দিবস রাত্রি চলে অবিরাম নাহি তার পারাপার॥
বিচিত্র এ ধরা সকলি ভিন্ন তবু যেন সব ঠিক।
জন্ম মরণ মুগ্ধ দোলায় জীবন প্রাত্যহিক॥
অচল অনাদি এ নাট্য প্রবাহ কোন স্রোতে ভেসে যায়।
অণুর মাঝারে পরমাণু দল কেমনে ঘুরিছে হায়॥
এ সকলি ছায়া কায়ার মাঝারে কেমনে কহিবে কবি।
সংশয় ভ্রম দ্বন্দ দোলায় অতি করুণ চিত্ত ছবি॥
তুমি ভগবান অনন্ত অপার তুমি প্রভু তুমি স্বামী।
তুমি বেদ প্রভু শাস্ত্র পুরাণ তুমি জীবের অন্তরযামী॥
তোমার প্রকাশে তোমাব বিলাসে বিশ্ব প্রকাশময়।
কেমনে বুঝিব এ সকল কথা বিজ্ঞানী যাহা কয়॥
বিমল জ্ঞানের আলোকে উজল স্বভাব বুদ্ধি হলে।
মন বাণী পার তোমার স্বরূপ ধরা দেয় অবহেলে॥
তোমায় প্রভু স্বীকার করিয়া বচিনু ব্যর্থ গাথা।
তুমি ছাড়া আর কিছু নাই ইহাই মর্ম কথা॥
নিত্য তোমার নাম রূপ কথা নিত্য ভজনানন্দ।
তোমার স্বরূপ তুমি জানো প্রভু তুমি কবি তুমি ছন্দ॥ ★

তোমার প্রকাশ

জ্ঞান দীপে হেরি তোমার বিভূতি ধ্যানে রসে তুমি জ্যোতির্ময়।
প্রেম রসে পাই পরাণের নিধি নিত্য সুখে করুণাময়॥
সেবা মঞ্জুল প্রণত চিত্তে তোমার ছবি কী কব নব।
চির প্রসন্ন ও মুখ কমল স্নিগ্ধ অমান চরিত তব॥
তব কথা গানে তোমার ভজনে তোমার দিব্য আসন পাতা।
রূপে রূপে তুমি সদা ঝলমল ত্রিলোক পাবন তোমার কথা॥
তুমি বরাভয় পরাণের সাথী দেখা দাও বারে বারে।
সুখের নিলয়ে দুখের আলয়ে কত কী যে অভিসারে॥
তুমি কাব্য কলার মঞ্জুল গীতি করুণা প্রসাদে নিত্য লয়।
তুমি সুখ স্মৃতি স্বপন মধুর আলোকে আঁধারে প্রকাশময়॥
তুমি কুসুমে সুরভি বিহগে কাকলি নদী কল্লোলে কলতান।
ভুবনে ভুবনে তোমার মধুর দিব্য আলোকে জ্যোতিষ্মান॥
সুখে সুখে তুমি নন্দন ধারা শান্তি সুধায় সুনির্মল।
তোমার অরূপ মোহন পরশে দিক বধূগণ সমুজ্জ্বল॥
তোমার সত্য গোপন স্বরূপ পুঁথি পুরাণের পঞ্চ প্রাণ।
প্রেম প্রীতি ডোরে বাঁধিয়া তোমারে ভক্ত হৃদয় গাহে যে গান।
তুমি আনন্দ পরমানন্দ সকল গীতির মিলন থল।
সব রসে তুমি মিলিয়া মিশিয়া তুমি যে কান্ত সুনির্মল॥
তুমি অনুরাগ প্রীতির সুবাস কোন বন্ধন তব নাই।
নিত্য স্বরূপে অবগাহি সুখে সবার হৃদয়ে পেতেছ ঠাঁই॥
ধন্য তোমার বিজয় বিভূতি ধন্য সুযশ ললিত নাম।
ধন্য তোমার অনুরাগ রতি কামনা বিহীন পূর্ণকায়॥ *

আত্মরূপ

আপনার মাঝে আপনা হারায়ে চিনিব আপন নিত্য রূপ।
সত্য জ্ঞানের নির্ঝরে সে যে চিন্ময়তার সুধার কূপ।
নাইকো দ্বন্দ্ব নাইকো দ্বেষ নাইকো বিকার রহিত মান।
নিত্য জ্যোতির ভাস্বরতায় আনন্দের মোহন গান॥
নিত্য রূপে বিশ্ব ভুবন অনল অনিল চন্দ্র তারা।
জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্যান সমাধি চিৎ অচিতের মুগ্ধ কারা॥
দ্বন্দ্বাতীত ভূমি সে যে নাইকো বড় নাইকো ছোট।
একরসে সব মিলিয়ে আছে যেন বালুর কণা সাগর তট॥
স্বরূপ জ্ঞানের মুগ্ধ মায়ায় ধর্মাধর্মের নাইকো ঠাঁই।
অনির্বাচ্য প্রেম পুরী সে যে একের অধিক দ্বৈত নাই॥
নিত্য জ্ঞানের রূপ সায়রে মিললো এসে রূপের ধারা।
রবির মাঝে হাজার কিরণ নিত্য সুখে যেমন হারা॥
আত্মজ্ঞানের বৈভবেতে সকল রসের মধুর মিলন।
এমন তর স্বরূপ ধারা ছন্দ গানে না যায় কথন॥
জড় চেতনের গ্রন্থি দৃঢ় আসক্তি যে তাহার মূল।
নিত্য স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে সে আজব মোহের ভাঙে ভুল॥
সীতারামের মোহন কথায় নাইকো মোহ নাইকো মান।
সেই নামেতে মজলে পরাণ হবে নিত্য জ্ঞানে জ্যোতিষ্মান॥
সীতারামের কথা গানে ভক্তি জ্ঞানের মধুর আলো।
সেই আলোকের ঝর্ণা ধারায় হের আত্মরূপের শতদল॥ ★

নিজ্ঞানন্দ

দশেন্দ্রিয়ে পঞ্চপ্রাণে জ্বল্‌লে জ্ঞানের দীপগুলি।
আনন্দের মলয় বায়ে রুদ্ধ দুয়ার যায় খুলি॥
আপন সুখে আপনি জ্বলে আয়াস বিহীন নিত্য জ্ঞান।
নিভবে নাকো ঝড় বাদলে এ দীপ শিখা অনির্বাণ।
সকল যোগের দিব্য তাপস অভয় স্বরূপ মুক্ত আশ।
দ্বন্দাতীত স্বর্ণরথে আত্মারামের সুখের বাস॥
জয় পরাজয় জন্ম মরণ দুঃখ শোকের নাইকো লেশ।
জ্ঞান দীপের মুগ্ধ শিখায় আনন্দের মোহন বেশ॥
নিত্য জ্ঞানের বিজয় গানে সকল কর্মের হয় যে ক্ষয়।
পূর্ণালোকের সংকাশেতে মুগ্ধ মানস আলোকময়॥
এ অবিচ্ছিন্ন চিদানন্দ দিক দেশ কাল গুণাতীত।
সর্ব কালে সর্বলোকে আত্মরমন ভজন গীত॥
এই তো জীবের নিত্য স্বরূপ এই তো জীবের নিত্যজ্ঞান।
প্রেম প্রতীতির মুগ্ধ কাশে সুখের দোলায় লোটায় মন॥
ধর্ম কর্ম জ্ঞান তত্ত্ব নির্বাণ পদ যুগল নাম।
আত্মরমন পরানন্দের মর্ম ভাষণ সীতারাম॥
শ্রীনাম ভক্তি চিন্তমণি এ সুখ শোভার মোহন তন।
নামের ধারায় সজল আঁখি লভে প্রাণে পরম ধন॥
নিত্য সুখে দিব্য উজল সিয়ারাম নাম পরম জ্ঞান।
এ জ্ঞান দিব্য পরানন্দ সকল সুখের মোহন যান॥

তোমার পূজা

তোমার পূজা কেমনে সাধিব কিবা উপহার চরণে দিব।
জানি না হে নাথ তোমার রুচি জানি না কী বর মাগিয়া লব॥
তুমি নাথ প্রভু পূর্ণ অকাম সকল রসের রসিক সুজান।
হর্ষ বিষাদ দ্বন্দ রহিত নাই লোকলাজ না আছে মান॥
তুমি সদা সুখী নিত্য নবীন নব নব সাজে মোহন বেশ।
সব রঙে তুমি মেলো অনায়াসে রূপের তোমার নাইকো শেষ॥
তুমি রসরাজ শোভা সুন্দর অনুরাগ রসে দীপ্তিময়।
শ্রীশৃঙ্গার তোমারে সেবিয়া পরমানন্দে জ্যোতির্ময়॥
রাজ রূপ ধরি উদাসী তাপস চিন্ময় চারু অচঞ্চল।
তোমার স্বরূপ অতি অপরূপ মহামুনীন্দ্র না পায় তল॥
আরতি অর্ঘ সকলি তোমার পূজার কুসুমে তুমি যে রস।
দীপ গন্ধ আলোক সুবাসে তোমার মধুর গাহে যে যশ॥
কল কোলাহলে আরতি বাদ্য নদী কল্লোলে মধুর গীত।
বন্দনা রত দিগ্ বধূগণ ঋতুরাজ ধরে বসন পীত॥
তুমি মহারাজ মহৎ জীবন মহান পুরুষ আপ্তকাম।
না চাহিতে তুমি দাও আপনারে সন্তোষ ভরা পরম ধাম॥
সবাকার মাঝে মৈত্রী মধুর অণু পরমাণু সকলি প্রিয়।
তোমার সাধুতা অতি বিচিত্র কি দিব উপমা হে অতুলনীয়॥
ধ্যান সমাধি যোগ সাধন তন্ত্র মন্ত্র মহান বাণী।
তব জয় গানে চির প্রমত্ত আদি মধ্য ইতি না জানি॥

সংশয় জাগে সতত মানসে কী গান গাহিব তোমার সভায়।
তুমি না জানালে তোমার স্বরূপ মর্ম বেদনা লুটিবে ধূলায়॥
হও প্রকাশিত দিব্য আলোকে আনন্দ ধারায় এসো হে প্রাণে।
মুগ্ধ পরাণে প্রেম রতি সনে আকুল হইয়া মজিব গানে॥
করুণা কণা শিয়রে ধরিয়া সিয়ারাম নাম অমিয় সার।
নামে নামে গাঁথি অরূপ মালা রাখিব চরণে প্রেমোপহার॥
পুলকানন্দে মজিয়া মজিয়া শুনিবে হে নাথ বিজয় বাণী।
তব মধু নামে তোমার পরশ ভুবনে ভুবনে দিবে যে আনি॥
যা ছিল চাবার তোমার কিরণে, সজল নয়নে উঠিল জাগি॥
চির সুখধাম সিয়ারাম নাম এই মহাদান লইব মাগি॥
তোমার মাঝারে তোমার হইয়া বিশ্ব বিলাসে যাইব মিলি।
সবাকার সাথে হয়ে একাকার আনন্দ কুসুম লইবো তুলি॥
কী কব এ পরমানন্দ দিগ্, দেশ কাল উপমা রহিত।
সজল আঁখির নির্ভরা প্রেমে হেরিব তোমার মুগ্ধ চরিত॥
সে যে করুণা কিরণে মণ্ডিত সদা নিত্য সুখে আপ্তকাম।
সকল সেবার উৎস মহান সকল পূজার মুগ্ধ ধাম॥
এ তব কৌতুক নিত্য নূতন সকল রসের মোহন সার।
রুদ্ধ দুয়ার দাও হে খুলি ঘুচুক সকল অন্ধকার॥

●

রাম স্বরূপিনী সীতা

রাম ধর্ম রাম মর্ম রাম হৃদয় বাসিনী।
রাম জ্ঞান রাম ধ্যান রাম বিদ্যা রূপিনী ॥
রাম রূপ রাম লীলা রাম সুখ দায়িনী।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা জয়তি জনক নন্দিনী।

রাম রাস রাম বাস রাম বিভব চন্দ্রিকা।
রাম তপ রাম ব্রত রাম প্রেম মুদ্রিকা॥
রাম চিত্ত রাম দীপ্ত রাম কনক বর্তিকা।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম মুগ্ধ ভর্তিকা॥

রাম মন্ত্র রাম তন্ত্র রাম ভক্তি ভূষিতা।
রাম গান রাম প্রাণ রাম রস শোভিতা॥
রাম জয় রাম লয় রাম তীর্থ নায়িকা।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম যশ গায়িকা॥

রাম ধন রাম পণ রাম রাগ মুদিতা।
রাম ভজন রাম জীবন রাম রমন যোষিতা॥
রাম সাজ রাম লাজ রাম রসিক নবীনা।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম প্রেম প্রবীনা॥

রাম মতি রাম গতি রাম রতি বর্দ্ধনা।
রামচন্দ্র চকোরী মুগ্ধ রাম প্রীতি অর্চনা ॥
রাম ছবি রাম কবি রাম কাব্য মণ্ডিতা।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম মান পণ্ডিতা ॥

রাম ভূষণ জীবন মরণ রাম শরণ কামিনী।
রাম অশন রাম যতন রাম দিবস যামিনী ॥
রাম লোক দ্যুলোক ভূলোক রাম কুঞ্জ স্বামিনী।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম অনুরঞ্জিনী ॥

রাম দিব্য কোমল কান্তি রাম শান্তি নন্দিতা।
রাম ভাব শীল সিন্ধু রাম পরা বন্দিতা ॥
রাম যশ ললিত ইন্দু শেষ মহেশ অর্চিতা।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম প্রিয় উর্বিজা ॥

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম।
ধ্যান মগন ভজন মনন সীতা অভিরাম ॥
নয়নে মনে বয়ানে রাম চিত্তে সতত রাম।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা নিত্য সত্যকাম ॥

রাম সীতা নয়তো ভিন্ন একই তনু পুণ্য লোক।
একই হৃদয় একই চিত্ত বিগত ভয় দুঃখ শোক ॥
বিরাম বিহীন বিয়োগ বিহীন রাম সীতা পূর্ণকাম।
জয়তি সীতা জয়তি সীতা রাম নিত্য সুখের ধাম ॥ ★

সীতা নামে কিবা আছে

সীতা সুমধুর পরমা শান্তি তেজ সিন্ধু ব্রহ্মপর।
জ্ঞান শক্তি ভুক্তি মুক্তি ভাব ভজন ভক্তি ঘর ॥
ত্যাগ মহিম পরম পুনীত সেবা সুনিপুন ধর্ম নেম।
সকল রসের নিত্য নিকেত করুণা অভয় অচল প্রেম ॥

শ্রদ্ধা সুমতি বিশ্বাস রতি প্রীতি প্রতীতি কনক ধাম।
অনুরাগ রূপ বিরাগ স্বরূপ বিবেক বিচার বুদ্ধি ঠাম ॥
চরিত মহৎ দিব্য অমিত অপার যশের শুদ্ধ সার।
অনুপম রূপ অনুপম লীলা বেদ শ্রুতি পুরাণ পার ॥

উজ্জ্বল সুখ কান্তি মোহন প্রেম সুকোমল উদার নাম।
অবিরল ধারা ক্ষমা বরিষণ চিন্ময় চারু বিভব ধাম ॥
বিষয় বাসনা কামনার ক্ষয় জনকজা সীতা মহৎ জয়।
সুধা নিরিবধি বাৎসল নিধি হরিহর বিধি সুজান কয় ॥

বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সীতা নাম ছাড়া ব্যর্থ সব।
মহামন্ত্রের জপেতে মগন সীতাপতি রাম অকৈতব ॥
সীতা নামের বৈভব গাথা জানে রঘুনাথ কইতে নারে।
সকল সুখের নির্ভরা সুখ সীতা নাম মাঝে সতত ঝরে ॥

লোকে লোকে কিবা নিরলস দয়া কবি কোবিদ না জানে শেষ।
কী আছে ও নামে সীতা মহানামে কে জানে তাহার কণিকা লেশ ॥
যে জানিল হায় জানকী কৃপায় পরা সুখে হলো পূর্ণকাম।
লভি আনন্দ পরমানন্দ সীতা নামে সে হেরিল রাম ॥ ★

শ্রীসীতা স্বরূপ

আনন্দের রূপ মাধুরী শান্তি সুখের মুগ্ধ কায়া।
অচল প্রেমের কনকলতা স্নিগ্ধ শ্যামল মধুর ছায়া।।
কান্তি মোহন বিজ্ঞান দীপ শিখায় শিখায় জ্যোতির্ময়।
কল্প লোকের মুগ্ধ মায়া তীর্থ কোটি জ্ঞান বিজয়॥

চিন্ময় চারু অংগ ভূষণ অতুল শোভায় অন্তহীন।
সেবা সুমতি শ্রদ্ধা রতি গীত সুধা রসে নিত্য লীন॥
করুণা সিন্ধু পরমানন্দ ভুবনে ভুবনে দীপ্তময়।
তেজোময়ী সিদ্ধ পরাণ চিত্তসতত সেবায় লয়॥

অলৌকিকী শক্তি রূপা জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা।
চিন্ময়ী জ্ঞান ভেদবিহীন বেদ মন্ত্র তন্ত্র গীতা॥
লোক গীতি কাব্য কথায় নিত্য সুখের পূর্ণশশী।
বন্দনা বাণী অরূপ ছন্দে মোহন সুরে বাজায় বাঁশি॥

মহালক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী অনিমাদিক সিদ্ধি দাসী।
দিব্য গুণের পূর্ণ আলয় কারণ রহিত কৃপার রাশি॥
নিত্য প্রকাশ মংগলময়ী অচল ক্ষমা মহৎ যশ।
অজ্ঞান তমে মুক্তি দাত্রী বাৎসল্যের মধুর রস॥

*

জননী সুধা

বিশ্ব প্রকৃতি সবাকার মাঝে আলো ছায়াবৎ ছড়িয়ে আছে।
মহামায়া সীতা জগৎ জননী অরূপ কায়ার মোহন সাজে ॥
পঞ্চ তত্ত্বের মহাপ্রাণ সীতা অনল রবির শশীর মান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী প্রকাশ নিধির দিব্য যান ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি বিজয় বিভূতি তপ-তেজময় সাধন ধাম।
জ্ঞান সুমতি শান্তি সদন মহৎ যশের অপর নাম ॥
উজ্জ্বল গতি বৈভব সুখ বেদ পুরাণের বিমল গান।
করুণা সিন্ধুর চিন্ময়মণি ক্ষমা অবিচল রহিত মান ॥
কভু চণ্ডিকা কভু বা কালিকা কভু বা দূর্গা জগদ্ধাত্রী।
অসুর মর্দিনী কৃপা স্বরূপিনী ললিত লীলার সুধার পাত্রী ॥
নির্ভরা প্রেম অমলা ভক্তি শোভা সমুদ্র সুখের রাশ।
চিন্ময় তনু কমল নয়না সদা প্রসন্ন উজল বাস ॥
সুখের সাগর চরিত অপার নিত্য সেবায় পূর্ণকাম।
কী কবে বালক চঞ্চল মতি জননী সুধার নাইকো দাম ॥

*

সুখ

সুখেব বাণী সরস অতি মঞ্জু মৃদু মধুর বোল।
চিকন চারু রূপ মাধুরি অচল সেবায় নাইকো মোল ॥
নাইকো আয়াস নাইকো প্রয়াস আপন মাঝে আপনি লয়।
কান্ত সুখে বাজিয়ে চলে আনন্দের মধুর জয ॥
অংগে অংগে দিব্য ভূষণ মণি মাণিক্য মুক্তামময়।
লাবণ্যেব কনক তনু মুগ্ধ চারু নয়ন দ্বয ॥
স্বপন ঘেরা কল্পনার চম্পা বকুল গন্ধে হারা।
রাজদুলারী মুগ্ধা চপল প্রেম নাগরের সুখে ভরা ॥
সুখেব সীমা নাইকো কিছু সুখের মাঝে নিত্য রয়।
আনন্দের ঢেউ গুলি যে তাহার পিছে সদাই বয় ॥
সুখের ভাষা সুখের বাণী সুখের ছন্দে সুখের গান।
সুখ ছাড়া আর নাই যে কিছু সুখের জলে সুখের স্নান ॥
এই তো হলো সুখের ছবি খুশীর মেলার মোহন প্রাণ।
সুখের লাগি কাঁদেন কবি নিত্য সুখের পরশ চান ॥

আনন্দ

আনন্দের নাইকো ভাষা নাইকো বাণী ছন্দ গান।
রং বেরং এর নাইকো ভূষণ অংগ মধুর মোহন মান ॥
কল্পনাতে যায় না ধরা আনন্দের কোন্ কায়া।
অনির্বাচ্য সুধায় ভরা নিত্য নতুন তার ছায়া ॥
আনন্দের নাইকো সম নাইকো কিছু তাহার পর।
চিন্ময়তার মুগ্ধ ধারা শান্তি সুধার স্নিগ্ধ ঘর ॥
আত্মহারা বিহ্বলতা প্রেমের সীমা কান্ত বর।
দ্বৈত হারা এ আনন্দের নাইকো তম নাইকো ভর ॥
আনন্দের চতুর্দোলায় বিশ্বভুবন মিল্‌লো এসে।
আনন্দেতে মিলিয়ে গেল নিত্য সুখে নির্বিশেষে ॥
এমন তর আনন্দের কী গান গাবে মূঢ় কবি।
আনন্দের রং তুলিতে আনন্দের আঁকলো ছবি ॥

সুখ ও আনন্দ

সুখের আছে কঠিন বাঁধন আনন্দের ছড়াছড়ি।
আনন্দ যে ধূলায় লুটায় সুখের লাগি মোহন বাড়ি ॥
সুখের অংগ পূর্ণতার আনন্দের নাই কিছু।
সুখের আছে বৈভব গান আনন্দ বিলায় সব কিছু ॥
সুখের সরিৎ মোহন ধারে আপন পথে আপনি চলে।
আনন্দের তালবেতালে পায় না পানি শক্ত হালে ॥
আনন্দের নাইকো তনু সুখের তনু পুলকময়।
সুখ যে রাণি মহারাণি রাগ রাগিনীর পাঠে লয় ॥
আনন্দের চাবার পাবার নাইতো কিছু নাইতো ভয়।
সুখের আছে তৃপ্তি হারা জীবন ব্যাপী মোহন লয় ॥
আনন্দের দিব্য সুরে বাজছে নীরব হৃদয় বীণ।
সুখের মধুর মুগ্ধতার গৌরবেতে নিত্য দীন ॥
সুখের ভরা সংসারেতে কোলাহলের মধুর বায়।
আনন্দের জীবন দোলায় দিব্য গন্ধ আপনি ছায় ॥
সুখের রাণি রাজদুলারী আনন্দ যে ভিখারিণী।
আনন্দের পায়ে পায়ে বাজ্‌ছে সুখের নূপুরধ্বনি ॥

★

পঞ্চম সোপান ঃ প্রেম ধারা

ভজন

ভজনের সুখ বিলীন ভজনে কণে কণে অভিরাম।
পূর্ণ সত্য নিত্য মুক্ত স্বরূপেতে সীতারাম ॥
কণ্ঠ ব্যাকুল গদ্ গদ, গিরা চিত্ত আবেগময়।
আঁখি টলমল স্বজল ধারায় সঘন দীনতাময় ॥
অংগে অংগে নন্দন ধারা তটিনীর কলতানে।
মত্ত মধুপ গুঞ্জনরত যথা পুষ্পের মধু পানে ॥
দ্যুলোক ভূলোকে কিবা কোলাকুলি না জানি আপন পর।
কুসুম কোরকে বিহগের গানে পুলকে পঞ্চশর ॥
স্বপনে পরাণে ধ্যায়ানে বয়ানে আলোক নৃত্য পরা।
বিগলিত মন বিষয় ভুলেছে ভেংগেছে বাঁধন কারা ॥

ভজনের সুখ সুখের ভজন আলোক ছায়ার মত।
না পারে ছাড়িতে না পারে ধরিতে চিন্ময় একব্রত ॥
চেনা অচেনার জানা অজানার বিপুল বিভব সার।
কাতর ভাবনা সোহাগ যাতনা কণ্টক গলহার ॥
আত্মরমন দিব্য ভজন প্রেমের কুসুম ডালি।
চূয়া চন্দন আঁখি বরিষণ মর্ম বেদনা তালি ॥
এক তারা হাতে নিভৃত ভজনে দীপ শিখা সম জাগি।
সুধায় সুধায় বসুধা ভরিল কাঙাল পরাণ লাগি ॥

বিশ্ব ভুবন মিলেছে ভজনে প্রীতি রসে ভরা পবন।
এ সুখ এ কথা যায় নাকো বলা মূকের ভাষণ যেমন ।।

অতি অদ্ভুত অতি বিচিত্র প্রেমের আঙ্গিনা ধরা।
ধরায় অধরা আসিয়া মিলিলে কবি হয় বাণী হারা ॥

পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রমা যথা স্নিগ্ধ আপন বৈভবে।
সুধার কিরণে আরতি পূজনে ভরে দশ দিগ গৌরবে ॥
পরা সুখে ভাসি পরিকর সনে বেহাগের সুর তানি।
আপন সেবায় আপনি মত্ত কিছু আর নাহি জানি।

দূর দেশাগত প্রিয়তমে হেরি যথা বিরহিনী ঢলঢল ॥
সাজ ভূষণ কবে না গণন হয়ে আনন্দ ঝলমল ।।
সে সুখ সে কথা মরমের বীণা কাম গন্ধ হীন।
মুগ্ধ আবেশে উজল আলোকে বাখে পরিচয় দীন ॥

শিশুর কাকলি মাতৃক্রোড়ে যথা কিবা সুখে বয় ভরা।
কে জানে তাহার কেমন সুরভি কীরূপ কাব্য ঝরা ॥
মূর্চ্ছনা শুধু চির অজানায় জানায় প্রাণের আকুতি।
ভজন সুখের বিলাস তেমনি না মানে তর্ক যুকতি ॥

এ যে ভাবে ভাবে ভরা বন্ধন হারা সুধার কল্পতরু ॥
অন্ত বিহীন এ মুগ্ধ প্রাণের কে জানে কোথায় শুরু।
বিকল পরাণ অংগ শিথিল হৃদয় প্রদীপ জ্বালি।
চিন্ময় রাগে পূর্ণ হয়েছে সুখ সমাজ ডালি ॥

ভক্তি

করুণা সিন্ধুব চিন্ময মণি দিব্য তেজ ও সুখেব ধাম ।
মংগল ব্রতে সদা একবস নন্দিত প্রাণ আপ্তকাম ॥
কোটি চন্দ্রেব দিব্য প্রকাশে মূবতিবন্ত জ্যোতির্ময ।
অলৌকিকা বস-বিলাসে মহৎ যশেব মুগ্ধ জয ॥

স্নিগ্ধ সেবার মধুব কুঞ্জ কান্ত কূজনে ভুবনময ।
নিখিল গুণেব শুচি নির্ঝব বহিত দ্বন্দ মুক্ত ভয ॥
মহিম লীলাব প্রমোদ বিপিন নিত্য নবীন উজ্জ্বল ।
কামনা বাসনা সকল তেযাগি চিত্ত পবম নির্মল ॥

ধর্ম স্বরূপ সম্পন রূপ অখিল লোকেব নন্দিনা ।
সেবা ঝলমল ভাব বিভোল শ্রদ্ধা বিশ্বাস রূপিনী ॥
কবণা সদন ক্ষমা নিরুপম অহেতু কৃপাব ধাম ।
সত্য সবল নির্মল শুচি ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥

অজ্ঞান মোহ কপট দম্ভ বৈবী যত বিপুব দল ।
নব নব সাজে মোহন বেশে চকিতে হইল সুনির্মল ॥
নিত্য ভবোসে সন্তোষে ভবা সেবা নিবুঞ্জেব কান্তা সুখী ।
সত্য সাধন চিন্ময ধন ধ্যান মনন শুভগ বাখা ॥

বিপুল নন্দ উৎসাহ আব অমল রতির মুগ্ধ বাস।
আরতি পূজনে ধূপ নিবেদনে ক্ষণে ক্ষণে ঝরে সুখের রাশ ॥
হাতে হাত ধরি নাচে ঘিরি ঘিরি ঝলমল সব অংগ।
শ্রদ্ধা সুমতি বিশ্বাস রতি রাগিনী বিপুল রঙ্গ ॥

ধর্ম কর্ম মর্যাদা রাণি পবমানন্দ কনক ধাম।
মুগ্ধ মধুর ছন্দ গানেব কাব্য লোকের বিমল ধাম ॥
কাবণ বিহীন করুণা অমান অমৃত ধারাব মর্ম প্রাণ।
ধ্যেয়ান মননে শুভগ যতনে সুখের কুঞ্জ অনির্বাণ ॥

নিরুপম সদা উপমা রহিত শান্তি সদন বিভবময়।
ঋদ্ধি সিদ্ধি দাত্রী অমল প্রতিমা যাহার কভু না হয় ॥
অমলা ভক্তির রুচি অনুপম সকলি ভক্তির করুণা কণা।
ভুবন মোহন সুখেব সদন অন্ত বিহীন নাম না জানা ॥

এ গোপন রঙ্গ মোহন সঙ্গ তোমাব কৃপায় যে জন জানে।
সকল কামনা বাসনা ভুলিয়া সে রয় মুগ্ধ তোমার গানে ॥
করুণাময়ী জগৎ জননী জীবে জীবে তব নিত্য বাস।
কী জানবো মাগো জগদ্ধাত্রী নিত্য ভজনে মিটাও আশ ॥

* সেবা সুখ

সীতারাম

তুমি বিদ্যা তুমি বুদ্ধি প্রভু তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যেয়।
তুমি আরাধ্য পরম পূজ্য তুমি প্রেয় তুমি শ্রেয় ॥
জীবন তুমি প্রভু জীবনবেদ তুমি সুখ সুধাসার।
নিরুপম তুমি পরম রম্য চিন্ময় স্বামী করুণা ধার ॥
সকল আলোকে তুমি আলো প্রভু সকলের মাঝে তুমি।
তোমার মাঝাবে বিশ্বভুবন জন জীবনের কান্ত তুমি ॥
তুমি ধ্যান প্রভু পরম সিদ্ধি ঋদ্ধি সকল তোমাতে লয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ তুমি অকারণ অনাদিময় ॥
পরিণাম যত সকল গুণের গুণহীন তুমি গুণের রাশি।
প্রেম ভালবাসা ভকতি প্রণয় সেবা সুবিমল দৈন্য দাসী ॥
তুমি যে অক্ষয় বিভব বিজয় কল্যাণ নিধি অনির্বাণ।
তুমি সুনির্মল সত্য প্রকাশ প্রাণনাথ প্রভু রহিত মান ॥
তুমি ক্ষমা দেব পরমা শান্তি ক্লান্তি হরণ সুখের মূল।
তোমার প্রতিমা কে কবে কোথায় কেহ নাই জগে তোমার তুল ॥
সীমার মাঝে প্রভু তুমি যে অসীম জীবে জীবে তব নিত্য বাস।
ভক্ত হৃদয় হেরে যে সতত তোমার ভজনে সুখের রাশ ॥
দারা পরিবার সকলি তোমার পুত্র কন্যা তোমার রূপ।
তোমার করুণা নিখিল ভুবনে তুমি প্রিয় প্রভু অমিয় কূপ ॥
জন্ম-মৃত্যু জীবন দোলায় তোমার লীলা অকুতোভয়।
তোমার শরণে নাই কোন বাঁধা নাই কোন দুখ সকলি জয় ॥

তুমি গীত প্রভু অর্থ ছন্দ তুমি সুর প্রভু তুমি যে বাণী।
নদী নির্ঝরে চন্দ্র তারায় তোমার বিজয় মাল্যখানি ॥
অনুরাগ সেবা ও তুটি চরণে অমল কমল গন্ধময়।
পঞ্চ প্রাণের বন্দনা গীত হয়েছে সেথায় ছন্দময় ॥
সবার মাঝারে তব পরিচয় চির অজ্ঞাত তবু যে প্রভু।
জানিবারে চাই জানিতে পারি না অসীম অপার তোমার বিভু ॥
চাহিব না কিছু চাহিতে জানি না জপ তপ ব্রত ভজন হীন।
তব বিশ্বপ্রেমের মধুর ধেয়ানে রহিবে পরাণ সতত লীন ॥
নিজ গুণে প্রভু হৃদয়েশ স্বামী দাও গো দাসীরে সেবার সুখ।
তোমার মাঝারে হারায়ে আমারে ভুলিব সকল ভ্রান্তি দুখ ॥
সে সুখ ধারায় কল্লোল গানে ভুবন ভরিল অনির্বাণ।
তুমি প্রাণনাথ তাহার মাঝারে সত্য স্বরূপে জ্যোতিষ্মান ॥
মন বুধি আর চিত্ত পরাণে এসো এসো নাথ সেবার দল।
সে সেবা সুখ মাঝে হইয়া মগন তোমারে স্মরিব প্রতিটি পল ॥
এই তো তোমার করুণা উদার এই তো তোমার মোহন রূপ।
এই তো তোমার পরাণ বধূয়া এই তো তোমার সুধার কূপ ॥

* চন্দননগর বাসিনী অনন্ত ভগবৎ সেবা ভূষিতা পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

নিত্য শিশু

শিশুর কথা আবোল তাবোল নাইকো মুণ্ডু মাথা।
অর্থ বিহীন ছন্দ ভাষায় সার গাম তার সাধা।।
অস্ফুট বোল মিষ্টি মধুর স্বভাব আপন ভোলা।
ছোলা বলতে বলে সে সে আত্‌তো আত্‌তো তোলা ॥
বোঝে না সে সোনা দানা যা চায় সেটি পেলে।
মনের মাঝে নাই কোন মল সে যে নবীন প্রতি পলে।।
মায়ের কোলে সুখের দোলায় খুশীর ডানা মেলে।
মায়ের মুখে চোখটি রেখে কত কা যায় বলে ॥
মা বোঝে যে সব কথা আর বোঝে না কেউ।
মায়ের মাঝে শিশুর মাঝে বহে আনন্দের ঢেউ ॥
সীতারামের বিজয় গানে নাইকো মায়া মলের কিছু।
নিত্য মাতা জগৎ পিতা ছোটে নামের পিছু পিছু ॥
সন্ত সুজান শ্রীনাম জাপক নিত্য শিশুর মুগ্ধ ধাম।
অপবর্গে নাইকো রুচি যুগল নামে পূর্ণ কাম ॥
ভালবাসার কনক ভবন শিশুর স্বভাব শিশুর মন।
অহং মম'র নাইকো বালাই মায়ের বুকের নিত্য ধন ॥
মায়ের ভরোস নিত্য সরস এই যে তাহার সিদ্ধ জ্ঞান।
এ জ্ঞানে যার মজ্‌লো পরাণ সে চিন্তামণির মুগ্ধ প্রাণ ॥

*

মিলন মধুর

কোন্ সে সুখে বল্‌বো প্রিয় তোমার আমার মিলন মধুর।
জ্ঞান ভক্তির মুগ্ধালোকে অজ্ঞান তমের হইল দূর ॥
নন্দন রাগে প্লাবিত ভুবন দুঃখ শোকের নাইকো লেশ।
নিখিল জীবন স্বরূপ মগন চিন্ময় জ্যোতি মোহন বেশ ॥

লোকে লোকে জাগে সুখের কুঞ্জ তৃণ তরুলতা গন্ধময়।
অপরূপ সে যে অর্ঘ সাজায়ে পরা প্রকৃতি পূর্ণে লয় ॥
ফুল ফল দলে নদী কল্লোলে মুগ্ধা ধরণী সেবার ডালি।
বিহগ কূজনে মধু সমীরণে বিনোদ ছন্দে বাজায় তালি ॥

গগনে গগনে চন্দ্র তপনে অখিল প্রেমের বার্তা কয়।
অকারণ সুখ জন হৃদি মাঝে কনক প্রেমের বিজয়ে লয় ॥
সুর লোকে ভাসে নন্দন পরা তৃপ্তি সুধার মলয় বায়।
সুখের দোলায় দ্যুলোক ভূলোক জানা অজানার মিলন হায় ॥

এ মিলন মধুর কান্ত বধূর স্বামী সখা প্রিয় কর্ণধার।
নির্ভরা সুখে অভয়ানন্দে পরা প্রকৃতি কণ্ঠে হার ॥
প্রকৃতিনাথে মিলেছে প্রকৃতি চিন্ময় চারু অচঞ্চল।
ভাষার অতীত এ মুদিত কাব্য প্রেম সুধা রসের দিগঞ্চল ॥

পরাণ বন্ধু

পরাণ বন্ধু প্রাণপতি সখা জীবন দেবতা পরম ধন।
তুমি যে আমার নিত্য আপন তুমি যে আমার সুখের ক্ষণ ॥
তুমি যে আমার গোপন কথা বলি বলি করি বলা না যায়।
তুমি যে দুখের চির আদরের ব্যথায় তোমায় পেয়েছি হায় ॥

তুমি সম্বল পরম রিক্তের রজনী আঁধারে দিব্য আলো।
নিবিড় পীড়নে শুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো ॥
সে আলোক সরিতে ভাসায়ে চিত্ত সেবা সুখে রব অর্নিবাণ।
অংগে অংগে অমিয় রতন তোমার কৃপার অমোঘ দান ॥

চিনি নাই প্রভু চিনিতে পারি না তুমি না জানালে আপন রূপ
তুলি দুটি আঁখি কৃপার বাদল ভরিও আমার আঁধার কূপ ॥
তুমি রসরাজ চিন্ময় সুখ উল্লাসে ভরা পরমানন্দ।
আলোকে আলোকে চির জ্যোতির্ময় পূর্ণ অকল রহিত দ্বন্দ্ব ॥

পরিচয় তব অশেষ অপার কে জানে তাহার আদি বা অন্ত।
দাসীর স্মরণে দাসীর ভজনে সিয়ারাম নাম ধর হে কান্ত ॥
এই নামে নাথ ডাকিব তোমারে করুণা ধারায় তোমার গীত।
দিও সাড়া প্রভু দিও পরিচয় অবলা দাসীর পরাণ পতি ॥

*

রিক্ত কর

ভাঙা বীণায় কী গান গাব
হাবিযে গেছে বর্ণ ভাষা।
বেসুবো লয তালেব মাঝে
হয় কি কভু ভালবাসা ?

নয়ন জোডা আঁধার কালো
ভয় লাগে তাব শাসানিতে।
পালিযে যাবো কোথায বল
পডে আছি দীন গলিতে ।।

দগ্ধ পবাণ মানে ঠাসা
নিবেদনেব পথ না জানা।
হায় হায আব গেল গেল
এই তো বাঁধে মনে দানা ।।

কেমন করে দেব পাডি
দূর যে বহু যেতে হবে।
অজানা মোব পথ যে আমাব
ঠিকানা তার কে জন কবে ?

পাঠিয়েছিলে ভবে আমায়
যে কাজগুলি করার তরে।
মোহের ঠুলি ঘিরলো আঁখি
কাজ যে তোমার রইলো পড়ে॥

সহায় সাধন সম্বল হীন
ছল চাতুরির পূর্ণ ঘর।
মত্ত রহি বিষয় ভোগে
এখন শুধু লাগে ডর॥

কে শুনবে বল আমার কথা
অভাগার ডাক কে শোনে বল ?
এসো হরি দয়া করি
তুমি যে দীনজনের থল॥

হাত খানি তব দিও হাতে
নয়ন জোড়া প্রদীপ জ্বালি।
আপন স্বরূপ জানিয়ে প্রভু
পূর্ণ করো রিক্ত থালি॥

কুঞ্জ গীতি

জয় সুহাসিনা কান্ত দিব্য অনন্ত শুভ গুণবন্ত দেহি পদম্ ।
জয় শোভন তনু মন বিদ্যা জ্ঞানঘন পিতৃ পরায়ণ দেহি পদম্ ॥
জয় পালন সুধর্ম নিষ্কাম কর্ম বেদ শ্রুতি মর্ম দেহি পদম্ ।
জয় করুণা উদার সগুণ সাকার গো-গিরা পার দেহি পদম্ ॥

জয় শশী চারু নন্দন পূজ্য সুবন্দন জননী সুরঞ্জন দেহি পদম্ ।
জয় স্বজন সুধাম পরিপূরণ কাম মোদ অভিরাম দেহি পদম ॥
জয় জানকীবল্লভ শরণ অকৈতব ভজন সুদুর্লভ দেহি পদম্ ।
জয় কৃপাকুঞ্জ সুবাসী যুগল উপাসী বিমল উদাসী দেহি পদম্ ॥

জয় সৎ সংগী মুদিত সুঅংগী কৃপা বজরঙ্গী দেহী পদম্ ।
জয় রসিক সুজান গুরু পদ ধ্যান প্রেম সুধা পান দেহি পদম্ ॥
জয় চরিত প্রকাশী উজ্জ্বল ভাষী সুমঞ্জুল আশী দেহি পদম্ ।
জয় সিয়ারাম সুনাম রূপ লীলা ধাম সেবা বসুযাম দেহি পদম্ ॥

জয় গতি মতি কাশী আনন্দ বাশী প্রেমলতা দাসী পদম্ ।
জয় সহজ স্বরূপা বিভব অনূপা সন্তন ভূপা দেহি পদম্ ॥
জয় মহিমা অপার কো গাবৈ পার সিয়ারাম সুসার দেহি পদম্
জয় রাখৈ অনুগামী হতি কুল বামী হে তাত সুস্বামী দেহি পদম্

*

* *

ষষ্ঠ সোপান : সুখ ধারা

সুখ স্মৃতি

এক

সুখ স্মৃতির মধুর স্বপ্নে বিভোর— রূপ কথার ন্যায় একটির পর একটি করিয়া আনন্দের মোহন ছবিগুলি স্মৃতি পটে ভাসিয়া উঠিল এবং সেই আনন্দ মুখর শোভা সিন্ধুর গহন তলে সহসা কোথায় হারাইয়া গেলাম— মন প্রাণ বিগলিত বিমুগ্ধ দশায় কর্ণকুহরে ভাসিয়া আসিল দূর দেশ বাসিনী- এক বিরহী পরাণের প্রেম দগ্ধ করুণ কণ্ঠস্বর। কী মধুর! কী ব্যাকুল সে দিব্য ধ্বনি! পূজারিণী তাঁহার সমগ্র চিত্তটি কান্ত চরণে উৎসর্গ করতঃ গাহিতেছেন-

এ মাটির প্রদীপে প্রভু তুমি যে দীপশিখা
তোমার আলোকে আলোকময়।
তোমার দেওয়া প্রাণে তোমার দেওয়া বাণী
তোমার সেবায় হয়েছে লয় ॥
সকলি তুমি প্রভু সকলি তোমার
তুমি ছাড়া আর নাইকো কিছু।
ভাঙিয়া সব মান তোমার জয়গানে
ছোটাও নিরবধি তোমার পিছু ॥
ডুবায়ে দাও প্রভু সকল মমতা মদ
মমতা দাও প্রভু তোমার পদতলে।
বিরাট ভয় কর সে যে অহংকার
তাড়না কর প্রভু নীরব আঁখিজলে ॥

তোমার সুখ রাশি অরূপ বীণ বাঁশি
বাজাও পুলকে বসি সতত মধুপুরে।
শ্রীরাম রাম রাম সুখের সিয়ারাম
নিখিল সিয়ারাম দাও গো আঁখি ভরে॥

যাবো না কারো দ্বারে মুদিত রব পড়ে
তোমার পদতলে অচল ধাম।
পরাণে সুখরাশি তোমার সুখে ভাসি
তোমার কৃপায় পূর্ণকাম॥

মুখর কবিরে এবে নীরব করে দাও
নয়নে বারি ধারা বহিবে দীন।
হৃদয় সুখে ভরা তোমার দেওয়া সুখে
কাঙাল চিত্তো তোমাতে লীন॥

সুখ সমুদ্রে বিলীন হইয়া আমি বিরহিনীর অন্তর ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করিলাম এবং সেই বিমুগ্ধ দশায় হৃদয়ে ঝলমল করিয়া উঠিল অশেষ করুণা মণ্ডিত আনন্দের এক উৎসব ছবি। প্রেম পুলকিত সজল নয়নে চকিতে দেখিলাম সর্বত্র আনন্দের এক মহান বিজয়োৎসব। উৎসব মঞ্চের সমগ্র পরিবেশ—চির আনন্দ রস বিগ্রহ শ্রীযুগল সরকার সীতারামের নাম ও লীলা রসে নিমজ্জিত। অজস্র সুখময় হরি লীলা গুণগ্রামের বর্ণ অর্থ ভাষা ও ছন্দ-বস্তুতঃ সকল অংগই সেই চিদানন্দময় রসধারা হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় অবলীলা ক্রমে সেই সুধা রসেই নিমিলিত হইতেছে।

কতক্ষণ যে এই ধ্যান মুগ্ধ দশায় ডুবিয়া ছিলাম—তাহা বুঝিলাম না। ধ্যান যখন ভাঙিল—মন প্রাণ সব শিথিল হইয়াছে—তাহারা যেন আপন আপন কার্য ভুলিয়াছে। ধীরে ধীরে বাস্তবে যখন ফিরিয়া আসিলাম- মনে পড়িল- আমি 'সুখস্মৃতি'র আনন্দের দিনগুলির কথা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

বাস্তবিক মহৎ করুণায় ইংরাজা ১৯৫৭ সন হইতে ১৯৫৯ সন পর্যন্ত এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর আমাদের বাটীতে আনন্দের এক মহান উৎসব শুধু যে আপনি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল তাহা নহে নিজানন্দে হৃদয়ে হৃদয়ে বিস্তারিত হইয়া- দশদিক আনন্দে আপ্লুত করিল। নিজানন্দ আস্বাদন ও বিস্তারেই আনন্দের ধর্ম—এতৎ কারণে এই পরম রসময়ী আনন্দ ধারার সাথী ও রস ভোক্তা হইলেন আমাদের বৃহৎ পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই—অশতিপর বয়োবৃদ্ধ প্রাজ্ঞ মহাজন হইতে চৌদ্দ-পনের বৎসরের চপল মতি কিশোর কিশোরীগণ—কেহই আর বাদ রহিল না। কাহার প্রেরণায় এইরূপ একটি বিস্ময়কর ঘটনা কেবলমাত্র যে বাস্তবে রূপায়িত হইল তাহাই নহে উৎসবে অংশকারীগণ প্রত্যেকেই স্বতঃ-স্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই উৎসবের কোন না কোন অংগের সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অনবদ্য মধুর রূপ দানে আপনাদের বিলাইয়া দিলেন। বাস্তবিক ইহা যেন এক মধুর রসাশ্রিত এক মন এক প্রাণ আশ্রমবাসী গণের আপন ইষ্ট চরণে মুগ্ধ সমর্পণের এক মধুর আলেখ্য বিশেষ। ভাবিতে

আশ্চর্য লাগে যে আমাদের বাটীতে সমবেত গণের বয়সের তারতম্য—পদ মর্যাদার তারতম্য—আপন আপন কর্ম ও ধর্মাচরণের তারতম্য কোথায় সহসা ভাসিয়া গেল! প্রত্যেক অংশকারীগণের হৃদয়েব অন্তরালে যেন একটি অত্যাগ্র বাসনা জাগ্রত ছিল কী করিযা এই মধুর অনুষ্ঠানের রসধারায় সুখে নিমজ্জিত হইয়া সকল ভুলিব! তাঁহাদের অন্তবের বিমুগ্ধ বাসনা কিন্তু গোপন রহিল না তাঁহাদেব প্রেম সরসিত কাতর মুখ মণ্ডলে হৃদয়ের অরূপ বাণীটি সহস্র ধারায় আপনাকে ধরা দিয়া গীত সুধা রসে ঝরিয়া পড়িল। হৃদয়ের উষ্ণ প্রেমের সে দিব্য মূর্চ্ছনা যথার্থ ই তুলনা রহিত। ভক্তের বুকভরা হৃদয়ের অমূর্ত আশার রূপটি হইল-

অজানা কোন্ আলোক দোলায় জাগ্‌লো পরাণ মজ্‌লো মন।
লুটতে এলাম দুহাত ভরে খুশীর মেলায় খুশীর ধন ॥
রইলো পড়ে বালাই সকল রইলো পড়ে হাতের কাজ।
ভিতর বাহির আনন্দেতে নতুন সাজে সাজ্‌লো আজ ॥
সবার আগে কে যায় দেখি সবাব মনে এক তাড়া।
সয়না দেরী পিছু চাওয়ার চিত্‌তো আজি ঘরছাড়া ॥
মিলবো মোরা ছায়া শীতল গন্ধে ঢালা বকুল বন।
তুলবো কুসুম গাঁথবো মালা অনুরাগে ভিজিয়ে মন ॥
নাচবো মোরা ঘিরি ঘিরি গাইবো সুখে মিলন গান।
মুগ্ধ সেবায় ধূপ আবতি শঙ্খ বাণায় ঐকতান ॥

মোদের হৃদয় এক তারাটি একই সুরে নিতুই বাঁধা।
সুখের রাশি সীতারামের নাম রূপেতে লয় সাধা ॥
নাম রূপের মধুর রসে আনন্দের ছড়াছড়ি।
সেই সুখেতেই আসবো ছুটে ছিঁড়ে বাঁধন দড়াদড়ি ॥
চাইবো মোরা চাইবো শুধু নাম রূপেতে প্রেম ভারী।
জন্ম জন্ম কল্পভরি ভক্তি চিকন জীবন তরী ॥

বস্তুতঃ শ্রীসীতারাম লীলা গান অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবার বর্গের এই একত্রে মিলন ইহাকে একটি অলৌকিক সমাবেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না কারণ এইরূপ নানা মত ও পথাবলম্বীর একত্রে সমাবেশ কদাচিৎ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ মহৎ করুণাই হইল এই অভিনব মিলনের সমগ্র মন প্রাণ তথা ইহার একমাত্র জাগ্রত দেবতা! কারণ সর্ব ভাষা পর এই অনাবিল আনন্দধারা অন্য কোন উপায় ব্যক্ত হইবার নহে।

দুই

প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া আনন্দোৎসব আমাদের বাটীতে অনুষ্ঠিত হইত। বৈশাখে শুভ শুক্লা নবমীতে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী অনাদি আদ্যাশক্তি পুরুষোত্তম শ্রীরামের অভিন্ন হৃদয় মহালক্ষ্মী ভগবতী-সীতার জন্ম মহোৎসব অপরটি শ্রাবণের পূর্ণিমায় শ্রীযুগল সীতারামের মহারাস মণ্ডিত ঝুলন উৎসব।

এই দুইটি লীলাই অচিন্ত্য অপার কল্যাণ গুণ মণ্ডিত চিদানন্দময় ভগবৎ সত্তার জনমন রঞ্জনার্থে দিব্য করুণার লীলা। সিদ্ধ কবিগণ যুগে যুগে শ্রীযুগল সীতারামের এই পরম রসোজ্জ্বল অকৃত্রিম দিব্য

লীলা যথামতি ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করতঃ ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তৎসহ নিজেদের ও ভাগ্যবান শ্রোতৃ বর্গের সকল কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ভগবৎ লীলা ত্রিলোক পাবন গংগার ধারার ন্যায় সুশীতল ও সর্ব তাপ ও তৃষ্ণা নিবারক। শ্রবণ মধুর ভগবৎ লীলা-রস পানে দ্রবিত হৃদয়ে একাধারে যেরূপ ভগবৎ স্বরূপ মাধুর্যের দিব্য জ্ঞানের উদ্রেক হয় সেইরূপ নিষ্কাম ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ চরণে—শ্রদ্ধা রতি ও রুচির দ্বারগুলি আপনি উন্মুক্ত হয়। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো- আকুল করিল মোর প্রাণ"- অথবা "রূপ দেখে আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর—প্রতি অংগ লাপি কান্দে প্রতি অংগ মোর"—মধুর রসাশ্রিত অনন্য ভক্ত কবিগণের এই পুলকিত বাণী সর্ব জন বিদিত। যুগে যুগে ভক্তগণ লীলা ভজন গানে—ধ্যান মগ্ন যোগীগণের ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা বহুগুণ রসময়ী পরমানন্দে মগ্ন হইয়া দেহ স্মৃতি ভুলিয়াছেন।

ভগবৎ লীলা শ্রীভগবানের ন্যায় স্বপ্রকাশ ইহাকে প্রকাশ করিবার আর কোন উপায় নাই। ইহা অশেষ কল্যাণ গুণময়ী হইয়াও সর্ব গুণাতীত—অর্থাৎ ইহা পরম অপ্রাকৃত ও দিব্য রসময়। ভক্ত হৃদয়েই ভগবৎ লীলা আপনি স্ফূরিত হইয়া ভক্ত হৃদয়কে তৎ তৎ রসে আপ্লুত করিয়া থাকে। ভক্ত হৃদয়ও নিরন্তর ভগবৎ লীলা গুণানুবাদে আপন দেহ দশা বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ সত্তায়—নদী ও সাগরের মিলনের ন্যায়—এক অন্যের মধ্যে সুখে নিমজ্জিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের এই মধুময় কুঞ্জ ক্রীড়া সর্ব

যুগে - সর্ব কালে—নিরন্তর ঘটিয়া চলে। ভক্ত যেরূপ অচিন্ত্য চিদানন্দময় শ্রীভগবানের—শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিরন্তর ভক্তের। এই দুই পরম অপ্রাকৃতিক সত্তা ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহেন—লৌকিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইলেও তত্ত্বে এক ও অভেদ।

অনন্ত ঐশ্বর্য মাধুর্য মণ্ডিত ভগবৎ লীলা সর্ব ভাব ও ভাষা পর। ইহা মুনি মনেরও অগম—বস্তুতঃ ভগবৎ লীলা এত বিচিত্র যে মহামুনিগণের মনেও ভ্রম সংশয় উদ্রেক করিয়া থাকে। ইহার কথঞ্চিৎ আস্বাদনও সাধু কৃপা সাপেক্ষ।

তিন

শ্রীসীতা নবমী ও শ্রীযুগল ঝুলন উৎসব প্রসঙ্গে উপরি উক্ত বাক্যগুলি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। পরমা প্রকৃতি ভূভার-হারিণী অনন্ত-শক্তি-সুখ-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ক্ষমা-করুণা-বাৎসল্যময়ী মহামায়া জনকজা সীতার জন্ম মহোৎসব লীলা বস্তুতঃ সকল বাক্য জ্ঞানের অতীত। অলৌকিক সুকৃতি সম্পন্ন দিব্য জ্ঞাননিষ্ঠ বিদেহরাজ নন্দিনী সীতার দিব্য বৈভবের কোন অন্ত নাই। সমগ্র প্রকৃতি তার পূজার ডালি পূর্ণ করিয়া মহামায়া আদ্যাশক্তি সীতাকে বরণ করিয়া সুধন্য হইল—অলক্ষ্য ভগবতী কৃপায় মিথিলার নরনারীগণ অলৌকিক রূপ ও গুণ সম্পন্ন হইলেন—সমগ্র রাজ্যে আনন্দের হাট বসিল—সময় অসময় ভুলিয়া তরুলতা কুসুমিত পল্লবিত হইল—সরোবরে সরোবরে নানা বর্ণের কমল বিকশিত হইল—কোকিলের কুহুধ্বনিতে দশ দিক আমোদিত হইল—মধুবাতা বহিতে লাগিল চন্দ্রমা সুধা বর্ষণে পুলকিত হইল। বস্তুতঃ অলৌকিক দিব্য শোভায় মিথিলা নগরী

পরম রমনীয় হইয়া উঠিল। এই শুভ অবসরের মংগল লক্ষণে দেব ঋষি মুনিগণ জগজ্জননী সীতার চরণ পদ্ম ধ্যানে দেহ স্মৃতি ভুলিলেন এবং যথা সময় অচিন্ত ঘটনা পরম্পরায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক সীতাপতি শ্রীরাম অনুজ সহিত মহাঋষি বিশ্বামিত্রের সাথে জনক রাজ পুরীতে শুভাগমন করিলেন। ধনুষ ভঙ্গ লীলার ইহাই অসীম কৃপার মুগ্ধ চরিত্র। অনন্য তপোময়ী সীতার দিব্য প্রেম পূজায় বিগলিত হইয়া প্রেম ভিখারী শ্রীরাম অযোধ্যা ধাম হইতে নানা করুণা লীলার ছলে প্রেমকুঞ্জ মিথিলায় উপনীত হইযা পরম অধীরে সীতার সমগ্র হৃদয় রূপিনী জয়মাল্য গ্রহণ করিয়া আপনি কৃত কৃতার্থ হইলেন। ভক্ত চরিত্রের এই পরম দিব্য মাধুর্য সর্ব ভাব ও ভাষা পর—ইহা সর্বতো ভাবে তুলনা রহিত।

শ্রীযুগল সীতারামের এই দিব্য প্রেম লীলার চরিত্র অবলম্বনে শ্রীসীতা নবমীর মংগল উৎসব!

অপর পক্ষে শ্রীযুগল ঝুলন মহারাস ততোধিক ভাব ও ভাষা পর কোন বন্দনায় এই একান্ত কামগন্ধ হীন চিদানন্দময় পরমাত্মার স্বাত্মরতি আস্বাদনার্থে একের বহু হইবার লীলা ব্যক্ত করা যায় না ইহার বিন্দুমাত্রের কল্পনাতেও মহাকবি মূক ইহয়া যাইবেন- বুকের বাণী নীরবে হৃদয়ের আনন্দ সুধা পানে নিরবধি মগ্ন হইযা থাকিবে—মুখদ্বার হইতে নিঃসৃত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ ইহা অচিন্ত অপার দিব্য ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন আপ্তকাম শ্রীভগবানের নিত্য কান্তা স্বরূপিনী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব সত্তার সাথে বিনোদ বিহারের এক অপরূপ ভাববদ্ধ গাথা। এই মধুর গীতিকায় দেহ

জ্ঞান নাই— কামনা বাসনার লেশ মাত্র নাই— আছেন কেবলমাত্র এক অদ্বৈত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক রসরূপ শ্রীরাম ও তাঁহার কায়ব্যূহ স্বরূপিনী- নিত্য সেবারসপূর্ণ তথা তদগত প্রাণা অলৌকিক রূপ গুণ সম্পন্ন দ্বৈত ললনাবৃন্দ। ইহা প্রকৃতি ও প্রকৃতিনাথের মহামিলনের অলৌকিক প্রেম প্রসঙ্গ। এই মহারাস মণ্ডলে প্রেম-ভক্তি-সেবা-রতি-প্রীতি-বন্দনা-পূজা-আরতি প্রমুখ অষ্ট কুঞ্জ নায়িকা-গণই প্রধান। তাঁহাদের বিদগ্ধ হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসাই হইল রাস মহামণ্ডলের পরম লীলাময়ী নায়িকা তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী রাস মণ্ডলের সমগ্র লীলা যথাযথ কুঞ্জে বিস্তারিত হইয়া থাকে এবং এই অপার সুধাময়ী লীলা একান্ত করুণা রসাশ্রিত। এই অচিন্ত অপার সুখ লীলা—অশেষ কৃপা রস পূর্ণ ঘনশ্যাম বাদলের—অমৃতময়ী কৃপা-সুধা বর্ষণে—সমগ্র ভক্ত জীবনকে পরানন্দে অভিসঞ্চিত করতঃ কৃত কৃতার্থ করিয়া থাকে।

শ্রীযুগল ঝুলন মহোৎবের এবংবিধ পাদপীঠে আমাদের সামান্য সেবায়- শ্রীযুগল ঝুলন উৎসবের সুখের মঞ্চ!

শ্রীসীতা নবমী ও শ্রীযুগল ঝুলন উৎসবের এতাবৎ রস দীপ্ত মাধুর্য কিরণের অভিসারে দীপ্ত হৃদয় শ্রীযুগল সীতারামের এই দুই লীলার আবাহন বন্দনায় স্বতঃই গীত সুধা রসে ঝরিয়া পড়ে

এ কী অপরূপ এ কী বিস্ময় এ কী মন প্রাণ হরা লীলা।
অজানিত কোন গোপন পীরিতি ঢালি দিল সুখ মেলা॥
নয়নে নয়নে নন্দন গাথা—হৃদয়ে পুলক রাশি।
অমিয় রতনে সেবার যতনে ভেসে গেল দিবা নিশি॥

করুণা বাদলের সুধা নির্ঝরে নাম্ রূপে একাকার।
ভজন প্রেমের উজ্জ্বল সারিতে বিনোদন রতি সার॥
যুগল লীলার এ মর্ম মধুর যুগল লীলার প্রাণ।
সিয়ারাম নামে ভরিয়া চিত্ত নিরবধি সুধা পান॥
লীলা সমাবেশের পরমানন্দ চকিতে যাইবে খুলি।
যুগল চরণে পরাণ লুটিবে দ্বৈতে যাইবে ভুলি॥

চার

উৎসবের দিন প্রথমে আসিতেন চন্দনগর হইতে দিদি শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী। হাতের ঝোলায় নিজ বাগানেব নানা বর্ণের সুগন্ধি কুসুমরাজি লতা-পল্লব ও জুঁই-এর মালা লইয়া দিদি যে অধীর আবেগ ও উৎসাহে লীলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতেন—তাহা না দেখিলে ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। দিদির ভাব দেখিয়া মনে হইত—দিদির আসিতে যেন কত দেরী হইয়াছে—দিদি যেন সেই অপরাধে মর্মাহত হইয়া আসিতেছেন। দিদির আসাতেই চারিধাবে একটা সাড়া পড়িত—সাজ সাজ ভাব যেন সকলের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত। দিদি আসিয়াই অনুষ্ঠানের যাবৎ কর্মের ভার সানন্দে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া অন্য সকলকে ভারমুক্ত করিতেন। বলা বাহুল্য দিদির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ঠে সকলেই নিজ নিজ কার্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেন। বস্তুতঃ দিদির আগমনের সাথে সাথেই লীলা রঙ্গ সুরু হইয়া যাইত এবং সমগ্র পরিবেশটি এক অনাবিল স্নিগ্ধ ধারায় সরসিত হইয়া উঠিত।

দিদির কার্যে অন্যতম প্রধান সঙ্গিনী ছিলেন মায়া। বস্তুতঃ যে কোন সেবা কার্যে বা যজ্ঞানুষ্ঠানে দিদি ও মায়ার চবিত্র ছিল একে অন্যের পরিপূরক। যে কোন সেবায় এই দুই ধর্ম পিপাসু মহিলাদ্বয়কে পৃথক করা যায় না। মায়ার নীবব ও নিস্পৃহ চরিত্র বৈশিষ্ঠে দিদির প্রেমপূর্ণ উচ্ছল ধরাটি মিলিয়া মিশিয়া—দুই সত্তাকে এক অভিন্ন পূর্ণতার রূপদান করিত

তারপর সুরু হইত ভগবৎ সেবার পালা। অনুষ্টানটিকে সুচারু মণ্ডিত করিবার জন্য দিদি ও মাযা কোন ত্রুটি রাখিতেন না। লীলা মঞ্চটি পুষ্প মাল্য গন্ধে সাজাইতে হইবে পূজার অর্ঘ-নৈবেদ্য-ধূপ-আরতি প্রভৃতির যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে—প্রসাদ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে—যাবতীয় শ্রম ও সময় সাধ্য কঠিন কার্যগুলি এই দুইটি সমর্পিত চিত্ত বড় আনন্দে করিতেন এবং সময় পাইলেই নিজ নিজ গানগুলির ঠিক মত অনুশীলন করিযা লইতেন। বাস্তবিক এই দুইটি মুগ্ধ চবিত্র ব্যতিরেকে ভগবৎ সেবা পূর্ণ হইত না—নিজানন্দেই এই দুই ভক্ত মহিলা সকলের সুখের জন্য আপনাদের অকাতরে বিলাইয়া পূর্ণ হইতেন। বস্তুতঃ প্রেম বিলাসিনী এই দুই সখীর স্বভাব মাধুর্য বন্দনায় প্রণত চিত্ত—সবার অলক্ষ্যে আপনি গাহিয়া উঠে—

কুঞ্জ বিলাসিনী হে যুগ রমনী কী কব তব শুদ্ধা ভক্তি।
সতত ভজনে নীরব যতনে সঁপেছো কাতরে পূর্ণ শক্তি॥
তোমাদের মাঝে করুণা করিয়া যে গান গাহিল কবি।
বুঝি নাই তার অর্থ ছন্দ কী রং এ আঁকিব ছবি॥

এই টুকু শুধু বুঝি দিয়া মন তোমরা যুগলে মধুর প্রাণ।
নিত্য প্রেমের জ্বালি দীপ শিখা ধর্ম কর্মে জ্যোতিষ্মান॥
তোমাদের মাঝে সুখের সাগর নিতি নিতি আসি নবীন রূপে।
কত যে সুখে কত যে রূপে কত যে লীলা সাধেন চুপে॥
সেই রস ধারা করিয়া সুপান তোমরা তুজনে বিজয় গাহ।
আপনারে দিয়া সতত সেবায় বিশ্ব সভায় কিছু না চাহ॥

উৎসব সুরু হইত সন্ধ্যা সাতটায়—চলিত রাত্রি নয়টা পর্যন্ত। ভোগ-আরতি-পূজা নৈবেদ্য ইত্যাদি কার্যগুলি সারিতে সারিতে সন্ধ্যা হইত। তৎপর আরম্ভ হইত—ভজন কীর্তনেব সুখের আসর।

ভজন কীর্তনের বিভাগটি চারটি অংগে বিভক্ত ছিল (১) স্বস্তি বচন ও বন্দনা মূলক আবহ সংগীত (২) পরিচিত রবীন্দ্র সংগীতের পরিবর্তিত ভাব ও ভাষায় অনুরূপ ভক্তি মূলক আত্ম-নিবেদাত্মক সংগীত ধারা— তথা কীর্তন পদ (৩) সমাবেত কণ্ঠে শ্রীযুগল লীলা কীর্তন (৪) আরতি সংগীত।

সুস্নিগ্ধ গন্ধ পুষ্পে বিভূষিত ভজন কক্ষের মধ্যস্থলে সুসজ্জিত দিব্য সিংহাসনে সপরিবার আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীযুগল সরকার সীতারাম পুষ্প মাল্যে বিভূষিত হইয়া সুখে বিরাজমান- তাঁহার চিন্ময় সান্নিধ্যে ও মুখমণ্ডলের দিব্য প্রসন্নতায় ভক্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইত এবং তাহার সাথে সাথে সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক সুখময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। বাস্তবিক করুণা নিধান সীতাপতির মোহনীয় মায়ায ভক্তের সকলপ্রেমের বাঁধ ভাঙিত নয়ন তুইটি মুদিত অশ্রু ধারায সিক্ত হইয়া উঠিত এবং প্রেম পুলক হৃদয় শ্রীযুগল সীতারামের অনন্ত বন্দনায় স্বতঃই গাহিয়া উঠিত

কনক সিংহাসনে যুগল সীতারাম সুখের সমাবেশে মধুর ক্ষণ।
পরিবার জন আরতি বন্দন সেবা সমারোহে মুগ্ধ মন ॥
যুগল লীলা রূপ শ্যাম কনকদ্যুতি উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত হায়।
কী কব শৃঙ্গার যুগল মনোহর শোভার দৌলত লুটিয়া যায় ॥
বয়ানে মধুর অতি প্রেমের সুখ হাসি নয়নে ঝরিছে কৃপার দল।
রতন মণিহার বাজু বলয় করে কর্ণে কুণ্ডল চরণে মল॥
এ শুভ অবসরে অধীর প্রেম ডোরে বাঁধিয়া যুগলে যুগল প্রাণ।
কী কব তনু মন বিশ্ব বিমোহন অযুত কাম রতির চূর্ণ মান ॥
এ দীন গেহে প্রভু তোমার অধিরাজ তুমি যে প্রাণ মন সকলি হায়।
তোমার লীলা স্মরি কী কব আহামরি চিত্ত তৃপ্তি কভু না পায় ॥
তোমার নাম গানে তোমার যশ গাথা তোমার বিজয়ে তোমার সেবা।
পূর্ণ কর নাথ সকল রিক্ততা চাহিতে জানি না চাহিব কিবা ॥
হৃদয় নিবেদনে রাঙাবো যুগপদ সজল নয়নে করাবো স্নান।
তোমার সুধা নাম পূজার উপহার তোমারে দিব প্রভু ভুলিয়া মান ॥

ভজন কক্ষের দেওয়ালে দিব্য লীলা তনুধারী শ্রীযুগল সীতারামের অনন্য পরিকর বৃন্দ শ্রীযুগল রসরসিকাচার্য শ্রীগুরু পরম্পরা অনন্ত শ্রীবিভূষিত (১) শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ (২) শ্রীজানকীবর শরণজী মহারাজ (৩) শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ (৪) শ্রীসিয়া-লাল শরণজী মহারাজ (৫) শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজ (৬) শ্রীজানকীবল্লভ শরণজী মহারাজের শ্রীতিলক কণ্ঠী সুশোভিত

উজ্জ্বল তৈলচিত্রগুলি যেন সাক্ষাৎ রূপ পরিগ্রহ করতঃ কৃপা সরসিত নয়নে উৎসব মঞ্চটিকে অশেষ আশীষ ধারায় সিক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের প্রমুদিত মুখমণ্ডলে উৎসবের সমগ্র লীলা রূপটি যেন শতদলে বিকশিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ের সর্ব মনোরথ পূর্ণ করিত। বস্তুতঃ তাঁহাদের এই সুখময় সান্নিধ্যে মনে হইত তাঁহারা নিত্য রূপে এই রসময় লীলার এক অংগে পরিণত হইয়া সমগ্র অনুষ্ঠান সভার বরাসনে সমাশ্রিত হইয়াছেন। ভক্ত প্রতি তাঁহাদের এই অকথিত কৃপার চরিত্রে উদ্ভাসিত হইয়া মুগ্ধ হৃদয় দীন বচনে তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ স্বতই ঝরিয়া পড়িত—

হৃদয় ঝরুক বন্দনা গীতে নয়নে ঝরুক সুখের জল।
কামনা বিহীন চিত্ত মাঝারে এসো এসো নাথ বাজিয়ে মল॥
জয় দিব তব বিজয় গাহিব জয় জয় জয় বারেক বার।
দিব্য ভূষণে ভূষিত মঞ্চ সকল সেবার কর্ণ ধার॥
ঐ দেখ স্বামী যুগলানন্য ঐ দেখ প্রভু জানকীবর।
কী সুখে চিত্ত ভরিলে আজিকে রামবল্লভা সেবকবর॥
পরমাচার্য সিয়ালাল স্বামী পরিকর সাথে উদিত আজ।
কী দিব উপমা নাই যে তুলনা তিলক মাল্যে দিব্য সাজ॥
দীন দয়াল করুণা সিন্ধু সিয়ারঘুনাথ নিত্য স্বামী।
অকাম হৃদয় জানকীবল্লভ প্রণত চিত্তে অগ্রগামী॥
এ ছয় দিব্য পরমাচর্যের কী জয় গাহিব কী কব কথা।
সন্ত উদার নির্মল মতি সিয়ারাম নামের দিব্য গাথা॥

অনুবাগ রূপ কৃপার স্বরূপ দীন অকিঞ্চন বিরাগ বর।
স্বয়ংশুদ্ধ সুন্দর তনু আত্মজ্ঞানের সুখের ঘর ॥
জনক সুতার কল্যাণ দূত ভজন ভাবের সুধার কূপ।
এ সব চরণ কমলে প্রণাম জানাই নিতুই হইয়া চুপ ॥
এসো এসো নাথ তোমরা সবে লহ লহ দীন অর্ঘ।
তোমার উদয়ে ধন্য হোলেম ধরাতলে এলো স্বর্গ ॥
যুগল রসের রসিক রাজা সিয়ারাম নাম মন্ত্রবর।
সেই সুখ নামে রসিয়া মজিয়া চরণে লুটাবো বারংবার ॥

ভক্ত ও উৎসুক শ্রোতৃগণে পরিপূর্ণ কক্ষে আবহ সংগীত আরম্ভ করিত নকুল (শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায)। এই সংগীতগুলি মুখ্যতঃ রাগ প্রধান ছিল। রাগ প্রধান মার্গীয সংগীতে নকুলের যথেষ্ট অধিকার ছিল। সে হারমোনিয়াম ও তানপুরা সহযোগে অতি উদাত্ত কণ্ঠে গানগুলি নিবেদন করিত। কখনও কখনও নকুল গীতগুলিকে ধ্রুপদ ধামারের সুরে বিতরণ করতঃ সমগ্র ভজন কক্ষটিকে এক রাজকীয় আনন্দ রসে আমোদিত করিত। তাহার মুক্ত কণ্ঠের প্রাণবন্ত সংগীত ধারায সমগ্র অনুষ্ঠানের মূল সুরটি যেন সাধিত হইত এবং সকলেই পরবর্তী সংগীত ধারার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত। উৎসবে নকুলের গীত গানের মধ্যে দুই একটির নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ভজ নন্দন নন্দন জগজন পাল
হরি গুরু বৈষ্ণব দীন দয়াল।
কান্ত শিরোমণি সন্ত উদার
মঞ্জরী প্রেম রূপ রসাল ॥

কনক প্রেম প্রীতি যুগল বিহারিণী
সঙ্গ পরম যোগী বৈদেহী লাল।
নন্দ মগন মন ললী মিথিলেশ
ভক্তি অনাময় চর্চিত ভাল॥

শান্তি সদন সুখ বিনতি অনুপম
কৌস্তুভ মণিময় কণ্টকে মাল।
বিনবহি দাসী গহি যুগ কর্ণ
জয় জয় গুরু পদ কঞ্জ কৃপাল॥

অথবা

* রাম কো জানে তুমহার মরম।
থাকে অশেষ শেষ মহেশ
নেতি নেতি সদা কহে নিগম॥
সকল প্রকাশক অগ জগ স্বামী
ঘট ঘট বাসী তুম্‌হ অন্তর যামী
রমত সদা নিজ রস অনুগামী
মন বাণী অগম॥

বিজয় বাণী

কবহু মীন নর নারায়ণ
কবহু নরহরি কমঠ বামন
কবহু বরাহ বেদ উধারণ
কবহু বুদ্ধ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশন
সম কভু বিষম ॥

অরূপ স্বরূপ অগুণ সগুণ
অনাদি অদ্বয় অভয় সনাতন
কাম কল্পতরু কল্যাণ নিধান
দয়াময় পরম ॥

রাম নৌমী ত্রিভুবন স্বামী
পরম অকামী জনহিত কামী
অবধপুরী দশরথ ধামী
অজ লহ জনম ॥

রাম লছমন ভরত শত্রুহন
রাবণ নাশক মুনি মনভাবন
জানকী রঞ্জন রাম নিরঞ্জন
সত্য ধাম চরম ॥

* মহাকবি শ্রীজানকীবল্লভ
শরণজী মহারাজ কৃত ॥

পরবর্তী সোপানের ভজন পদগুলি পরিবেশন করিত চিনু। (শ্রীবাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায) গানেব ধাবায় চিনুর ছিল সহজ গতি। বিশেষতঃ রবীন্দ্র সংগীতগুলি চিনুর কণ্ঠে বেশ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইত। মাঝে মাঝে চিনুর সাথে তাহাব এক বাল্য বন্ধু রঞ্জনও কণ্ঠ মিলাইত। রঞ্জনের কণ্ঠ ছিল খুব মধুর। সকল প্রকারের গানই তাহার কণ্ঠে বেশ মানাইত। এই গীতগুলিব ভাব ও ভাষা ছিল ভক্তি রসাশ্রিত ও একান্ত আত্মনিবেদাত্মক। চিনু ও তাহার বন্ধু প্রতিটি আসবেই তিন চারটি গান গাহিত। নমুনা স্বরূপ তাহাদের গানের কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল -

এই লভিনু সংগ তব নন্দন হে নন্দন।
শূন্য হৃদয় পূর্ণ হলো ধন্য হোল বন্দন॥
নন্দন হে নন্দন॥

বিভোল প্রাণে মিললো আসি।
দিব্য তোমার সুখের বাশি।
অংগে অংগে ঝরলো সুধা দৈন্য বারি ক্রন্দন॥
নন্দন যে নন্দন॥

এই রাগ বিরাগের কল্পলোকে নিত্য নব সংগীত।
এই পরশমণির ক্ষণিক ছোঁয়া কনক কৃপায় রঞ্জিত॥
সবার মাঝে তোমার ছবি।
নিত্য রূপের মোহন কবি।

এই আলোকে বইবে প্রাণে।
ভক্তি সরস চন্দন ॥
নন্দন হে নন্দন ॥

অথবা

পীযুষ ঝরা মোহন পারা আলোক ভরা যান।
তাহারই তলে লভিনু লভিনু মোর প্রাণ ॥
চিন্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান।
মুগ্ধ প্রাণে যে কল্লোলে প্রেমে প্রেমে চিত্ত দোলে
চকিতে মোর কনক কায়ায় লেগেছে তার টান ॥
আশে পাশে যা দেখছি কুঞ্জ পথে যেতে।
মধুর রাগে চমক ছায়ে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দের এই দান ॥
গান বেঁধেছি দীপ জ্বেলেছি নিত্য সেবায় প্রাণ মেলেছি
সীমার মাঝে অসীমেরি লভেছি সন্ধান ॥

অথবা

বীন বলে যে গাবো গাবো ভাব দিয়েছে সাঁই।
চিত্‌তো বলে প্রেম মিলেছে বধূর ঘরে ধাই ॥
সুখ বলে যে নিত্য রূপে রইনু আমি সুধার কূপে।
পূর্ণ বলে পূর্ণ হোলেম শেষ তবু যে নাই ॥
মিলন বলে সেবার তরে আছে কনক মালা।
ভজন বলে প্রিতম তরে কুঞ্জ আলোয় আলা ॥

নাম বলে যে ক্ষণে ক্ষণে নিতুই কথা কান্ত সনে।
স্মরণ বলে মুগ্ধ চুপে যুগল চরণ চাই ॥

চিনুর গানের পর কীর্ত্তন গান করিতেন ছোট খুড়িমা। ছোট খুড়িমার (শ্রীমতী বেণু বালা দেবী) কীর্তনের গলা ছিল খুবই সুন্দর। বাল্য কাল হইতেই ছোট খুড়িমা এই কীর্তন গানে সর্বত্র আদর সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাথে কীর্ত্তন পদে কণ্ঠ মিলাইতেন দিদি বৌদি (শ্রীমতী প্রতিমা দেবী) ও মায়া। ছোট খুড়িমার গীত গানের দুই একটির নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল

সেদিন যেমন করুণার ছলে এসেছিলে হবি
আর কী তেমন আসিবে না ?

সেদিন যেমন বিজন আঁধারে জ্বেলেছিলে দীপ
আর কী তেমন জ্বালিবে না ?

সেদিন যেমন প্রেমের বাদলে অমিয় ধারায় ভুবন ভরালে
সে রসরাজ রূপে, হে কুঞ্জ স্বামিনী
আর কী লীলা করিবে না ?

সে দিন যেমন অজ্ঞ শিশু জ্ঞানে শিখালে সুনীতি ভজন সুগানে
বারে বারে প্রভু শ্রীগুরু রূপেতে
আর কী তাহা শিখাবে না ?

সেদিন যেমন চরণ পরশে পাষাণ হৃদয় ভাসালে বিলাসে
ও পাবন তীর্থ চরণ সুরজে
আর কী ধন্য করিবে না ?

সেদিন যেমন দিব্য প্রকাশে দেখালে যুগল মোহন বিলাসে
সে মঞ্জরী প্রেমে মগন করিয়া
আর কী জীবন ভরিবে না ?

অথবা

হমহি কিশোরীজুকে টহল বাজাবৈ হে হাম মিথিলে মে রহবৈ।
শাক পাত খোটি খোটি দিবস গমাবৈ—হে হাম মিথিলে মে রহবৈ॥
ঘরু হে হামার চার ধাম—হে হাম মিথিলে মে রহবৈ॥
কিশোরীকে পগ পগ ফুলয়া বিছাবৈ—হে হাম মিথিলে মে রহবৈ॥

পাঁচ

আসরের তৃতীয় সোপানটি ছিল সমবেত কণ্ঠে শ্রীযুগল সীতারাম লীলা গান কীর্তন। সারিবদ্ধ দশ বার জন গায়ক গায়িকাগণ এক বৃত্তাকারে বসিতেন এবং প্রত্যেককেই ছয় সাতটি স্তবক গান করিতে হইত এবং এই সংগীত ধারাটি প্রায় এক ঘণ্টা চলিত। বলিবার আছে, ভগবৎ ভজন বা পদ কীর্তন এক অনবদ্য সমর্পিত চিত্তের প্রেম সঘন মূর্চ্ছ'না ব্যতিরেকে আর কী হইতে পারে ? শ্রীযুগল লীলা কীর্তনগুলি এক বিশেষ রসেরই প্রতিফলন এবং সেই রসবিশেষকে প্রাণবন্ত করিতে গীতগুলি এক বিশেষ রূপ ও পদ্ধতিতে গাহিতে হইত। এই বিশেষ ভাবে- সমগ্র গানের রূপ ও রসটি বাঁধা থাকিত। গীতগুলিকে হৃদয়ের আবেগে দীর্ঘাকৃতি ও ঠিক উচ্চারণ সহিত না গাহিলে ছন্দ পতন গীতের মধুর ধারাটিকে ব্যাহত করিতে বাধ্য। ভগবৎ অনুগ্রহে উৎসবে গায়ক গায়িকাগণের হৃদয়ে এই ভাবটি ঠিকমত

ফুটিয়া উঠিত এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে সমগ্র সমবেত লীলা গানটি এক অখণ্ড পরানন্দ রূপ পরিগ্রহ করিত।

এই সংগীত ধারায় অংশকারীদের মধ্যে ছিলেন

১) শ্রীঅত্রি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২) শ্রীশৈলজা ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার ৩) ৺সূর্য কুমার মুখোপাধ্যায় ৪) ৺নির্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫) শ্রীশম্ভুনাথ মুন্সী ৬) লেখক ৭) শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮) শ্রীবাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯) শ্রীকল্যাণেশ্বর ১০) শ্রীমহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২) ৺প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩) শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪) ছোট খুড়িমা ১৫ দিদি ১৬) বৌদি ১৭) মায়া প্রমুখ। সমাবেত কীর্তন পদের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল

পরম রম্য মিথিলার রূপ দিব্য মিথিলা ধাম।
সীতারাম যশ সলিল সুধায় পূর্ণ আপ্তকাম॥
দিব্য জ্ঞানের মহান যোগী জনক আত্মারাম।
শুভগনৈনা দিব্য ললনা চন্দ্রমা শোভা ধাম॥
শ্রীরাম রাম রাম—শ্রীরাম রাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম।

প্রেম প্রতীতি বিশ্বাস রতি একরসে অভিরাম॥
ব্রহ্মানন্দে মগন যুগল দ্বন্দ রহিত কাম।
উজ্জল মতি পুরবাসীগণ পুণ্য পাবন ধাম॥
যুগল ভজনে সুখদ স্মরণে সুরভিত অভিরাম।
শ্রীরাম রাম রাম— শ্রীরাম রাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম॥

পল্লব লতা তৃণ তরুদল ফল ফুলে অভিরাম।
পিক কূজনে দশদিক ভরা মংগল গুণগ্রাম ॥
রূপ রসে ভরা উজ্জল প্রকৃতি সরসিত অভিরাম।
অতি সুকোমল মিথিলার ভূমি সকল সুখের ধাম।
শ্রীরাম রাম রাম—শ্রীরাম শ্রীরাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম।

ধন্য হইল মিথিলার পতি পূরিল যে মন কাম।
জগৎ জননী জগৎধাত্রী সীতা মহৎ নাম ॥
নির্মল মতি ভক্তির তনু উজ্জল অভিরাম।
অনির্বাচ্য রূপ রাশি ছবি শান্তি সুখের ধাম ॥
শ্রীরাম রাম রাম—শ্রীরাম রাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম ॥

নন্দন চারু রাজ কিশোরী দৈত পরম রাম।
গৌরী পূজনে দিব্য ভজনে মুদিত যে অভিরাম ॥
নয়নের নিধি শ্রীরামচন্দ উজ্জল ঘনশ্যাম।
কোটি কাম সুন্দর অনু অমিত বীর্য ধাম ॥
শ্রীরাম রাম রাম শ্রীরাম রাম রাম— সিয়ারাম রাম রাম ॥

অদ্ভুত লীলা ধনুষ যজ্ঞ ত্রিভুবন যশধাম।
জগৎ জননীর স্বয়ংবর কৌতুক অভিরাম ॥
দেশ দেশ হতে নৃপতিবর্গ মদমানী রতকাম।
বাণ অসুর রাবণ রাজ আসিল জনক ধাম ॥
শ্রীরাম রাম রাম—শ্রীরাম রাম রাম--সিয়ারাম রাম রাম ॥

নানা রূপ ধরি আসিল অনেক খলদল রত বাম।
ভাঙ্গিতে ধনুষ অজ্ঞান মোহ লজ্জিত অভিরাম॥
হারে বার বার রাবণ বাণ ধনু যে মোহকাম।
জনক হৃদয়ে শোক উপজিল কোথা সে বীর্যধাম?
শ্রীরাম রাম রাম শ্রীরাম রাম রাম সিয়ারাম রাম রাম॥

মহামুনি ঋষি বিশ্বামিত্র অনুজ সহিত রাম।
হরষিত মনে জনকের ধামে স্বাগত আপ্তকাম॥
জনকের শোক সীতার বিরহ মুক্ত কবিল বাম॥
ধনুষ ভঙ্গে বজ্র নিনাদ ছাইল ত্রিলোক ধাম॥
শ্রীরাম রাম বাম শ্রীরাম রাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম॥

শুনি সে কঠোর ঘোব শব্দ আসিল পরশুবাম।
মদ মান মথি ঘুচিল ভর্ম বিস্ময় অভিবাম॥
দিকে দিকে ওঠে মংগল ধ্বনি জয়তি জয়তি বাম।
জনকপুব মোহন রূপেতে সাজিল যে অভিবাম॥
শ্রীরাম রাম রাম শ্রীরাম বাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম॥

জয় মালা দিল শ্রীরাম কণ্ঠে সীতা পূর্ণকাম।
হুলু হুলু ধ্বনি ছাইল ধরণী পুলকিত অভিরাম॥
রাম সীতার দিব্য মিলন চিন্ময় প্রেম ধাম।
নীল তমালে স্বর্ণ লতিকা অপরূপ অভিরাম॥
শ্রীবাম রাম রাম—শ্রীবাম রাম রাম—সিয়ারাম রাম রাম॥

এ রূপ এ শোভা গোগিরাতীত চিন্ময় সুখধাম।
হরি হরি বিধি এ সুখ কণার যাচক যে অবিরাম॥
সন্তোষে ভরা সন্ত সুজান যুগল ভজন ধাম॥
জয় জয় গাহি যুগল নামের হরষিত বসুযাম॥
শ্রীরাম রাম রাম- শ্রীরাম রাম রাম সিয়ারাম রাম রাম॥

সুখে সুখে ভরা সীতারাম কথা মহৎ যশের ধাম॥
অহেতু কৃপার অমিয় বাদল বিশ্রাম অভিরাম॥
নামের মহিমা দিব্য অপার অজানিত শ্রুতি সাম॥
পদে পদে স্বাদু সুধা নির্ঝর ত্রিলোক পাবন ধাম॥
শ্রীরাম রাম রাম শ্রীরাম রাম রাম- সিয়ারাম রাম রাম॥

ছয়

ভজন আসরের শেষ সোপানটি ছিল প্রার্থনা মূলক আরতি সংগীত। এই অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিল নকুল। নকুল তাহার সর্ব মন প্রাণ উজাড় করিয়া গানটি যখন পরিবেশন করিত শ্রোতৃ বর্গের অনেকের চক্ষুই করুণা সরস ধাবায় দ্রবিত হইত—সকলের প্রাণেই এক চিন্ময় ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিত।

নকুলের গীত আরতি সংগীতের তুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আরতি কর মন আরতি হরণকে॥
কোটি চন্দ্র বদন চারু যুগল শোভাধাম
বাজু বলয় হার কুণ্ডল করণকে॥

বসন ভূষণ বাগ শৃঙ্গার অনুপম
অভয় যুগল কর কঞ্জ চরণকে ।।

গায়ত বেদ পুরাণ বন্দীগণ
কীরতি কলিত কলা সুখ নিধানকে ।।
শুভশীলা নায়ক পরিপূরণ কাম ।
দাযক অভিমত দীন জননকে ।।
আরতি কর মন আরতি হরণকে ।।

অথবা

এ মধুর মিলনে তোমার আরতি
কী কব শোভা যে তারি ।
সুখের সমাজ হৃদয়ে মিলিল
নয়ন বরষে বারি ।।

শিথিল অংগ পুলকানন্দে
তনু কাঁপে থরথরি ।
বয়ান মুগ্ধ চিকন রূপেতে
অদ্ভুত বলিহারি ।।

হারাল যে মন বিশ্বমোহনে
লভি কঞ্জ চরণ চারি ।
দিকে দিকে জাগে মংগল ধ্বনি
লাজ কুসুম ঝারি ।।

এক টানা দুই ঘণ্টা ব্যাপী এক মধুর রসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কেন এই সুখ সমাবেশের পরিসমাপ্তি ঘটিল ? ভক্তবৃন্দের অতৃপ্ত হৃদয়ের এই বাসনা হৃদয়েই গুঞ্জরিত হইতে লাগিল। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের অস্ফুট বাণীটি সবার আড়ালে নয়নের নীরব উষ্ণ রসে আপনি ঝরিয়া পড়িল—সেই মুগ্ধ প্রেম-কাতর গোপন বাণীট হইল—

দাও দাও প্রভু তব প্রেম ধারা সরস যুগল নাম।
আমরা অজ্ঞ মলিন মন্দ তুমি প্রভু গুণ ধাম॥
করুণা নির্ঝর হে রঘুনাথ স্বামী তুলনা তোমার নাই।
যুগলে আসিয়া নিজ গুণে প্রভু হৃদয়ে পাতিও ঠাঁই॥
জন্মে জন্মে তোমারে ভজিব এই কর প্রভু এই কর।
তোমারি মাঝারে হারায়ে চিত্ত ভুলিব সকল ডর॥

পরম পূজ্য বরণীয় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অলৌকিক গৌরবদান করিতেন তাঁহারা হইলেন—১) ৺কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২) ৺নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩) ৺ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৪) ৺প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫) শ্রীনন্দীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭) শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮) শ্রীঅজরনাথ মুখোপাধ্যায় ৯) স্বর্গতা দিদিমা ১০) স্বর্গতা সেজপিসিমা ১১) স্বর্গতা লক্ষ্মীদি ১২) পূজনীয়া কনেখুড়িমা ১৩) নতুন বৌদি ১৪) শ্রীমতী অনিমা দেবী ১৫) শ্রীমতী আবির বালা ১৬) সরযূ প্রভৃতি।

সাত

সুখ স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া মনে হইল বিগত জীবনের আনন্দোজ্জল সোনার দিনগুলি সহসা আমার সমগ্র চিত্ত মনকে এক নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল! আমি আমার হারানো নিধি যেন ফিরিয়া পাইলাম—এবং এই অভূতপূর্ব পুনঃ প্রাপ্তিতে চিত্তের সকল বিষাদ—কোথায় ভাসিয়া গেল! অসীম ভগবৎ করুণায় দীন চিত্ত সহসা কাতর কণ্ঠে আপন হৃদয়টিকে ব্যক্ত করতঃ আপন মনে গাহিয়া উঠিল—

হে পরাণ দেবতা প্রিয়তম সখা দ্বৈত পরম জানকীনাথ।
ভুবনমোহন তোমার চরিত কে পারে করিতে আলোকপাত?
করুণা ধারার অমিত পুণ্যে ধন্য করিলে এ দীন দেব।
এত সুখ আর এত ভালবাসা শুনে নাই কেহ দেখে নাই কেহ॥
তোমার লীলা গানে তোমার প্রকাশ চিন্ময় রূপ নামে।
কী বুঝি তাহার মদ মানী মোরা সদা রত ক্রোধ কামে॥
নির্ভরা প্রেমে অবিচল সুখে জ্বালিলে যে দীপগুলি।
ভাসিল হৃদয় কোন্ অজানা প্রবাহে নয়ন গেল যে খুলি॥
অকথিত সুখ হৃদয় মাঝারে হোল যে পাগল পারা।
তোমার সুযশ অমিয় ধারায় কনে কনে হোল হারা॥
কত রূপ ধরি ছন্দে বর্ণে রচিলে কাব্য বিভবময়।
হৃদয় বাণায় ঝংকার তুলি আপন মহিমের গাহিলে জয়॥
কত প্রাণে তুমি ঢালি দিলে প্রেম কত হাতে দিলে কত কাজ।
কত মধুর বয়ানে সেবিলে স্বজনে কত রূপ রসে ধরিলে সাজ।

কত শোভা আর কত গান গাহি তৃপ্ত করিলে অধীর কান।
কত আলাপনে সুহাস বদনে দ্রবিত করিলে কঠিন প্রাণ॥
সুখ বরিষণে নয়নে নয়নে কত অজানাবে জানালে নাথ।
কত ভাব ও ভাষায় পুলক ব্যথায় সংগ দানিলে তোমাব সাথ॥
এ নহে কেবল মধুর স্মৃতি– এ যে নিত্য নবীন পুলকানন্দ।
এ যে অবিরল প্রেম– দিব্য সঘন শাবদ রাতের পূর্ণ চন্দ॥
বারে বারে তুমি এসো এসো নাথ যেও না যেও না যেও না ফিরে।
রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও নাথ করুণা সরস মুগ্ধ করে॥

প্রার্থনা সংগীত ধারা হৃদয়েব মর্মে মর্মে প্রবেশ করিযা বিমুগ্ধ চিত্তকে সজ্ঞা হারা দশায় নিক্ষেপ করিল এবং মুদিত নয়ন দ্বয়ে ভাসিয়া উঠিল দিব্য বিভূষিত শ্রীযুগল সীতারামের আনন্দ মঞ্জুল রূপ লালিত্য এবং কর্ণ দ্বয়ে অনুরণিত হইতে লাগিল সেই দূর দেশ বাসিনী বিরহিনীর মধুর কণ্ঠস্বর। বিরহিনী শ্রীযুগল সীতারামের রূপ মাধুর্যে বিগলিত হইয়া বিমুগ্ধ কণ্ঠে গাহিতেছেন—

বয়ানে মধুর ঝরিছে হাস্য নয়ন যুগল কৃপার ধাম।
চিন্ময় গুণে দিব্য ভূষণে নিত্য পূর্ণ জানকীরাম॥
রাজ রাজেশ্বর শ্রীরাম কান্ত মুগ্ধ প্রেমের রসিকবর।
দিব্য কান্তা জনকজা সীতা শান্তি সুখের মুক্তি ঘর॥
কনক নীলের মধুর মিলন নিবিড় প্রাণে হোল যে এক।
এ রূপ এ শোভা নয়নের সুখ বরান ভুলেছে কহিতে বাক্॥

নিত্য সিদ্ধ উজ্জল কান্তি যুগল পরাণ যুগলে লয়।
সুন্দর শুচি শৃঙ্গার ধারা ভজন ভাবের গাহিছে জয়।
এ মুগ্ধ বাসরে সুখ সমাজে এসো এসো নাথ হৃদয় ভরি।
নিত্য সেবার কনক সৌধ যুগল নামে তোমায় স্মরি॥

★ ★ ★

বিরহিনীর বিমুগ্ধ সংগীত সুধা ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া গেল ক্ষণিক পরে আমার স্বপন ঘোর কাটিল—সম্বিতে ফিরিয়া আসিলাম॥ কী রূপ যেন অসহায় ভাব—নিদারুণ রিক্ততায় মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এ যেন প্রজ্জ্বালিত কক্ষের দীপ শিখাগুলি একটির পর একটি করিয়া নিভিয়া যাইলে—কক্ষের যে করুণ অবস্থা হয় ঠিক সেই রূপ। এ বেদনা প্রকাশ করিবার নহে এ সোহাগ যাতনা ভাব ও ভাষার অতীত। আমি যেন নিরুদ্দেশের পথিক সহসা মনে পড়িল সুখ স্মৃতির কথা। মনে হইল এ সুখস্মৃতি কেবলমাত্র স্মৃতি নহে—এ সুখ স্মৃতি কবির সমগ্র জীবন- কবির সর্বস্ব। কবির এ ভালবাসা চিরন্তন। নিত্য নতুন জীবনের ঘাটে ঘাটে এই সুখ স্মৃতি বিমুগ্ধ ভাবদশায় কবির নিত্য আনন্দের সমারোহ।

১৯৫৭ সনে কোন এক মংগল অবসরে—যে উৎসবের শুভারম্ভ আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের পর সেই মুগ্ধ স্মৃতি লিপি বদ্ধ করিতেছি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে—ভুল ত্রুটি কিছু ঘটিতে পারে--কিন্তু এই ভুল ত্রুটি--যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা একান্ত অনিচ্ছা প্রসূত। বিভিন্ন চরিত্রগুলি সহজ ও সাবলীল ভাবে মনের অঙ্গনে যে ভাবে নৃত্য-গীতে লেখককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে লেখক - চরিত্রগুলি সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছে—এই কার্যে লেখক এতটুকু ইতর বিশেষ করে নাই। ★

সপ্তম সোপান ঃ শান্তি ধারা

আরতি

এসো জ্ঞানালোকে অভয় অশোকে
তপ ধ্যান ব্রত দানে।
এসো কর্ম বচনে শুভ আচরণে ॥
বন্দনা বতি গানে ॥
এসো আনন্দে পরমানন্দে ॥
নয়নের জলে এসো।
এসো দুখের বাদলে কল কোলাহলে
বিজন বিপিনে এসো ॥
এসো স্বপনের মাঝে পুণ্য পরশে
হরষ বিষাদে এসো।
এসো পরিজনে শান্ত চরণে
রূপে রূপে তুমি এসো ॥
এ দীন মলিনে হে বিপ্র উদার
দু হাত বাড়ায়ে এসো।
এসো শুভ ক্ষণে পরিকর সনে
নিত্য স্বরূপে এসো ॥
তোমার আরতি পরাণের গীতি
বাখিনু মরম লাজে।
এ সকলি তোমার বিভব অপার
তোমারেই শুধু সাজে ॥

শান্তি

সীতারাম নাম সবার তরে ঘরে ঘরে দিক শান্তি বারি।
সকলে শুভগ সুন্দর তনু সকলে নিরোগ শুদ্ধাচারী ॥
দুঃখ দৈন্য জীর্ণ মলিন দূর হোক দূর হোক।
ঘরে ঘরে সুখ নিত্যানন্দ ভেসে যাক্ তাপ শোক ॥
আকাশে বাতাসে শান্তির ধারা উজ্জ্বল দশ দিশি।
পরাণে নাইকো বিষমতা কিছু বিদ্বেষ অমানিশি ॥
ভুবনে ভুবনে নন্দন বাণী সীতারাম সীতারাম।
শান্তি সুখের বিজয় বারতা অবিচল অভিরাম ॥
নদী নির্ঝরে শান্তির গীতি পবন মন্দ শীতল হায়।
কুসুম কোরকে শান্তি সুবাসে সবার লাগি বিভব গায় ॥
তৃণ তরু দলে লতা পল্লবে গিরি গুহা ধরাতলে।
শান্তি অমল করুণা সজল সরসিত মূলে মূলে ॥
নয়নে শান্তি বয়ানে শান্তি শান্তি নিখিল ভুবনে।
বন উপবনে বিহগ কূজনে শতদলে সমীরণে ॥
দ্যুলোকে শান্তি ভূলোকে শান্তি—শান্তি নিখিল ভুবনে।
অতি বিচিত্র শান্তির দূত সিয়ারাম জয় গানে ॥
রুদ্ধ দুয়ার আপনি খুলিল ভয় সব গেল দূরে।
সবাকার তরে শান্তির শঙ্খ বাজিছে মোহন সুরে ॥